

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ইমিগ্রেশনে ব্যাপক ধরপাকড়

● ছয় মাসে গ্রেপ্তার ৪৭৫৬ ● বাংলাদেশী কমিউনিটিতে আতঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার :

যুক্তরাজ্যে অবৈধভাবে কাজ ও অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে ব্রিটিশ হোম অফিস। গেল কয়েক সাপ্তাহ থেকে এ অভিযান ব্যাপক আকারে পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। আর অভিযান পরিচালনার ফলে বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। তবে আশার খবর হচ্ছে যারা পূর্ব লন্ডনের নিউহ্যাম কাউন্সিলে বসবাস করছেন তাদের জন্য। এসব অভিযানের বিরুদ্ধে কাউন্সিল একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যদিও নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছে তবে অবৈধ অভিবাসীদের মধ্যে অনেকটা আশার আলো দেখাচ্ছে কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্ত। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, হোম অফিসের অভিবাসনবিরাগী অভিযানে কাউন্সিলের সম্পদ ব্যবহার না করার পক্ষে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। গত ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের পূর্ণাঙ্গ



সভায় উত্থাপিত এ প্রস্তাবে বলা হয়েছে, আইনগতভাবে স্পষ্ট বাধ্যবাধকতা না থাকলে অভিবাসন কর্মকর্তাদের অভিযানে কাউন্সিল সক্রিয় সহযোগিতা করবে না। ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে

অবৈধভাবে কাজের অভিযোগে পরিচালিত ৭ হাজার ২৭০টি অভিযানে ৪ হাজার ৭৫৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়েছে ২০ শতাংশ। অন্যদিকে, অভিযানের সংখ্যাও বেড়েছে

৩১ শতাংশ। হোম অফিসের ৮ অক্টোবর প্রকাশিত সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যে এসব পরিসংখ্যান উঠে এসেছে। তবে ২০২৬ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে মোট কতজনকে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ সরকারি হিসাব এখনো প্রকাশিত হয়নি। হোম অফিসের তথ্য বলছে, অবৈধভাবে কাজের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাস ছিল রেকর্ডভিত্তিক সবচেয়ে সফল বছরের প্রথমার্ধ।

ছয় মাসে ৭ হাজারের বেশি অভিযান : হোম অফিসের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যজুড়ে ৭ হাজার ২৭০টি অবৈধ কর্মসংস্থানবিরাগী অভিযান পরিচালিত হয়। এসব অভিযানে ৪ হাজার ৭৫৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২৫ সালের একই সময়ে ৫ হাজার ৫৫৪টি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল এবং গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ৩ হাজার ৯৬৯ জন। --১৬ পৃষ্ঠায়



নিউইয়র্কে বিমানবন্দরে ড. ইউনুস লাঞ্চিত

পোস্ট ডেস্ক :

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হেনস্তার শিকার হয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস। হুইল চেয়ারে করে ড. ইউনুস বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশি তাকে হেনস্তা করেন। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। পাশাপাশি নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ মিশনকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। স্থানীয় সময় সোমবার বিকাল পৌনে ৪টায় এ ঘটনা --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা

বাংলাদেশসহ চার দেশের শিক্ষার্থী ভর্তিতে কড়াকড়ি

স্টাফ রিপোর্টার :

যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা নিতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য পরিস্থিতি ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। শিক্ষার্থী ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর নতুন বিধিনিষেধ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী নিয়োগের ক্ষেত্রে কঠোর নজরদারির কারণে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি-প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে এসে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে যুক্তরাজ্যের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশ থেকে শিক্ষার্থী নিয়োগ সীমিত করছে, আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আবেদনকারীদের দেওয়া ভর্তির প্রস্তাবও প্রত্যাহার করছে।

তবে বিষয়টি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশসহ চারটি দেশ থেকে শিক্ষার্থী নেওয়া বন্ধের কোনো সাধারণ সরকারি নিষেধাজ্ঞা নেই। যুক্তরাজ্য সরকার ২০২৬ সালের মার্চে আফগানিস্তান, ক্যামেরুন, মিয়ানমার ও সুদানের নাগরিকদের জন্য শিক্ষার্থী ভিসায় বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অন্যদিকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মূল সংকট তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসা-সংক্রান্ত ঝুঁকি, আবেদন প্রত্যাখ্যানের হার এবং নতুন সরকারি নিয়মের কারণে। ১০ অক্টোবর প্রকাশিত ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়ার মতো দেশ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদনকারীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। --১২ পৃষ্ঠায়



বাংলাদেশে নতুন জঙ্গি দলের আত্মপ্রকাশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে নতুন জঙ্গিবাদী দলের। নতুন জঙ্গিবাদী দলটির নাম 'ইতেহাদুল উম্মাহ'। তাদের সঙ্গে বিদেশি জঙ্গি দলের যোগাযোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। সম্প্রতি তেজগাঁও কলেজের মসজিদ থেকে আটককৃতদের জেরা করে এই তথ্য পাওয়া গেছে। 'ইতেহাদুল উম্মাহ' সম্পর্কে তথ্য লাভের বিষয়টি স্বীকার করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, "তেজগাঁও হেফাজতে নেওয়া ব্যক্তিদের মোবাইল ফোনের ফরেনসিক বিশ্লেষণ ও জিজ্ঞাসাবাদে 'ইতেহাদুল উম্মাহ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনার তথ্য পাওয়া গেছে। --১৬ পৃষ্ঠায়

ভূমধ্যসাগর থেকে ৪৬ বাংলাদেশি উদ্ধার



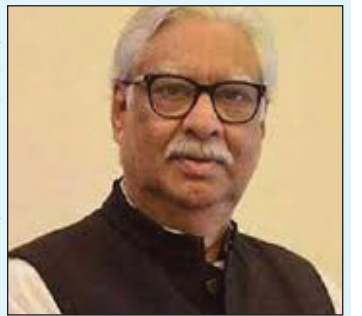
পোস্ট ডেস্ক :

উত্তাল সাগরে চার থেকে ছয় ফুট উঁচু ঢেউ, নৌকায় পানি ঢুকে পড়া, খাবার ও পানির তীব্র সংকটের মধ্যে প্রায় পাঁচ দিন ভূমধ্যসাগরে ভেসে ছিলেন ৪৬ বাংলাদেশি। লিবিয়া থেকে গ্রিসে যাওয়ার পথে ঝড়ের কবলে পড়ে দিক হারানো এসব অভিবাসনপ্রত্যাশীকে অবশেষে গত ১৯ সেপ্টেম্বর মিসরের সিদি বারানি উপকূলের কাছে একটি বাণিজ্যিক জাহাজ উদ্ধার করে। কায়রোয় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইংয়ের এক কর্মকর্তা জানান, উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশিরা বর্তমানে মিসরের আলামাইন পুলিশ স্টেশনে অবস্থান করছেন। তাদের শারীরিক অবস্থা ও সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে --১৬ পৃষ্ঠায়

সুলতান মোহাম্মদ মনসুরকে গ্রেপ্তার দেখালেন আদালত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

বিএনপিকর্মী মুশফিকুর রহমান আবারকে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম এ আদেশ দেন। গুনানি শেষে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।



মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন মডেল থানার উপপরিদর্শক মো. আর সালেহ সুলতান মোহাম্মদ মনসুরকে আদালতে হাজির করে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হারুন অর রশিদ আবেদনের পক্ষে গুনানি করেন। অন্যদিকে, আসামিপক্ষের আইনজীবী তাঁকে এ মামলায় --১৬ পৃষ্ঠায়

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে কারাগার থেকে আরও ৬৫০ বন্দির মুক্তি

পোস্ট ডেস্ক :

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের কারাগারগুলোতে বন্দির অতিরিক্ত চাপ কমাতে সরকারের নেওয়া 'দ্রুত মুক্তিদান কর্মসূচি'র দ্বিতীয় ধাপে মঙ্গলবার আরও প্রায় ৬৫০ জন বন্দিকে আগাম মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

এই ধাপে সর্বোচ্চ আড়াই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত এমন বন্দিরা মুক্তি পাচ্ছেন, যারা প্রচলিত নিয়মে সাজার অর্ধেক সময় কারাগারে কাটানোর পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ সময় পার করেছেন। সরকারের এই উদ্যোগ এমন এক সময়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যখন ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার --১৬ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের শীর্ষ উদ্ভাবনী দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ ১০৬ তম

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার (ডব্লিউআইপিও) প্রকাশিত বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে (গোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ২০২৬) বাংলাদেশ ১৩৯টি দেশের মধ্যে ১০৬তম অবস্থানে রয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণায় ঘাটতি এবং বিভিন্ন সূচকে পিছিয়ে থাকার কারণে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো তালিকার নিচের দিকেই। একটি দেশের সামগ্রিক উদ্ভাবন সক্ষমতা পরিমাপে ডব্লিউআইপিও মোট ৭৯টি সূচক ও দুটি প্রধান দিক

(ইনপুট ও আউটপুট) আমলে নেয়। ইনপুট হিসেবে বিবেচনা করা হয়- দেশের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ (রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনের শাসন ও সরকারি নীতি), মানবসম্পদ ও গবেষণা (শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান এবং গবেষণায় সরকারি-বেসরকারি ব্যয়), অবকাঠামো (তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ও লজিস্টিকস সক্ষমতা), বাজারের পরিপক্বতা (সহজে ঋণ ও বিনিয়োগ পাওয়ার সুবিধা এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল) এবং ব্যবসায়িক

পরিবেশ (জ্ঞানভিত্তিক কর্মী, উচ্চপ্রযুক্তি আমদানি ও করপোরেট গবেষণা)। অন্যদিকে আউটপুট হিসেবে বিবেচনা করা হয় উদ্ভাবনের বাস্তব ফলাফল- যেমন পেটেন্ট আবেদন, বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা, উচ্চপ্রযুক্তি পণ্য রপ্তানি, ডিজিটাল সেবা এবং সৃজনশীল পণ্য ও সেবার উৎপাদন। এসবের সমন্বয়েই নির্ধারিত হয় কোনো দেশের চূড়ান্ত অবস্থান। ডব্লিউআইপিও-এর ২০২৬ সালের সূচক অনুযায়ী, বিশ্বে উদ্ভাবনে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে সুইজারল্যান্ড। --১৬ পৃষ্ঠায়

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মোহাম্মদ মকিস মনসুর প্রেসিডেন্ট, আসরাফ মিয়া জেনারেল সেক্রেটারী, হেলেন ইসলাম ট্রেজারার নির্বাচিত

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও উৎসবমুখর পরিবেশে বুটেনের বিভিন্ন শহর থেকে প্রায় ৪ শতাধিক ডেলিগেটস অতিথিবৃন্দ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, প্রতিনিধি ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সতস্কৃত অংশগ্রহণে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় জাতীয় সম্মেলন ২০২৬ গত ১১ই অক্টোবর পূর্ব লন্ডনের অট্রিয়াম হলে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের ফাউন্ডার্স কনভেনর মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং নারী নেত্রী হেলেন ইসলাম ও কমিউনিটি সংগঠক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই মহা সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ক্রয়ডন কাউন্সিলের সিডিক মেয়র কাউন্সিলার মোহাম্মদ ইসলাম।

বিশেষ অতিথি প্রেট্রিন ডঃ হাসনাত এম হোসেন এমবিই, অপর প্রেট্রিন কে এম আবু তাহের চৌধুরী, চ্যানেল এস এর ফাউন্ডার মাহী ফেরদৌস জলিল, সাউথ ইস্ট এর চেয়ার হারুনুর রশিদ, কমিউনিটি লিডার নুরুল ইসলাম মাহবুব, মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর, মুক্তিযোদ্ধা এম এ মল্লান, মসুদ আহমদ, জামাল হোসেন, শাহ শাফি, ও সৈয়দ সায়েম করিম,সহ ১০টি রিজিওনাল ও ৮ টি শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ আমন্ত্রিত বিশিষ্টজনরা বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনের ২য় অধিবেশনে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের ২০২৬-২৮ সালের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

নতুন কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর, জেনারেল সেক্রেটারি এম আশরাফ মিয়া এবং ট্রেজারার হেলেন ইসলাম।

সম্মেলন উপলক্ষে 'ঐক্যের বন্ধন' শিরোনামে একটি আকর্ষণীয় ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, সিলেটি সংগীত, কবিতা আবৃত্তি ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা সম্মেলনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। পাশাপাশি ছিল রকমারি সুস্বাদু খাবারের আয়োজন। সব মিলিয়ে সম্মেলনটি যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেটবাসীর এক বিশাল মিলনমেলায় পরিণত হয়।

প্রবাসের মাটিতে এককথ সিলেটের



আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ট্রিলের সংকট নিরসন, যাত্রী হয়রানি বন্ধ এবং ঢাকা-সিলেট ছয় লেন মহাসড়কের নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সহ সিলেটবাসীর বিভিন্ন ন্যায্য সঙ্গত দাবী দাওয়া তুলে ধরেন।

সম্মেলনে বক্তারা, ওসমানী বিমান বন্দর থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ সহ বিদেশী সব এয়ারলাইনের ফ্লাইট চালু, "বিমানের ভাড়া হ্রাস, শাহ জালাল বিমান বন্দরের

এসোসিয়েশনের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব,কাউন্সিলার এ কে এম হেলাল ,কাউন্সিলার গুলজার আহমদ ,বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক গুলজার আহমদ খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক তাইসির মাহমুদ, সাংবাদিক সাহেদ রহমান, সাংবাদিক সাজিদুর রহমান,ও আজিজুল আমিয়া,সহ সংগঠন এর উপদেষ্টাবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

কেন, আমাদের শিকড়, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ একই। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আমাদের কমিউনিটি ও আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারব। নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্যদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্মানিত প্রেট্রিন ও উপদেষ্টা সহ সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ বলেন



আবহ, পারস্পরিক আন্তরিকতা, ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অনন্য সম্মিলনে দিনটি অংশগ্রহণকারীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

সম্মেলনে বক্তারা সিলেটবাসী ও প্রবাসীদের বিভিন্ন ন্যায্য দাবি তুলে ধরেন। তাঁদের দাবির মধ্যে ছিল সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজসহ বিদেশি বিভিন্ন এয়ারলাইনের সরাসরি ফ্লাইট চালু, বিমান ভাড়া হ্রাস, হযরত শাহজালাল

ট্রিল সংকট দূরীকরণ ও যাত্রী হয়রানী বন্ধ, ঢাকা -সিলেট ছয়লাইনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন সহ সিলেটবাসীর বিভিন্ন ন্যায্য সঙ্গত দাবী দাওয়া তুলে ধরেন। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা মুখলেছুর রহমান চৌধুরী, সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, সাবেক মেয়র জ্যোৎস্না ইসলাম, কমিউনিটি নেতা সিরাজ হক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহনুর আহমদ খান, ব্রিটিশ বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, গ্লোবাল জালালাবাদ

আমাদের চারজনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আগামী দু'বছরের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করায় সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মকিস মনসুর প্রবাসী বাংলাদেশীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, সিলেটের উন্নয়ন এবং কমিউনিটির ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উল্লেখ করে ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা যুক্তরাজ্যের যে প্রান্তেই বসবাস করি না

যুক্তরাজ্যের সকল অঞ্চল থেকে, দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে যাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের বৃহত্তর সিলেট কমিউনিটির সবাইকে একই ছাদের নিচে ঐক্যবদ্ধভাবে দেখতে পারা সত্যিই অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের বিষয়। কমিউনিটির সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যুক্তরাজ্যজুড়ে পারস্পরিক সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্য ও সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অবৈধ রাস্তার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

টাওয়ার হ্যামলেটসের ঐতিহ্যবাহী মার্কেট বা বাজারগুলো স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে কেনাকাটার একটি জনপ্রিয় গন্তব্য। তবে বৈধ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা এবং বাজারের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে কাউন্সিল।

সম্প্রতি কলাম্বিয়া মার্কেট এলাকায় দায়িত্ব পালনরত একজন মার্কেট ইন্সপেক্টর একটি অবৈধ স্ট্রিট ট্রেডার অর্থাৎ রাস্তার ব্যবসায়ীকে স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ওই ব্যক্তি নির্দেশনা মানতে অস্বীকৃতি জানালে পরিস্থিতি সামাল দিতে টাওয়ার হ্যামলেটস এনফোর্সমেন্ট অফিসার এবং পুলিশ টাস্কফোর্সকে ডাকা হয়। সংবাদ পাওয়ার পর এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তা ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনার কারণে তাকে একটি আর্থিক জরিমানা করা হয় এবং ভবিষ্যতে এমন আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য অ্যান্টি-সোশ্যাল বিহেভিয়ার (এএসবি) সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়।

কাউন্সিল জানিয়েছে, স্থানীয় মার্কেটগুলো যেন নিরাপদ, সুশৃঙ্খল

এবং বৈধ ব্যবসার জন্য উপযোগী থাকে, সে লক্ষ্যে নিয়মিত তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অবৈধ রাস্তার ব্যবসায়ীরা শুধু আইন লঙ্ঘনই করেন না, তারা বৈধ লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদের জন্যও অন্যায্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেন এবং অনেক সময় পথচারীদের চলাচলেও বিঘ্ন ঘটান।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মার্কেট ও জনসাধারণের স্থানগুলোতে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এনফোর্সমেন্ট টিম এবং পুলিশের যৌথ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা করা সকল ব্যবসায়ীর প্রতি কাউন্সিল সমর্থন অব্যাহত রাখবে, তবে অবৈধ ব্যবসা এবং জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের সহনশীলতা প্রদর্শন করা হবে না।

বাসিন্দাদেরও অনুরোধ করা হয়েছে, তারা যদি কোনো অবৈধ ব্যবসা বা জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে এমন কার্যকলাপ দেখতে পান, তাহলে তা কাউন্সিল বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানান। এর মাধ্যমে সবাই মিলে একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল টাওয়ার হ্যামলেটস গড়ে তোলা সম্ভব।

আত্মীয়তার বন্ধনে গড়ে ওঠা নিরাপদ ভবিষ্যৎ: গুরু হলো কিনশিপ কেয়ার সপ্তাহ

শিশুর জীবনে এমন পরিস্থিতি কখনও কখনও আসে, যখন তার মা-বাবা বিভিন্ন কারণে সন্তানের দেখাশোনা করতে সক্ষম হন না। এমন সময়ে অনেক আত্মীয়স্বজন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, খালা, ফুফু, চাচা-মামা কিংবা পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এগিয়ে এসে শিশুটির

পরিবর্তন নিয়ে আসেন। কিনশিপ কেয়ার সপ্তাহ উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সকল কিনশিপ কেয়ারারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। তাদের নিঃস্বার্থ অবদান অনেক শিশুকে পরিবার ও কমিউনিটির ভেতরে থেকেই বেড়ে ওঠার সুযোগ করে



দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদানকে সম্মান জানাতেই টাওয়ার হ্যামলেটসে শুরু হয়েছে কিনশিপ কেয়ার সপ্তাহ। কিনশিপ কেয়ার এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে কোনো শিশু তার বাবা-মায়ের পরিবর্তে পরিচিত ও বিশ্বাসযোগ্য আত্মীয় বা পারিবারিক বন্ধুদের তত্ত্বাবধানে বড় হওয়ার সুযোগ পায়। এর ফলে শিশুরা তাদের পরিচিত পরিবেশ, পরিবার এবং কমিউনিটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে, যা তাদের মানসিক সুস্থতা ও বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টাওয়ার হ্যামলেটসে শত শত কিনশিপ কেয়ারার প্রতিদিন ভালোবাসা, ধৈর্য এবং দায়িত্ববোধের সঙ্গে শিশুদের লালন-পালন করছেন। তারা শুধু একটি শিশুর দেখাশোনাই করেন না, বরং তাকে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি গড়ে দিতে সহায়তা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই তারা হঠাৎ করেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শিশুদের জীবনে ইতিবাচক

দিয়েছে, যা শিশুর আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কাউন্সিল জানিয়েছে, কিনশিপ কেয়ারারদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়তা, পরামর্শ এবং তথ্যসেবা পাওয়া যায়। যারা বর্তমানে কোনো শিশুর কিনশিপ কেয়ারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অথবা এই বিষয়ে আরও জানতে চান, তারা স্থানীয় সহায়তা সেবার তথ্য গ্রহণ করতে পারেন। কিনশিপ কেয়ারারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাউন্সিল বলেছে, শিশুদের জীবনে তাদের ভালোবাসা, ত্যাগ এবং অঙ্গীকার অমূল্য। তাদের প্রচেষ্টার কারণেই অনেক শিশু নিরাপদ, সহায়ক এবং স্থিতিশীল পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে।

স্থানীয় সহায়তা ও আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করুন - করহংঘরটু ঈথৎব টিমের সাথে যোগাযোগ করতে ইমেইল করুন

kinship@towerhamlets.gov.uk

এডভারটোরিয়াল

পানি মূল্যবান

আমরা যেভাবে এটি ব্যবহার করি তা গুরুত্বপূর্ণ।

ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস হযত বৃষ্টিপাতের জন্য পরিচিত হতে পারে, তবে অনেক জায়গায় পর্যাপ্ত পানি নেই। আসুন পানি সাশ্রয় করি, বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে সাধারণ প্রতিদিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রত্যেককে কম পানি ব্যবহার করতে সহায়তা করার জন্য একটি প্রচারাভিযান 2026 সালে চালু হয়েছিল।



চ্যালেঞ্জটি অনেক লোকের উপলব্ধির চেয়ে বড়। জলবায়ু পরিবর্তন শুষ্কতর গ্রীষ্ম এবং ভারী শীতকালীন বৃষ্টিপাত নিয়ে আসছে, যা নদী এবং জলাধারগুলির জন্য প্রাকৃতিকভাবে পুনরায় পূরণ করা কঠিন করে তুলছে। ফলস্বরূপ, অনেক অঞ্চলে প্রকৃতি যে হারে পানির যোগান দেয় এর চেয়ে দ্রুত গতিতে আমরা পানি ব্যবহার করছি।

ইংল্যান্ডের গড় মানুষ প্রতিদিন প্রায় 140 লিটার পানি ব্যবহার করে, প্রায়শই এটি সম্পর্কে চিন্তা না করেই। তবুও যদি কিছু পরিবর্তন না হয়, তবে ইংল্যান্ড 2055 সালের মধ্যে দৈনিক পাঁচ বিলিয়ন লিটার পানির ঘাটতির মুখোমুখি হতে পারে।

পানি ইণ্ডাস্ট্রি নেটওয়ার্ক আপগ্রেড করতে বিলিয়ন বিলিয়ন বিনিয়োগ করছে – লিক ঠিক করা থেকে অবকাঠামো আপগ্রেড করা পর্যন্ত। তবে প্রত্যেকের উচিত তারা যে পরিমাণ পানি ব্যবহার করেন তা হ্রাস করতে সাহায্য করা।

অনেক দক্ষিণ এশীয় পরিবারের জন্য, সাবধানতার সাথে সম্পদগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে কথোপকথন নতুন কিছু নয়। বেড়ে ওঠার সময়, অনেক লোককে খাদ্য অপচয় না করতে, তাদের মালিকানাধীন জিনিসগুলির যত্ন নিতে এবং কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে সাবধানতার সাথে চিন্তা করতে শেখানো হয়েছিল। সম্পদশালীতা কোনও জীবনযাত্রার প্রবণতা ছিল না। এটি কেবল ছিল আমরা কীভাবে জীবনযাপন করেছি।

অনেক ব্রিটিশ দক্ষিণ এশীয়রা এমন দেশগুলির সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রয়েছে যেখানে পানির ঘাটতি, প্রচণ্ড তাপ এবং বন্যা ইতিমধ্যে দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করেছে। এক অঞ্চলে খরা এবং অন্য অঞ্চলে বিধ্বংসী বন্যার গল্লগুলি যখন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং কমিউনিটিগুলি তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তখন বাড়ির কাছাকাছি অনুভব করতে পারে।

লেটস সেভ ওয়াটার কমিউনিটিগুলিকে পানির যত্ন নেওয়া শুরু করতে বলছে না। অনেকে ইতিমধ্যে করে। সুযোগটি হলো সেই সচেতনতাকে সহজ অভ্যাসে পরিণত করা যা একটি পরিমাপযোগ্য পার্থক্য তৈরি করে।

কারণ চ্যালেঞ্জটি তাৎপর্যপূর্ণ, আর তাই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলির সম্মিলিত প্রভাবও তাৎপর্যপূর্ণ। মাত্র দুই মিনিটের জন্য একটি শাওয়ার সংক্ষিপ্ত করা প্রায় 28 লিটার পানি সাশ্রয় করতে পারে। একটি ফুটো হওয়া টয়লেট ঠিক করা প্রতিদিন শত শত লিটার সাশ্রয় করতে পারে। লক্ষ লক্ষ পরিবার জুড়ে, এই পরিবর্তনগুলি দ্রুত যোগ হয়।

“জল অপচয় রোধ করা গুরুত্বপূর্ণ, তবে সবচেয়ে কার্যকর সমাধান সেগুলোই যা মানুষের জীবনযাত্রার সাথে মানিয়ে যায়।”

পানি বাঁচানোর জন্য সেরা উপদেশ:

- আপনার শাওয়ার থেকে দুই মিনিট কেটে দিন এবং দিনে প্রায় 28 লিটার সাশ্রয় করুন
- ট্যাপের পানি ছেড়ে রাখার পরিবর্তে একটি ওয়াশিং-আপ বাটি ব্যবহার করুন
- একটি ফুটো হওয়া টয়লেট ঠিক করুন, যা দিনে 400 লিটার পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারে
- আপনার ডিশওয়াশার এবং ওয়াশিং মেশিনে ইকো মোড ব্যবহার করুন

ওয়াশিং মেশিন প্রজেক্টের প্রতিষ্ঠাতা নভজ্যোত সিং বলেছেন:

“পানি তো পাওয়াই যাবে এটি ভাবা সহজ যতক্ষণ না আপনি দেখেন যে এটি এক্সেস এবং ব্যবহার করতে কতটা সময় এবং প্রচেষ্টা লাগতে পারে।

ওয়াশিং মেশিন প্রকল্পে, আমরা লন্ড্রির মতো প্রতিদিনের কাজকে কম চাহিদা এবং আরও টেকসই করার জন্য কমিউনিটিগুলির সাথে কাজ করি।

পানি সাশ্রয় সেই সমস্যাগুলির মধ্যে একটি যেখানে ছোট ক্রিয়াগুলি আশ্চর্যজনকভাবে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। যখন ব্যবহারিক সমাধানগুলি প্রাকৃতিকভাবে দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে যায়, তখন লোকেরা তা গ্রহণ করার এবং তাদের স্থায়ী পরিবর্তনের অংশ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।”



প্রতিদিন পানি সাশ্রয়ের সহজ উপায়গুলি আবিষ্কার করতে “লেটস সেভ ওয়াটার” অনুসন্ধান করুন বা letssavewater.com ভিজিট করুন।

LET'S
SAVE
WATER.

বিএলএ ইউকের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শিক্ষা ও পেশাগত কৃতিত্বের জন্য সম্মাননা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ড উদ্বোধন!

যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন বিএলএ ইউকে-এর বার্ষিক সম্মেলন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার লন্ডনের রিজেন্টস লেক ব্যাংকুয়েটিং ভেন্যুতে আয়োজিত এ সম্মেলনে সংগঠনের সদস্য, পরিবারবর্গ, সাবেক নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমন্ত্রিত অতিথি সহ দেড়শতাত্তিক ব্যক্তি অংশ নেন।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব সঞ্চালনা করেন প্রকাশনা সম্পাদক বিভা মোশাররফ ও সদস্য

সভাপতি ব্যারিস্টার সলিসিটর মুহাম্মদ আবুল কালাম ও ব্যারিস্টার সলিসিটর এমকিউ হাসান অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এ ছাড়া সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হারুনুর রশীদ, ব্যারিস্টার সলিসিটর ইকবাল হোসাইন, ব্যারিস্টার মনির চৌধুরী ও ব্যারিস্টার কাজী আশিকুর রহমান এবং সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্যারিস্টার চৌধুরী হাফিজুর রহমান ও ব্যারিস্টার সলিসিটর এহসান হক সুমন, সিনিয়র সদস্য মোহাম্মদ হোসেন, তপন পন্ডিত, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার আতিকুর রহমান, নির্বাচন কমিশন এর সদস্য এডভোকেট আজিজ মোঃ গনিউল আলম ও ব্যারিস্টার

কৃতিত্বের জন্য সংগঠনের সদস্য ব্যারিস্টার সলিসিটর কনক জ্যোতি বর্মী, ড. মানজিদা আহমেদ, ড. খালিদ ইয়াহিয়া ও মৃদুল বেপারীকে সম্মাননা ফ্রেস্ট প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সংগঠনের সদস্যদের ৩৫ জন সন্তানকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও হেইনল্ট ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিল নির্বাচনে জয়লাভ করায় বিএলএ ইউকের সদস্য ব্যারিস্টার সলিসিটর শাহ মুহাম্মদ জাহির আলীকেও সম্মাননা ফ্রেস্ট দেওয়া হয়। সেই সাথে বিএলএর ইউকে পরিবারের সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সম্প্রতি শিক্ষায় বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ অর্জন বা অবদান রেখেছে



ব্যারিস্টার মনির চৌধুরী। শুরুতেই বিগত বছরে প্রয়াত প্রাক্তন সভাপতি সলিসিটর মীর বেলাল শরীফসহ সদস্যদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য বিশেষ মোনাজাত করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ড. খালিদ ইয়াহিয়া।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসে সপুত্রক যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষক ও সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন খান এবং সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল ও তার সহধর্মিণী। যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. এন নজরুল ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোরশেদুর রহমান তালুকদার সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন এমদাদ তালুকদার, এমবিই, তাঁর সহধর্মিণী গীতিকার, লেখিকা ও সমাজকর্মী মাহফুজা রহমান, রেডব্রিজ কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র সাইয়েদা চৌধুরী, এনটিভি ইউরোপের সিইও সুবরিনা হুসাইন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্সেসনাই ইন দ্য ইউকের সভাপতি সিরাজুল বাসিত চৌধুরী, সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, এসবিবিএস এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহাদী হাসান, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্লাব ইন দ্য ইউকের বিধান গোস্বামী এবং পলিটিকা নিউজের সাংবাদিক তানভীর আহমেদ। সদস্যদের মধ্যে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ব্যারিস্টার সলিসিটর নাজির উদ্দিন চৌধুরী, সহধর্মিণী বদরুন নাহার ভাবী, এসবিবিএস এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সলিসিটর সলুল আহমেদ মক্কে, সহধর্মিণী লিলু আহমেদ ভাবী, সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং এবারের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ব্যারিস্টার সলিসিটর ওয়াসিফুর রহমান তালুকদার, সহধর্মিণী মাহফুজা ভাবী, সাবেক

তানিয়া হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সভাপতি ব্যারিস্টার মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের স্বাগত বক্তব্যের পরে সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহমুদা চৌধুরী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা করেন।

বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ড উদ্বোধন
বার্ষিক সভার অন্যতম উল্লেখযোগ্য আয়োজন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএলএ ইউকে বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন খানের উপস্থিতিতে এবং দাতাদের অংশগ্রহণে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের প্রতিবেদনী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্বোধন করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহমুদা চৌধুরী তাঁর বার্ষিক প্রতিবেদনে সংগঠনের বিগত বছরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জনের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিএলএ ইউকের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু, সংগঠনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই বিষয়ে ওয়েবিনার আয়োজন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ছিল গত বছরের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। তিনি সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। অর্থ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সানজিদা খান তাঁর প্রতিবেদনে সংগঠনের সারাবছরের কার্যক্রম এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরেন।

অবদান ও কৃতিত্বের জন্য সম্মাননা
সম্মেলনে বিএলএ ইউকে র ওয়েবসাইট তৈরিতে বিশেষ অবদানের জন্য সমিতির ২০তম ব্যাচের সদস্য এডভোকেট সৈয়দ এম আতিকুর রহমান ও তার সহধর্মিণী চৈতি ভাবীকে বিশেষ সম্মাননা ফ্রেস্ট প্রদান করা হয়। এরপর শিক্ষা, পেশাগত জীবন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ও

তাদেরকে স্বীকৃতিস্বরূপ ফ্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাবেক সভাপতিদের ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। সাবেক সাধারণ সম্পাদকদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন খানকেও উত্তরীয় ও সম্মাননা ফ্রেস্ট দিয়ে বরণ করা হয়।

এরপর সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা জাজমকপূর্ণ ও উৎসবমুখর মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেন। নেপথ্যে বাজতে থা মনোমুগ্ধকর সংগীত মূর্তনায় সবাই উপভোগ করেন সুস্বাদু খাবার।

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা
বার্ষিক সভার বিভিন্ন পর্বের মাঝে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার সলিসিটর সঞ্জয় রায় তাঁর কন্যা ইনাস্সি রায়ের সঙ্গে ডুয়েট গান সবাইকে আবেগটা করে। সঞ্জয় রায়ের সহধর্মিণী অদিতি রায় ধ্রুপদী নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে সদস্য মৃদুল বেপারীর পরিবেশনায় লোকসংগীত উপভোগ করেন উপস্থিত অতিথি ও সদস্যরা।

এবারের বার্ষিক সভার মিডিয়া পার্টনার ছিল এনটিভি ইউরোপ ও পলিটিকা নিউজ। অনুষ্ঠানের পুরো সময়জুড়ে বড় ডিজিটাল পর্দায় বিএলএ ইউকের বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জনের চিত্র প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত সদস্য ও অতিথিদের ফুল দিয়ে সংবর্ধনার পাশাপাশি সুভেনির ম্যাগাজিন, টাই, স্কার্ফসহ বিভিন্ন উপহারসামগ্রী সম্মিলিত ব্যাগ বিতরণ করা হয়।

সবশেষে এবছরের নির্বাচন কমিশনকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করা হয়। পরে নির্বাচন কমিশন নতুন কমিটি ঘোষণার পর বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে নতুন কমিটি কে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ এবং বিদায়ী সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে বার্ষিক সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র আয়োজনে ভিলেজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত



রবিবার ১১ অক্টোবর ২০২৬ স্টেপনি গ্রিন ফুটবল গ্রাউন্ডে ঢাকাদক্ষিণ ভিলেজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বিপুলসংখ্যক দর্শক, ঢাকাদক্ষিণবাসী ও ফুটবল সমর্থকদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে চতুর্থ বারের মতো অনুষ্ঠিত ঢাকাদক্ষিণ ভিলেজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রত্যেক গ্রামের টিম অংশগ্রহণ করে।

গ্রুপ পর্বের খেলা হয় খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, গ্রুপ পর্ব শেষে চারটি টিম সেমিফাইনাল খেলে এবং পরে দুই বিজয়ীর মধ্যে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়, ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে নগর গ্রামের ফুটবল টিম ও শিলঘাট ফুটবল টিম, প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ খেলায় নগর ফুটবল টিম জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং শিলঘাট ফুটবল টিম রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

খেলায় অংশগ্রহণকারী টিমগুলো হলো কানিশাইল ফুটবল টিম, নগর ফুটবল টিম, দত্তরাইল ফুটবল টিম, বারকোট ফুটবল টিম, শিলঘাট ফুটবল টিম, ঢাউস ফুটবল টিম। টুর্নামেন্টের আকর্ষণ ছিলো বিপুল সংখ্যক নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের অংশগ্রহণ তাদের পরিবারের মা বাবার সাথে, আমরা ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো আমাদের নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সাথে সম্পৃক্ত করা।

ফাইনাল খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি দেলওয়ার আহমদ শাহান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

পরিচালনা করেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির। স্পোর্টস সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন এবং বলেন ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার ভিলেজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে আপনাদের সহযোগিতা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা বৃন্দের মধ্যে আতাউর রহমান আশুর মিয়া, সাবেক কাউন্সিলর জুবায়ের খান মিলন, সাবেক কাউন্সিলর আমিনুর রশীদ খান, মোঃ ছায়েদ আহমদ। কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেনঃ সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম, সহ-সভাপতি মোঃ সেলিম আহমদ, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ শামীম আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমদ চৌধুরী, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি কামরুল ইসলাম, সদস্য মামুনুর রশীদ খান, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, দেলওয়ার হোসেন, জোবায়ের সিদ্দিক, মোহাম্মদ রাজিব।

টুর্নামেন্টে আরো উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডসের সভাপতি মাসুক আহমেদ, সাবেক উপদেষ্টা মোহাম্মদ শামীম আহমেদ, মাহমুদুর রহমান শানুর, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মৌলানা আশরাফুল ইসলাম, বিশ্ব বাংলা অনলাইন নিউজের সম্পাদক লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সহ সম্পাদক

সম্পাদক সাংবাদিক আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, হাওয়া টিভির কিশওয়ার আনাম লিটন ও রুমানা আনাম, অনলাইন বিডি টিভির চেয়ারম্যান আব্দুল মোমিন, টি নিউজের তানভীর আহমেদ তারেক, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার সদস্য হেলাল আহমদ, আশরাফ হোসেন শফি, মোহাম্মদ সাহিদ খান, রিয়াজ উদ্দিন, রেদওয়ান খান, মোঃ মুকিতুর রহমান, মকসুদ আহমদ খান শাহজাহান, মাকন মিয়া, নুর মোহাম্মদ সুমন, মিছবাহ উদ্দিন, আদন মিয়া, রেজওয়ান শিবলু, সাকিবর আহমেদ, শফি আহমেদ, আকিব হোসেন, সোহেল আহমেদ, ইমরুল হোসেন।

টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক টিমের ম্যানেজারদের ও সকল খেলোয়াড়দের পদক প্রদান করা হয় এবং চ্যাম্পিয়ন নগর ফুটবল টিমের সকল খেলোয়াড় ও রানার্সআপ শিলঘাট ফুটবল টিমের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ট্রফি প্রদান করা হয় ও চ্যাম্পিয়ন ট্রফি- রানার্স আপ ট্রফি দেয়া হয়।

খেলায় বেস্ট প্লেয়ার হিসেবে মনোনীত হয়েছেন এবং ট্রফি গ্রহণ করেন নগর গ্রাম ফুটবল টিমের আলী হোসেন। ঢাকাদক্ষিণ আমাদের জন্মস্থান তাই শিকড়ের প্রতি ভালোবাসা ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার জন্য আমরা সব সময় সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, সেই ভালোবাসা অনুভূতি আর শিকড়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে নতুন প্রজন্মকে চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় সংগঠন ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে।

সৌহার্দ্যপূর্ণ অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশে উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে সফলভাবে টুর্নামেন্ট সম্পন্ন করতে পারায় আমরা উচ্ছসিত ও গর্বিত, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

টুর্নামেন্টে যারা স্পন্সর হিসেবে সহযোগিতা করেছেন- আব্দুল লতিফ নিজাম, আব্দুল বাছির, জাকির হোসেন, মামুনুর রশীদ খান, আবজল হোসেন, মাকন মিয়া, দেওয়ান নজরুল ইসলাম, রুহুল কুদ্দুস জুনেদ, ইয়ামীম দিদার, মোঃ তাজুল ইসলাম, দেলওয়ার আহমদ শাহান, কাওসার আহমেদ জগলু, খায়রুল আলম ক্যারল, তারেকুর রহমান ছানু, মোঃ শামীম আহমদ। ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির টুর্নামেন্ট আয়োজনে সহযোগিতা করায় সকল স্পন্সর ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে সংগঠনের সহ সভাপতি দেলওয়ার আহমদ শাহান আগামী সময়গুলোতেও সকলের সহযোগিতা কামনা করে সবার আন্তরিকতার প্রশংসা করে সমাপনী বক্তব্য রাখেন।





UK Government

**DO YOU
KNOW YOUR
STATE PENSION
AGE?**

To check, visit: **GOV.UK/STATE-PENSION-AGE**
All you need is your **DATE OF BIRTH**

ন্যাশনাল হেরিটেজ প্রকল্প

বিলেতে বাংলা সংবাদপত্রের শতবর্ষের ইতিহাস সংরক্ষণে ইস্টহ্যান্ডসের উদ্যোগ

লন্ডন, ৯ অক্টোবর: বিলেতে বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার শতবর্ষের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে ১২ মাসব্যাপী গবেষণা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ প্রকল্প ঘোষণা করেছে দাতব্য সংস্থা ইস্টহ্যান্ডস। দ্য ন্যাশনাল লটারি হেরিটেজ ফান্ডের সহায়তায় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী অংশীদারদের সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

শুক্রবার, ৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ, উন্মুক্ত ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এবং প্রবীণ সাংবাদিক ও পাঠকদের স্মৃতি সংরক্ষণের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।

ইস্টহ্যান্ডসের চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিনের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর প্রকল্পের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐতিহ্য ও গবেষণা সমন্বয়কারী সাস্টম চৌধুরী।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, যুক্তরাজ্যে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস কেবল সাম্প্রতিক কয়েক দশকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে ১৯১৬ সালের ‘সত্যবাণী’কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। শত বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা সংবাদপত্র বিলেতের বাঙালিদের অভিবাসন, অধিকার আদায়ের আন্দোলন, বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধারণ করে এসেছে।

তবে এই ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপকরণ বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছড়িয়ে রয়েছে।



যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পুরোনো সংবাদপত্র, নথি ও অন্যান্য দলিল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে প্রবীণ সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকদের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এসব উপকরণ সংগ্রহ, যাচাই ও সংরক্ষণ করাই

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। সংবাদ সম্মেলনে ভিডিও উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা তুলে ধরেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক আ স ম মাসুম। তিনি জানান, ছয়টি প্রধান কার্যক্রমের মাধ্যমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে। কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে গবেষণালব্ধ

তথ্য নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ এবং বিশ্বজুড়ে গবেষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি। পাশাপাশি বাংলা গণমাধ্যমের প্রবীণ অগ্রদূত, সম্পাদক ও প্রকাশকদের জীবনসংগ্রাম ও স্মৃতি নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এবং সাংবাদিক ও পাঠকদের অভিজ্ঞতা মৌখিক ইতিহাস হিসেবে রেকর্ড করা হবে।

সংগৃহীত ঐতিহাসিক নথিপত্র স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভসে জমা দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।

গবেষণা ও সংগ্রহের ফলাফল জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে লন্ডন ও বার্মিংহামে দুটি প্রদর্শনী এবং ভিডিও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইস্টহ্যান্ডসের ট্রাস্টি বাবলুল হক। প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে এবং সাফল্য কামনা করে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ নাহাস পাশা, বিবিসির সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তারেক চৌধুরী, সাংবাদিক মাহবুব রহমান, প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, ‘দেশ’ সম্পাদক তাহসির মাহমুদ, কবি ও ভ্রমণকাহিনি লেখক দিলু নাসের এবং প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হক।

প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে পরামর্শ ও মতামত দেন সাংবাদিক রহমত আলী, আজিজুল আখিয়া, আফজাল হোসেন, আলাউর রহমান শাহীন, এনাম চৌধুরী, সাজু আহমেদ এবং জয়নাল আবেদীন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির আহাদ চৌধুরী বাবু, পলি রহমান, সালেহ আহমদ, হাসনাত চৌধুরী, মোহম্মদ কিনু।

আয়োজকেরা বলেন, ডিজিটাল গণমাধ্যম ও মোবাইল সাংবাদিকতার প্রসারের এই সময়ে বিলেতে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস সংরক্ষণ বাঙালি কমিউনিটির আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের গবেষণা, আর্কাইভ সংরক্ষণ ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ইস্টহ্যান্ডস। একই সঙ্গে কারও সংগ্রহে পুরোনো বাংলা সংবাদপত্র, ছবি, চিঠি, প্রকাশনাসংক্রান্ত নথি বা গবেষণায় কাজে আসতে পারে এমন কোনো উপকরণ থাকলে তা দিয়ে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছে সংস্থাটি।

জাতীয় বিদ্বৈষমূলক অপরাধ সচেতনতা সপ্তাহে টাওয়ার হ্যামলেটসে শান্তি পদযাত্রা

ন্যাশনাল হেইট ক্রাইম এওয়ার্সনেস উইক অর্থাৎ জাতীয় বিদ্বৈষমূলক অপরাধ সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষে ঘৃণা, বিদ্বৈষ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শান্তি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে টাওয়ার হ্যামলেটসে একটি শান্তি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।

বিদ্বৈষমূলক অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো, বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে সংহতি জোরদার করা এবং ঘৃণা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অবস্থান তুলে ধরাই এই ধরনের উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পরিচয় বা ভিন্নতার কারণে কেউ যেন বিদ্বৈষ ও হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে সমাজের



আগামী বুধবার, ১৪ অক্টোবর, দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও ইলোপ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীদের দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে আলতাব আলী পার্কে সমবেত হতে হবে। সেখান থেকে শান্তি পদযাত্রা শুরু হয়ে ব্র্যাডি সেন্টারে গিয়ে শেষ হবে। সেখানে বক্তব্য প্রদান ও অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে।

সর্বস্তরে সচেতনতা গড়ে তোলা ও গুরুত্বপূর্ণ। আয়োজকেরা আশা করছেন, এই পদযাত্রায় স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ শান্তি, ঐক্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বার্তাকে আরও জোরালো করবে এবং বিদ্বৈষমূলক অপরাধমুক্ত, নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সবাইকে উৎসাহিত করবে।

শান্তি, সম্প্রীতি ও বিদ্বৈষের বিরুদ্ধে ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পুরোনো পোশাক ও বইয়ে নতুন প্রাণঃ হোয়াইটচ্যাপেলে আয়োজন ‘সোয়াপ ইট লাইক ইটস্ হট!’

পুরোনো কিন্তু ব্যবহারযোগ্য পোশাক ও বই ফেলে না দিয়ে অন্যের কাজে লাগানোর মাধ্যমে অপচয় কমানো এবং টেকসই জীবনযাপনকে উৎসাহিত করতে হোয়াইটচ্যাপেল আইডিয়া স্টোরে আয়োজন করা হয়েছে “সোয়াপ ইট লাইক ইটস্ হট!” শীর্ষক একটি বিশেষ পোশাক এবং বই অদল-বদল বা সোয়াপ অনুষ্ঠান।

আগামী বুধবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৬, অনুষ্ঠিতব্য এ আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের আলমারিতে পড়ে থাকা পরিষ্কার ও ভালো মানের পোশাক এবং পড়ে শেষ করা বই অন্যদের সঙ্গে বিনিময় করার সুযোগ পাবেন। আয়োজকদের আশা, এ ধরনের উদ্যোগ শুধু বর্জ্য কমাতে সহায়তা

সহজ হাতে সেলাই ও মেরামতের কৌশল শিখতে পারবেন। এর মাধ্যমে পোশাকের ব্যবহারকাল বাড়ানো এবং অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য কমানোর বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তৈরি হবে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে পুনর্ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহার বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হবে। কীভাবে পোশাক ও ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী রাখা যায় এবং কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে বর্জ্য কমানো সম্ভব, সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা বাস্তবধর্মী টিপস পাবেন।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ ব্যবহারযোগ্য পোশাক ও বই বর্জে পরিণত হয়। এ ধরনের



করবে না, বরং কমিউনিটির মধ্যে পুনঃব্যবহার ও পরিবেশবান্ধব জীবনধারার সংস্কৃতিও গড়ে তুলবে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা সর্বোচ্চ ১৫টি পরিষ্কার ও ভালো মানের পোশাক নিয়ে আসতে পারবেন এবং সেগুলোর পরিবর্তে অন্যদের আনা পোশাক সংগ্রহ করতে পারবেন। একইসঙ্গে বইপ্রেমীদের জন্য থাকছে বুক সোয়াপ (বই অদল-বদল), যেখানে নিজের পড়া প্রিয় বই অন্যের সঙ্গে বিনিময় করে নতুন বই আবিষ্কারের সুযোগ মিলবে।

বিনিময়ভিত্তিক উদ্যোগ শুধু অপচয় হ্রাসই করে না, বরং নতুন কিছু কেনার প্রয়োজনও কমিয়ে দেয়, যা পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

কর্মসূচির সময়সূচি

পোশাক ও বই জমা দেওয়ার সময়: সকাল ১০:৩০টা থেকে ১১:৩০টা

পোশাক ও বই বিনিময়: দুপুর ১২টা থেকে ১টা

পোশাক মেরামত কর্মশালা: সকাল ১০:৩০টা থেকে দুপুর ১:৩০টা

আয়োজকদের ভাষায়, এটি এমন একটি আয়োজন যেখানে আপনি পুরোনো কোনো জিনিস বিদায় জানিয়ে অন্যের প্রিয় জিনিসকে নিজের সংগ্রহে স্থান দিতে পারবেন।

paytap PRESENTS

genesiscinema

UB UZZY B ENTERTAINMENTS

TICKETS £25 £35

Rubayyat Jahan • LIVE in Concert

BANGLA

CLOSE TO MY HEART

Tickets on www.genesiscinema.co.uk

THURSDAY 12TH NOV 2026 7:45PM

Lyca Radio 1458 Greater London

Smart Edge Real Estate

Channel 5

carplanet

SYLHET WELDING Catering Equipment Manufacturer

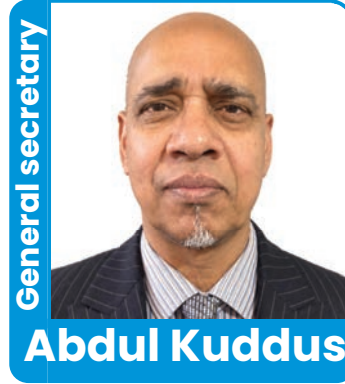


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

BISHWANATH PROBASHI EDUCATION TRUST UK

দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২০২৬

GULJAR-KUDDUS-MONIR PANEL



লিভারপুলে-লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ এর বার্ষিক গেট টুকেদার অনুষ্ঠানটি পরিনত হয়েছিল লেবার পার্টির নেতাদের মিলনমেলায়



ফখরুল আলম, লিভারপুল থেকে : আগামীতে মেইনস্ট্রিম রাজনীতিতে বাংলাদেশীদের আরো অংশগ্রহণে কমিউনিটির সকলকে এগিয়ে আসার আহবানের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত জাকজমক পূর্ণভাবে লিভারপুলে লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ এর বার্ষিক গেট টুকেদার অনুষ্ঠানটি পরিনত হয়েছিল লেবার পার্টির নেতা কর্মীদের এক মিলনমেলায়।

লিভারপুলের আলবার্ড ডগের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত লেবার ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ এর বার্ষিক গেট টুকেদার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন প্রতি মন্ত্রী, এমপি, বিভিন্ন কাউন্সিলের মেয়র, কাউন্সিলার সহ ব্যবসায়ী নেতারা। লন্ডন এর ডেপুটি মেয়র ও লেবার ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ এর চেয়ারপার্সন এর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাটি সম্বলনা করেন সংগঠনের সেক্রেটারী কাউন্সিলর সৈয়দ আবুল বাশার।

ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের জন্য লেবার পার্টির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পাশাপাশি



বর্তমান ক্ষমতাসীল দলটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরে সভায় বক্তব্য রাখেন -

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী, রুপা হক এমপি, স্টিফেন টিমস এমপি, ড. রোজিনা অ্যালিন এমপি, উমা কামরান এমপি, ডন বাটলার এমপি, গুরিন্দর সিং এমপি, রুথ ক্যাডবেরি এমপি, প্রভু ওয়াসির সহ আরো অনেকই।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউহামের প্রথম

বাংলাদেশী লেবার দলের মেয়র এবং এলএফবি'র পৃষ্ঠপোষক ফরহাদ হোসেন। এছাড়াও ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরের মেয়র ও কাউন্সিলার সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সামাজিক, সাংস্কৃতি নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা ব্রিটিশ রাজনীতিতে বাংলাদেশীদের অবদানের প্রশংসা করেন। লেবার পার্টির নেতারা আশা প্রকাশ করেন ভবিষ্যতে দলটিতে বাংলাদেশীদের অংশ গ্রহন আরো বাড়বে।

আর্টা এওয়ার্ড ২০২৬:

ইস্ট মিডল্যান্ডের সেরা রেস্টুরেন্ট আরামিনতাজ সেলিব্রেটি শেফ শামীম এর সাফল্য

বিশেষ প্রতিনিধি : ব্রিটেনের কারি ইন্ডাস্ট্রির মর্যাদাপূর্ণ ARTA Awards ২০২৬-এ ইস্ট মিডল্যান্ড অঞ্চলের সেরা রেস্টুরেন্টের স্বীকৃতি অর্জন করেছে নর্থাম্পটনের আরামিনতাজ রেস্টুরেন্ট। প্রতিষ্ঠানটির এই অর্জনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে রয়েছে এর হেড শেফ, 'কারি কিং' খ্যাত সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও নিরলস পরিশ্রম। এই স্বীকৃতিতে নর্থাম্পটনের বাংলাদেশি কমিউনিটি ও স্থানীয় খাদ্যাশিল্পে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে।

গত ১২ অক্টোবর লন্ডনের পাঁচ তারকা হিলটন পার্ক লেন হোটেলে আয়োজিত জমকালো অনুষ্ঠানে আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি প্রায় ৬৫০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিটেনের কারি ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন হিসেবে পরিচিত ARTA Awards-এ এই স্বীকৃতি আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টের সুনাম ও অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রায় দুই দশক ধরে নর্থাম্পটন ও আশপাশের বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট এবং টেকঅ্যাওয়ার্ডে শেফ হিসেবে কাজ করছেন এহসানুল ইসলাম চৌধুরী



গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ এবং প্রতিটি খাবারে স্বাদ ও মান নিশ্চিত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা। পুরস্কার অর্জনের প্রতিক্রিয়ায় শামীম বলেন, “এই পুরস্কার আমাদের জন্য অনেক সম্মানের। একজন শেফ হিসেবে এমন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আমার কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতেও খাবারের মান ধরে রেখে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে চাই।”

নিজের রান্নার কৌশল ও মেনু তৈরির

নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, নির্বাচিত সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, মেয়রসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি বিভিন্ন মহলের মানুষের কাছে রেস্টুরেন্টটির পরিচিতি রয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, ইস্ট মিডল্যান্ড অঞ্চলের সেরা রেস্টুরেন্টের এই স্বীকৃতি আরামিনতাজের জনপ্রিয়তা ও সুনাম আরও বাড়াবে। একই সঙ্গে ব্রিটেনে বাংলাদেশি উদ্যোক্তা ও পেশাজীবীদের সাফল্যের ধারায় যুক্ত হবে নতুন এক



শামীম। দীর্ঘ কর্মজীবনে রান্নার অভিজ্ঞতা, খাবারের মান বজায় রাখা এবং গ্রাহকদের রুচি ও পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে তিনি নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন। ‘কারি কিং’ হিসেবে পরিচিত শামীমের কাছে রান্না কেবল পেশা নয়; বরং

বিষয়ে তিনি বলেন, “আমি সবসময় চেষ্টা করি, যে এলাকায় কাজ করি, সেখানকার মানুষের খাবারের চাহিদা ও পছন্দ সম্পর্কে জানতে। গ্রাহকরা যেন খাবারের স্বাদ ও মানে সন্তুষ্ট থাকেন, সেটাই আমার প্রধান লক্ষ্য।” নর্থাম্পটনের আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টে

অর্জন।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, খাবারের মান এবং গ্রাহকদের পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে অর্জিত এই স্বীকৃতি নর্থাম্পটনের বাংলাদেশি রন্ধনশিল্পের পরিচিতি আরও বিস্তৃত করতে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ভাড়া বৃদ্ধি মোকাবিলায় টাওয়ার হ্যামলেটসের সহায়তাঃ রেন্ট হার্ডশিপ ফান্ড -এর অক্টোবর আবেদন শুরু

ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে আর্থিক চাপে থাকা কাউন্সিলের ভাড়াটিয়াদের সহায়তা করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল আবারও রেন্ট হার্ডশিপ ফান্ড -এর জন্য অক্টোবর মাসের আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। এই

অস্থায়ী তহবিলের মাধ্যমে যোগ্য ভাড়াটিয়ারা তাদের ভাড়া অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ সহায়তা পাবেন, যা হয় মাস পর্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধির অতিরিক্ত খরচ বহন করবে। গড় হিসেবে একজন ভাড়াটিয়া প্রায় ১৭৪ পাউন্ড পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারেন।

এই তহবিলের উদ্দেশ্য হলো বাসিন্দাদের ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলায় সহায়তা করা এবং ভাড়া বকেয়া হওয়ার ঝুঁকি কমানো।

তহবিলটি সেইসব সিকিউর কাউন্সিল টেন্যান্টদের জন্য উন্মুক্ত, যারা নিজেরা ভাড়া পরিশোধ করেন, যাদের পরিবারের

বার্ষিক আয় ৬০,০০০ পাউন্ড বা তার কম এবং সঞ্চয় ৬,০০০ পাউন্ডের বেশি নয়। তহবিলের অর্থ সীমিত হওয়ায় আবেদনগুলো আগে এলে আগে পাওয়ার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

বাসিন্দারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন অথবা হাউজিং সার্ভিস সেন্টার (এড্‌ংহাম ঝবঝরপব ঈবহঃব)-এ ০২০ ৭৩৬৪ ৫০১৫ নম্বরে ফোন করে সহায়তা নিতে পারবেন। যারা এই তহবিলের জন্য যোগ্য নন, তারাও কাউন্সিলের অন্যান্য আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ সেবার সুবিধা পেতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “আমরা জানি যে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি অনেক পরিবার ও বাসিন্দার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। কেউ যেন শুধুমাত্র আর্থিক অসুবিধার কারণে ভাড়া বকেয়ার ঝুঁকিতে

না পড়েন, তা নিশ্চিত করতে এই রেন্ট হার্ডশিপ ফান্ড চালু করা হয়েছে। আমি যোগ্য সকল ভাড়াটিয়াকে দ্রুত আবেদন করার আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে তারা এই গুরুত্বপূর্ণ সহায়তার সুবিধা নিতে পারেন।”

কেবিনেট মেম্বর ফর ফাইন্যান্স, এসেটস্ এন্ড গভর্ন্যান্স, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেন, “কাউন্সিল বাসিন্দাদের পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রেন্ট হার্ডশিপ ফান্ড আমাদের সেই সহায়তা প্যাকেজের অংশ, যা আর্থনৈতিক চাপের সময়ে ভাড়াটিয়াদের সহায়তা করতে তৈরি করা হয়েছে। এই সহায়তা অনেক পরিবারের জন্য বাস্তব পার্থক্য তৈরি করবে এবং তাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে। আমরা যোগ্য বাসিন্দাদের যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করার অনুরোধ জানাই।”

SELL YOUR HOME WITH ARII PROPERTY GROUP TODAY!

WE CHARGE 0% FEE'S

Everything we do is dedicated to achieving the best price for your property. Speak to one of our experts for a more accurate and in-depth property market appraisal.

ARII PROPERTY GROUP
Your Property Partner

WWW.ARII.CO.UK • 0330 088 8666 • INFO@ARII.CO.UK

কে এম আবু তাহের চৌধুরী: বৃটিশ বাংলাদেশী মানুষের হৃদয়ে এক সমাজসেবকের নাম



রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী

মানুষের জীবনের প্রকৃত মূল্য শুধু তার ব্যক্তিগত অর্জনে নয়, বরং অন্যের জীবনে রেখে যাওয়া অবদান ও ভালোবাসায়। প্রবাসজীবনের ব্যস্ততা, নিঃসঙ্গতা আর শেকড়ের টানে যখন মানুষ স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠে, তখন কিছু মানুষ হয়ে ওঠেন তার আশ্রয়, ভরসা ও আপনজন। জন্মভূমি থেকে দূরে থেকেও তাঁরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে স্বদেশের মমতা ছড়িয়ে দেন চারপাশে। কে এম আবু তাহের চৌধুরী তেমনই একজন মানুষ-বৃটেনে বাঙালি কমিউনিটির পরিচিত মুখ, সমাজকর্মী এবং দীর্ঘদিন ধরে মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তি।

লন্ডনে আসার পর থেকেই তাঁকে সাংবাদিকতার জগতে দেখেছি। সংবাদপত্রের পাতায় মানুষের কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি ক্রমে মানুষের জীবনের আরও গভীরে প্রবেশ করেছেন। কারণ, প্রতিটি সংবাদের পেছনে থাকে একজন মানুষ, তার সংগ্রাম, বেদনা কিংবা বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। তাহের ভাই সেই মানুষগুলোর কাছে পৌঁছেছেন, তাঁদের কথা শুনেছেন এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর কর্মকাণ্ড আমাকে মনে করিয়ে দেয়, মানুষের বড় পরিচয় সে কতটা অর্জন করেছে, তা নয়; বরং বিপদের দিনে কতজনের পাশে দাঁড়িয়েছে, সেটাই তার প্রকৃত পরিচয়।

বৃহত্তর সিলেটের প্রতি তাহের ভাইয়ের ভালোবাসা তাঁর সামাজিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলকে ঘিরে তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতা, বৃটেনের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠনটির শাখা বিস্তারের উদ্যোগ, সিলেট বিভাগের দাবিতে আন্দোলন, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উন্নয়ন এবং প্রবাসীদের হয়রানির বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান-সবকিছুর মধ্যেই জন্মভূমির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষ দেশ ছেড়ে যেতে পারে, কিন্তু দেশের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক কখনো সহজে মুছে যায় না। দূরদেশে থেকেও নিজের অঞ্চলের মানুষের সমস্যা, সম্ভাবনা ও অধিকার নিয়ে কাজ করার মধ্যে যে আন্তরিকতা রয়েছে, তাহের ভাইয়ের কর্মকাণ্ডে তার প্রতিফলন দেখা যায়।

একই সঙ্গে বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয়তা প্রশংসার দাবি রাখে। যে সমাজে গায়ের রং, ভাষা কিংবা জন্মপরিচয়ের কারণে মানুষকে বৈষম্যের শিকার হতে হয়, সেখানে সমান অধিকার ও মর্যাদার পক্ষে দাঁড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসী সমাজের নানা সমস্যা মোকাবিলা এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্ষেপে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা তাঁকে কমিউনিটির কাছে পরিচিত করে তুলেছে।

বয়সের ৬৫ এর কোঠায় এসেও তাঁর কর্মচাঞ্চল্য আমাকে বিস্মিত করে। অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজের জন্য কাজ করে যাওয়ার যে মানসিকতা তিনি ধারণ করেন, তা নতুন প্রজন্মের জন্যও অনুপ্রেরণাদায়ক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ববোধ ও অভিজ্ঞতা যখন মানুষের কল্যাণে কাজে লাগে, তখন ব্যক্তিগত জীবনও বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য লাভ করে।

পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেস রোডের বাড়িটির কথা মনে হলে আমার কাছে সেটি শুধু একটি আবাসিক ঠিকানা বলে মনে হয় না; বরং মানুষের কথা শোনার ও প্রয়োজনের সময়ে পাশে দাঁড়ানোর একটি পরিচিত আশ্রয় হিসেবে ভেসে ওঠে। কেউ আসেন পরামর্শের জন্য, কেউ অভিভাবসনসংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে, আবার কেউ সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে। অনেকে হয়তো আসেন শুধু নিজের অসহায়ত্বের কথা কাউকে বলতে।

সব সমস্যার সমাধান একজন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিপন্ন কাউকে মন দিয়ে শোনা, সঠিক পরামর্শ দেওয়া কিংবা প্রয়োজনীয় সহযোগিতার পথ দেখানোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেক সময় সামান্য সহযোগিতাই একজন মানুষের জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

পূর্ব লন্ডনের বিভিন্ন দোকান ও পরিচিত মহলে তাহের ভাইকে ঘিরে মানুষের আন্তরিকতাও চোখে পড়ে। ভালোবাসার টানে

কেউ আপ্যায়ন করতে চান, কেউ উপহার দিতে চান, আবার কেউ একটু কথা বলার জন্য এগিয়ে আসেন। বাঙালি সমাজে এই আন্তরিকতার নিজস্ব ভাষা রয়েছে-এক কাপ চা, খোঁজখবর নেওয়া কিংবা ব্যস্ততার মধ্যেও কিছুটা সময় দেওয়া। এসব ছোট ছোট আচরণের মধ্যেই মানুষের প্রতি মানুষের টান প্রকাশ পায়।

তাহের ভাই সিলেট রত্ন অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন, যা তাঁর কর্মকাণ্ডের একটি স্বীকৃতি। তবে আমার বিশ্বাস, মানুষের ভালোবাসা ও আস্থা অর্জনই একজন সমাজকর্মীর জীবনের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। পুরস্কার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত স্মৃতিতে জায়গা করে নেওয়া যায় কেবল কাজের মধ্য দিয়ে। কারও দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানো, প্রয়োজনের সময় একটি সঠিক পরামর্শ দেওয়া কিংবা অসহায় কাউকে সহযোগিতার পথ দেখানো-এসবের মূল্য কোনো পুরস্কারের মাপকাঠিতে পুরোপুরি নির্ধারণ করা যায় না।

তাহের ভাইয়ের দীর্ঘ সামাজিক কর্মকাণ্ডের যথাযথ মূল্যায়ন ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আমার জানা মতে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর দীর্ঘদিনের অবদানের উপযুক্ত জাতীয় স্বীকৃতির বিষয়টি এখনো যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। বৃটেনে বাঙালি কমিউনিটির জন্য তাঁর কাজ, প্রবাসীদের অধিকার রক্ষায় ভূমিকা, বৃহত্তর সিলেটের উন্নয়ন নিয়ে তাঁর তৎপরতা এবং বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থানের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এমবিই (গইউ) সম্মানের বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আনা যেতে পারে। অবশ্যই, এ ধরনের সম্মাননার নিজস্ব যোগ্যতার মানদণ্ড ও আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নপ্রক্রিয়া রয়েছে। তবে দীর্ঘদিনের জনকল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতি চাওয়া এবং সেই দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

আমাদের সমাজে একটি প্রবণতা প্রায়ই লক্ষ করা যায়-কারও ভালো কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়েও তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় সামনে চলে আসে। কে কোন দলের, কোন মতাদর্শের কিংবা কোন পক্ষের-এসব প্রশ্নের ভিড়ে কখনো কখনো তাঁর মানবিক অবদান আড়ালে পড়ে যায়। অথচ রাজনৈতিক বা আদর্শিক মতপার্থক্য থাকলেই কি একজন মানুষের ভালো কাজ অস্বীকার করতে হবে?

তাহের ভাইয়ের সঙ্গে আমার মতের অমিল থাকতে পারে। তাঁর সব বক্তব্য কিংবা সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হওয়াও জরুরি নয়। কিন্তু মানুষের জন্য তাঁর দীর্ঘদিনের শ্রম ও প্রচেষ্টাকে স্বীকার করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। কারণ, প্রশংসা করা মানেই সব বিষয়ে একমত হওয়া নয়; বরং মতপার্থক্য সত্ত্বেও অন্যের ভালো কাজকে সম্মান জানাতে পারাই উদারতার পরিচয়।

আমার বিশ্বাস, জীবিত মানুষের অবদান তাঁর জীবদ্দশাতেই মূল্যায়ন করা উচিত। একজন মানুষ যখন সমাজের জন্য কাজ করে যান, তখন তাঁর সেই অবদানের স্বীকৃতি তাঁকে যেমন উৎসাহিত করে, তেমনি অন্যদেরও জনকল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে। যে সমাজ তার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের চিনতে পারে এবং তাঁদের অবদানের যথাযথ মূল্য দিতে শেখে, সেই সমাজই মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

সময়ের নিয়মে একদিন আমাদের পরিচিত মুখগুলো আড়ালে চলে যাবে। লন্ডনের রাস্তায় মানুষের ব্যস্ততা থাকবে, টেমসের জল বয়ে চলবে আপন গতিতে, বদলে যাবে শহরের দৃশ্যপট। কিন্তু মানুষের কল্যাণে নিবেদিত কিছু জীবন তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকে।

হয়তো ভবিষ্যতে কেউ স্মরণ করবেন, এই শহরে একজন মানুষ ছিলেন, যাঁর কাছে সমস্যার কথা বলা যেত। কেউ মনে করবেন তাঁর দেওয়া একটি পরামর্শ, কেউ স্মরণ করবেন প্রবাসীদের অধিকার নিয়ে তাঁর প্রতিবাদ, আবার কেউ ফিরে দেখবেন বৃহত্তর সিলেটের জন্য তাঁর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার দিনগুলো। এভাবেই একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বৃহত্তর সমাজের স্মৃতি ও ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে।

আমি চাই, কে এম আবু তাহের চৌধুরীর দীর্ঘদিনের সামাজিক অবদান যথাযথ মূল্যায়ন পাক এবং তাঁর কাজ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করুক। তিনি সুস্থ শরীরে আরও দীর্ঘদিন মানুষের পাশে থাকুন, নিজের অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞান দিয়ে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করুন।



প্রবাসজীবনে মানুষ নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়। এই বাস্তবতায় যাঁরা অন্যের প্রয়োজনে সময় দেন, মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলেন এবং জন্মভূমির সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

তাহের ভাই, আপনার সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু মানুষের জন্য আপনার দীর্ঘদিনের কাজ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং মানবিক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দেওয়াকে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। আপনার প্রতি এই শ্রদ্ধা কোনো ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে একমত হওয়ার শর্তে আবদ্ধ নয়; বরং আপনার কাজের ইতিবাচক দিকগুলোকে স্বীকার করার আন্তরিক প্রয়াস।

পরিশেষে বলতে চাই, মানুষের জীবনের সার্থকতা কেবল পদ-পদবি, সম্পদ কিংবা ব্যক্তিগত সাফল্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্যের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং মানুষের মনে আস্থা ও ভালোবাসার জায়গা তৈরি করাই জীবনের বড় অর্জন। জন্মভূমি থেকে দূরে থেকেও যাঁরা মানুষের দুঃখে সাড়া দেন, তাঁরা প্রবাসের মাটিতেও স্বদেশের মমতা ছড়িয়ে দেন।

মানুষ একদিন চলে যায়, কিন্তু মানুষের জন্য রেখে যাওয়া ভালোবাসা থেকে যায়-নদীর স্রোতের মতো, স্মৃতির মতো, দূরদেশে জ্বলে থাকা ঘরের জানালার আলোর মতো।

লেখক সভাপতি ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাব

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASHA & ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357



Welfare



Orphanage



Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com

Online: www.shahbagjamia.com

Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:

Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust

HSBC Bank

Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608

B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U

IBAN-GB98HBUK40210551625608

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750.00

Shops (permanent income for Orphanage)

Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage

Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to

Generate Permanent Income for

Madrasah & Orphanage

33 Decimal Land £1000, One Cow £400

Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund

one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:

Maulana Abdul Hafiz, Principal

Mobile: 0798 335 7324

e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

বাংলা পোস্ট

Bangla Post

Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL

Tel: News - 0203 488 7990

Sales - 0203 633 2545

Email: info@banglapost.co.uk

Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman

Sheikh Md. Mofizur Rahman

Founder & Managing Director

Taz Choudhury

Marketing Director

Mustak Babul

Board of Directors

Kamruz Zaman Shuheb

Gulam Kibria Oyes

Advisers

Mahee Ferdhaus Jalil

Tafazzal Hussain Chowdhury

Shofi Ahmed

Abdul Jalil

Editor in Chief

Taz Choudhury

Editor

Barrister Tareq Chowdhury

News Editor

Hasanul Hoque Uzzal

Sub Editor

Shaleh Ahmed

Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief

Md Moin Uddin Monju

Dubai Correspondent

Md Sarwar Uddin Rony

Birmingham Correspondent

Atikur Rahman

Dhaka Office

Mohammed Abid Hossain

Md Zakir Hossen

Sylhet Office

Abdul Aziz Zafran

সম্পাদকীয়

জন্মসনদে ভুল : সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে

বাংলাদেশেই মনে হয় বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে অনেক অফিস বা জায়গা থেকে দেয়া হয়। ইউনিয়ন অফিস, মেয়র অফিস এমনকি জন্মনিয়ন্ত্রণ বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকেও দেয়া হয়। বিদেশী দূতাবাস থেকেও দেয়া বলে শুনেছি। জন্মনিবন্ধন একজন নাগরিকের জীবনের অন্যতম মৌলিক রাষ্ট্রীয় নথি। শিক্ষা, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, চাকরি, ব্যাংকিংসহ নানা নাগরিক সেবায় এর প্রয়োজন হয়। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ নথিতেই নিবন্ধন কার্যালয়ের ভুলে ‘উল্টা নাম উঠে আসছে। এই ভুলের ব্যাপকতা এতটাই দেখা যাচ্ছে যে এটিকে নিছক কারিগরি ত্রুটি বলে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এটি রাষ্ট্রীয় সেবাব্যবস্থার সুস্পষ্ট ব্যর্থতা উদ্বেগের বিষয় হলো, এই ব্যর্থতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বছরের পর বছর বিপুলসংখ্যক নাগরিককে একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত দেশে নতুন জন্মনিবন্ধন হয়েছে ৫৩ লাখ ২৪ হাজারের বেশি।

একই সময়ে নতুন ও পুরোনো মিলিয়ে জন্মনিবন্ধন সংশোধন হয়েছে প্রায় ৩৫ লাখ। গত বছর জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন সংশোধন হয়েছে প্রায় ৭৯ লাখ ১৭ হাজার। প্রশ্ন হলো, এত বিপুলসংখ্যক সংশোধন কেন? আর যে ভুল নাগরিক করেননি, সেই ভুল সংশোধনের দায় তাঁকেই কেন নিতে হবে? প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আগে শুধু বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় সনদ নেওয়ার সময় অন্য ভাষার ঘরে যথেষ্ট তথ্য বসিয়ে দেওয়া হতো। ফলে এক ভাষার সনদ ঠিক থাকলেও অন্য ভাষায় উল্টা নাম-ঠিকানা উঠে এসেছে। কর্মকর্তারাই বলছেন, তাঁরা কয়েক বছর ধরে এসব ভুল সংশোধন করছেন। ২০২৩ সালের এক বিশ্লেষণে শুধু বাংলা সনদের ভুলই প্রায় ১০ কোটি বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এত বিপুল ভুলের পরও কেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তা বিনা মূল্যে সংশোধনের উদ্যোগ নিল না, সেটিই বড় প্রশ্ন। আমরা দেখছি যে উল্টো নাগরিককে দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। ঢাকায় অনলাইনে

আবেদন করার পরও কাউন্সিলর বা অঞ্চল কার্যালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালকের দপ্তর হয়ে আবার স্থানীয় কার্যালয়ে ফিরতে হয়। ডিজিটাল ব্যবস্থার পরও যদি নাগরিককে দপ্তরে দপ্তরে ঘুরতে হয়, তবে সেই ডিজিটালাইজেশনের সার্থকতা কোথায়? এর সঙ্গে আছে অর্থনৈতিক ক্ষতি। নাম-ঠিকানা সংশোধনের সরকারি ফি ৫০ টাকা। চলতি বছরের আট মাসে নাগরিকেরা এ বাবদ দিয়েছেন প্রায় সাড়ে ১৭ কোটি টাকা; গত বছর দিয়েছেন ৩৯ কোটি ৫৮ লাখ টাকার বেশি। এর বাইরে কম্পিউটারের দোকান, যাতায়াত ও কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়ার ব্যয় তো আছেই। সবচেয়ে গুরুতর হলো নিবন্ধন কার্যালয়ের ভুল ‘ইচ্ছাকৃত’ এবং এর মাধ্যমে ‘ঢাকা খাওয়ার’ ফাঁদ পাতা হয়েছে-এমন অভিযোগ অহরহ শোনা যায়। যত ভুল, তত সংশোধন; যত সংশোধন, তত অর্থের লেনদেন। অভিযোগটি সত্য কি না, তা অবশ্যই তদন্ত হওয়া উচিত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি দীর্ঘদিনেও এমন অভিযোগের স্বচ্ছ তদন্ত না করে, তাহলে সন্দেহ

থেকেই যায় নাগরিকের সচেতনতা অবশ্যই প্রয়োজন। তবে নাগরিক সঠিক তথ্য দেওয়ার পর নিবন্ধন কার্যালয় ভুল করলে তার দায় নাগরিকের নয়। আমরা মনে করি, পুরোনো ভুলের নিরীক্ষা করে দায় নির্ধারণ, বিনা ফিতে ভুল সংশোধন, আবেদনকারীর চূড়ান্ত তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ এবং সফটওয়্যারভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মের পরপরই নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ‘নির্ভুল নিবন্ধন, নিশ্চিত হবে সুশাসন’ প্রতিপাদ্য তখনই অর্থবহ হবে, যখন নির্ভুল নিবন্ধনকে নাগরিকের পাশাপাশি রাষ্ট্রেরও বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হবে। বছরের পর বছর একই ভুল চলতে দেওয়া এবং তার দায় নাগরিকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া আর চলতে পারে না। সরকারকে এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে। স্করা ব্রিটেনের মতো যে কোন একটি দেশকে অনুসরণ করে বাংলাদেশে জন্মসনদ বিষয়ক সকল জটিলতা থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে পারে।

এ কে এম আতিকুর রহমান

স্বপ্ন দেখতে কার না ভালো লাগে? আমরা, এই বাংলাদেশের মানুষরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বাস করেও একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি। বাংলাদেশের জন্মলাগ্ন থেকেই আমরা স্বপ্ন দেখছিলাম, দেশটিতে থাকবে না কোনো দুর্নীতি আর সাধারণ মানুষকে শোষণ করার কোনো ব্যবস্থা।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত যে দেশের স্বাধীনতা, সেই দেশের মানুষকে পদে পদে প্রতিনিয়ত ঘুষখোরদের খপ্পরে পড়তে হয়। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে বলতে দ্বিধা নেই যে বিগত ৫৫ বছরেও সবকিছু জানা সত্ত্বেও এ দেশের নেতাদের কেউ দুর্নীতিপরায়ণ রাক্ষসদের হাত থেকে দেশ ও দেশের জনগণকে রক্ষা করতে সক্ষম হননি।

গত ১০ সেপ্টেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশে বিদ্যমান দুর্নীতি প্রসঙ্গে বলেন, ‘দুর্নীতি কেবল একটি আর্থিক অপরাধ নয়। এটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে, প্রতিযোগিতার পরিবেশকে ব্যাহত করে, জনসেবার মান ক্ষুণ্ণ করে এবং শেষ পর্যন্ত এই অপকর্মের বোঝা সাধারণ নাগরিকের ওপরই চাপিয়ে দেয়।

জন্ম নিবন্ধন, জমির নামজারি, কোনো সরকারি নথিপত্র সংগ্রহ কিংবা সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে চিকিৎসার মতো বিষয়গুলো নাগরিকদের জন্য অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠতে পারে-যদি তাদের দীর্ঘসূত্রতা, অনানুষ্ঠানিক অর্থ প্রদানের দাবি কিংবা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।’ তিনি তাঁর বক্তব্যে জনসেবা প্রাপ্তিতে প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ প্রদান ছাড়াও সরকারি প্রকল্পে এবং নিয়োগ ও বদলি প্রক্রিয়ায় সরকারি ব্যবস্থায় দুর্নীতির কথাও বলেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুধু কোনো একজন রাজনৈতিক নেতা বা সরকারের একার দায়িত্ব নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংসদ, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ীমহল, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ নাগরিক-সবারই ভূমিকা রয়েছে, যেখানে দুর্নীতি করা কঠিন এবং তা উন্মোচন করা সহজ হবে।’

দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্নএদিকে ১১ সেপ্টেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি কমিশনকে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের প্রভাব, পদমর্যাদা বা ক্ষমতার কথা বিবেচনা না করে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান।

তিনি গুরুতর দুর্নীতির ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের অগ্রগতি ও ভবিষ্যতের জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

১৩ সেপ্টেম্বর তোলায় এক অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ আক্ষেপ করে বলেন যে ‘আমাদের অঙ্কুরিত দেশ। অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা ঘুষখোর। লুটপাট করে।

ফলে মানুষের জীবনে নান্দিস্বাস ওঠে।’ বিশ্বের অন্যান্য দেশে এসব কর্মকাণ্ডের বিচার হলেও বাংলাদেশে বছরের পর বছর কান্নাকাটি করেও ওই অপরাধের বিচার হয় না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন

ওপরে যে তিনজনের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের মুখ থেকে যখন এসব কথা দেশের সাধারণ মানুষের কর্ণকূহরে প্রবেশ করে, তখন বিশ্বাস না করে যে উপায় নেই। আমরা বাংলাদেশের আনাচকানাচে সর্বত্র দুর্নীতির যে ভয়াবহ অনুশীলন দেখতে পাই, তা কাউকে বললে বিশ্বাসযোগ্য না-ও হতে পারে। কিন্তু যখন দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা সংসদের স্পিকার দুর্নীতির সেই স্বরূপটিকে নিজেদের মুখে উচ্চারণ করেন, তখন তার সত্যতা যাচাইয়ের আর প্রয়োজন পড়ে না। আসলে এই আমাদের বাংলাদেশ, যেখানে দুর্নীতিবাজদের প্রতিপত্তি আর ক্ষমতার কাছে দেশের আপামর জনগণ বন্দি হয়ে আছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশিত ২০২৫ সালের করাপশন

দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের দাপটে সং মানুষগুলোর বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে নিভৃত পল্লীর একজন সাধারণ নাগরিকও এসব জানেন। তবে সবাই যেন কেমন স্থবির বা বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন

পারসেপশনস ইনডেক্স (সিপিআই) অনুযায়ী বাংলাদেশ ২৪ স্কোর নিয়ে ১৮২টি দেশের মধ্যে ১৫০তম অবস্থান লাভ করে। ওই তালিকা অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত ১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কারণ বিগত বছরগুলোতেও এই চিত্রের তেমন একটা ব্যত্যয় দেখা যায়নি। ২০২৪ সালে ২৩ স্কোর নিয়ে ১৫১তম অবস্থানে ছিল। ২০২৩ সালে ২৪ স্কোর পেয়ে ১৪৯তম অবস্থানে ছিল। এর আগের বছর ২৫ পেয়ে ১৪৭ ক্রমিকে স্থান পায়। আমরা ২০১২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত দুর্নীতির সূচক পর্যবেক্ষণ করলে বাংলাদেশের স্কোর ২৫ থেকে ২৮-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে

দেখি।

বাংলাদেশে দুর্নীতির বহুমুখী প্রকৃতি ও অনুশীলন সমাজের রক্তে রক্তে বিস্তৃতি লাভ করেছে। খুব সহজে সেখান থেকে উঠে আসা কঠিন। যাদের নেতৃত্বে বা তত্ত্বাবধানে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার কথা, তাঁরাই যে ওই পথের পথিক হয়ে মুখে দুর্নীতিবিরোধী শব্দমালা ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছেন। এমনকি এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দুর্নীতি নির্মূল করার অঙ্গীকারও করেছিলেন। তাঁদের সেই অঙ্গীকারের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ এখনো জনগণের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। তাঁরা ধরেই নিয়েছেন যে জনগণ ওই সব অঙ্গীকারের কথা ভুলে গেছে।

বলতে গেলে, বাংলাদেশের দুর্নীতি পরিস্থিতি কখনোই দেশটিকে দুর্নীতির চলমান ভয়াবহতা থেকে রেহাই দেয়নি। আমাদের গায়ে দুর্নীতির যে কলঙ্কচিহ্ন, তা নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস কি আমাদের আছে? অবশ্য তাতে আমাদের কিছুই যায়-আসে না। কারণ আমরা এরই মধ্যে দুর্নীতি-সহনীয় জাতিতে পরিণত হয়ে গেছি। যে যত পারছি, দুর্বার গতিতে দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছি। এই ধারা অব্যাহত থাকলে হয়তো অচিরেই বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই কমবেশি দুর্নীতি হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশের দুর্নীতিবাজদের মতো এতটা বেপরোয়া ও নির্লজ্জ বিরল। সর্বত্র দুর্নীতির প্রতিযোগিতা চলছে, কখনো ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির জন্য, কখনো আবার অর্থের জন্য। যখন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির অঙ্গুলিহেলনে সমাজের শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, তখন সেই সমাজব্যবস্থায় ন্যায়, সত্যতা ও আইনের শাসনের অপমৃত্যু ঘটে। সমাজ থেকে মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, মনুষ্যত্ব ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিলুপ্তি ঘটে। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের দাপটে সং মানুষগুলোর বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে নিভৃত পল্লীর একজন সাধারণ নাগরিকও এসব জানেন। তবে সবাই যেন কেমন স্থবির বা বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন। দুর্নীতিবাজরা কি এতটাই ক্ষমতাশালী যে তাঁদের কাছে সবাইকে নতি স্বীকার করতে হয়?

এভাবে তো একটি জাতি চলতে পারে না। সরকারকেই দুর্নীতি প্রতিরোধের দায়িত্ব নিতে হবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব থাকবে তাঁর মন্ত্রণালয়কে দুর্নীতিমুক্ত করার। সেই মানসিকতাই হবে আমাদের শক্তি। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব দিতে হবে তাঁদের এলাকায় দুর্নীতি বন্ধের জন্য। রাজনৈতিক নেতৃত্বে সত্যতা থাকলে সরকারি কোনো দপ্তরে দুর্নীতি করতে কারো সাহস পাওয়ার কথা নয়। প্রথমেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুর্নীতিকে একটি সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিতে হবে, যাতে ধীরে ধীরে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। তবে শুরু থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতির প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্যই এ জন্য থাকতে হবে নেতৃত্বের সদিচ্ছা এবং বজ্রকঠিন অঙ্গীকার।



সিলেটের হিরা মালয়েশিয়ায় কোরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম

সিলেট অফিস : মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ৬৬তম আন্তর্জাতিক কোরআন প্রতিযোগিতায় হিফজুল কোরআন বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার কৃতী সন্তান হাফেজ ইহতেশামুল হক হিরা। তাঁর এ অসামান্য সাফল্যে গর্বিত কানাইঘাটবাসীসহ পুরো বাংলাদেশ। হাফেজ ইহতেশামুল হক হিরা ঢাকার মিরপুর-১-এ অবস্থিত মারকায় ফয়জিল কোরআন আল ইসলামের শিক্ষার্থী। পবিত্র কোরআন হিফজে অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক এ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন তিনি।

কোরআন বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি হাফেজ ইহতেশামুল হক হিরা। আন্তর্জাতিক এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। শনিবার অনুষ্ঠিত সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দেশটির বিভিন্ন পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মালয়েশিয়ার ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী ড. জুলকিফলি হাসান। হাফেজ ইহতেশামুল হক হিরার গ্রামের বাড়ি সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার ঝিঙ্গাবাড়ী ইউনিয়নের ফালজুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মাস্টার আনোয়ারুল হক। হিরার এ অর্জন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং কানাইঘাট তথা বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য গৌরবের বিষয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পবিত্র কোরআনের সুমধুর তেলাওয়াত ও হিফজের দক্ষতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাধ্যমে তিনি দেশের ধর্মীয় শিক্ষার ঐতিহ্যকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরেছেন।

সিলেটে প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে যা জানাল পুলিশ



সিলেট অফিস : আসন্ন শীত মৌসুমে দেশে আসা প্রবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ বার্তা দিয়েছে সিলেট রেঞ্জ পুলিশ। শীতের সময় রাতের টহল দ্বিগুণ করা এবং থানা এলাকার সংযোগস্থলগুলোতে সমন্বিত পুলিশ অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। সিলেট রেঞ্জ ডিআইজির মিডিয়া শাখা জানায়, গত শনিবার (১০ অক্টোবর) আয়োজিত মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। ডিআইজি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, শীতের সময়ে সিলেটে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী স্বজনদের কাছে বেড়াতে আসেন। এই মৌসুমে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে থাকতে হবে। কোনো এলাকাতেই যাতে প্রবাসীরা কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা

অপরাধের শিকার না হন, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সভায় সিলেটের পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে পর্যটক ও দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সার্বিক নজরদারি জোরদারেরও তাগিদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি শীতের রাতে সংঘটিত সম্ভাব্য অপরাধ, মাদক কারবার, চোরচালান, চাঁদাবাজি ও ডাকাতি প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ সদস্যদের পেশাদারিত্ব, সততা ও জবাবদিহির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান রেঞ্জ ডিআইজি। তিনি বলেন, দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের গাফিলতি সহ্য করা হবে না। মাসিক পর্যালোচনা সভায় সিলেট রেঞ্জের আওতাধীন চার জেলার পুলিশ সুপারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দেশকে দলীয়করণ করা হয়েছে: সিলেটে মামুনুল হক

সিলেট অফিস : দেশে তেল-গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের কারণে কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, বাড়ছে উৎপাদন ব্যয়। জ্বালানি সংকটের কারণে তৈরি পোশাকশিল্পে উৎপাদন ব্যয় প্রায় তিন গুণ বেড়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। তিনি বলেছেন, ‘সরকার বিদেশি রপ্তানিমুখী বাণিজ্যের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছে। দেশকে দলীয়করণ করা হয়েছে, সর্বত্র সিভিকিটের দৌরাভ্য চলছে। তেলের দাম বাড়ানোর জন্য সিভিকিট করে দেশের কোটি কোটি মানুষকে জিম্মি করা হচ্ছে।’ রবিবার দুপুর ২টায় সিলেটের জকিগঞ্জ পৌর শহরের মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জকিগঞ্জ উপজেলা শাখা আয়োজিত নাগরিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, তেল-গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মামুনুল হক বলেন, ‘‘আজ দেশে তেল নেই, গ্যাস নেই, কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। এভাবে চলতে গেলে একসময় হাহাকার তৈরি হবে। জ্বালানি সংকটের কারণে দেশের উৎপাদনমুখী ও রপ্তানিমুখী শিল্প খাত চাপে পড়ছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান খাত তৈরি পোশাকশিল্প। এ খাতের উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক বাজারে, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পণ্য রপ্তানি করতে হয়।’’ তিনি বলেন, ‘‘গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের কারণে দেশে উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগত বাড়ছে। জ্বালানি সংকটে তৈরি পোশাকশিল্পে উৎপাদন ব্যয় প্রায় তিন গুণ বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিকদের মজুরিও যথাযথভাবে পরিশোধ করতে হচ্ছে। ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও উৎপাদনের পরিমাণ কমছে। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।’’ সিভিকিটের সমালোচনা করে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির বলেন, ‘‘সর্বত্র সিভিকিটের দৌরাভ্য চলছে। তেলের দাম বাড়ানোর জন্য সিভিকিট করে দেশের কোটি কোটি মানুষকে জিম্মি করা হচ্ছে। এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ার পাশাপাশি দেশের শিল্প ও বাণিজ্য খাতেও সংকট আরও গভীর হতে পারে বলে তাঁর বক্তব্যে আশঙ্কা প্রকাশ পায়।’’

জুলাই সনদ প্রসঙ্গে মামুনুল হক বলেন, ‘‘হলচাতুরী করে ক্ষমতায় বেশি দিন টিকে থাকা যাবে না। গণভোটের রায় উপেক্ষা করা হলে জনগণই তার জবাব দেবে। গণভোটের রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।’’ তিনি বলেন, ‘‘জুলাই আন্দোলনের লক্ষ্য কেবল একটি দলের পরিবর্তে অন্য একটি দলের ক্ষমতায় আসা ছিল না। আন্দোলনে শহীদদের স্বপ্ন ছিল ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরতন্ত্রমুক্ত, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রের কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য।’’ গণভোটের রায় প্রসঙ্গে তিনি বলেন,



‘‘একই দিনে একই নির্বাচন কমিশনের অধীনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উভয় ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। গণভোটে জনগণ যে রায় দিয়েছে, তা উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে ‘হ্যাঁ’ ভোট চেয়ে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, নির্বাচনের পর তা বাস্তবায়ন করতে হবে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘বাঙালির একটা নিয়ম আছে, ধরে ধরে ধরে না, ধরলে কিন্তু ছাড়বে না। যেভাবে শেখ

হাসিনাকে ধরেছিল, ছেড়ে দেয়নি; আপনাদেরকেও ধরলে ছাড়বে না।’’ সমাবেশে আসন্ন জকিগঞ্জ উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হিসেবে সাবেক জমিয়ত কর্মী ও ইমাম সমিতি সিলেট জেলা সভাপতি মাওলানা হাবিব আহমদ শিহাবের নাম ঘোষণা করেন মামুনুল হক। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জকিগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা শায়খ মোস্তফা আহমদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলী আফসার জিহাদির সঞ্চালনায়

সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মাওলানা রেজাউল কারীম জালালী, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতা উল্লাহ আমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ মহসিনুল হাসান ও সিলেট জেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইনসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা। এ সময় সংসদ সদস্য মুফতী মোহাম্মদ উল্লাহসহ স্থানীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

Smart Edge
Real Estate
Where location meets opportunity

Your Trusted Partner in Dubai Property Market

Invest with confidence in one of the world's most dynamic real estate markets

Whether you're looking for:

- ◆ Off-Plan Developments
- ◆ Ready-to-Move-In Homes
- ◆ Commercial Properties

Our expert team ensures full transparency, direct access to top Dubai developers, and end-to-end support - from selection to handover.

WHY CHOOSE US?

- Exclusive Investment Opportunities
- Expert Local Knowledge
- Tailored Advice for Every Budget
- Full Legal and Transaction Support

Smart Edge Real Estate LLC
Licensed by Dubai Land Department

TAZ CHOUDHURY
CO-FOUNDER & CEO

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)
Email: taz@smartedgerealestate.ae

www.smartedgerealestate.ae

যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আবেদন প্রত্যাহার বেড়েছে ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাজ্যে পড়তে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশি আবেদনকারীদের শিক্ষার্থী ভিসা আবেদনের ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ২০২৫ সালের একই সময়ে এ হার ছিল ৭ দশমিক ১ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রত্যাহারের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

একই সময়ে পাকিস্তানি আবেদনকারীদের ভিসা আবেদন প্রত্যাহারের হার বেড়ে ৪০ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৩ শতাংশ। নাইজেরিয়ার ক্ষেত্রে এ হার ২২ দশমিক ৭ শতাংশে পৌঁছেছে, আগের বছর যা ছিল ৪ দশমিক ৫ শতাংশ।

এখানে আবেদন প্রত্যাহার এবং ভিসা প্রত্যাখ্যানের মধ্যে পার্থক্য বোঝা জরুরি। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে দেওয়া ভর্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করলে, সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে শুরু হওয়া ভিসা আবেদনও প্রত্যাহার হয়ে যেতে পারে। ফলে পরিসংখ্যানে আবেদন প্রত্যাহার বাড়ার অর্থ এই নয় যে সব আবেদন সরাসরি যুক্তরাজ্য সরকারের ভিসা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তের কারণে বাতিল হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভিসা-সংক্রান্ত ঝুঁকি কমাতে আগেভাগে ভর্তি-প্রস্তাব প্রত্যাহার করছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫ শতাংশের কঠোর সীমা যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি শিক্ষার্থী নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে। এসব প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা স্পনসর করার অনুমতি বা লাইসেন্স বজায় রাখতে নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করতে হয়।

২০২৬ সালের জুন থেকে কার্যকর নতুন মূল্যায়নব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থী ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার ৫ শতাংশের নিচে রাখতে হবে। আগে এ সীমা ছিল ১০ শতাংশ। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পনসর করা শিক্ষার্থীদের ভিসা আবেদনের প্রত্যাখ্যানের হার নির্ধারিত সীমা ছাড়াতে প্রতিষ্ঠানটি নিয়োগসংক্রান্ত বিধিনিষেধের মুখে পড়তে পারে।

শুধু ভিসা প্রত্যাখ্যানের হারই নয়, শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়া এবং কোর্স সম্পন্ন করার বিষয়েও কঠোর শর্ত রয়েছে। সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত মূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তি

হওয়ার হার কমপক্ষে ৯৫ শতাংশ হতে হবে। ২০২৭ সালের জুন থেকে কোর্স সম্পন্ন করার হারও কমপক্ষে ৯০ শতাংশে উন্নীত করার শর্ত কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৭ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য লাল, হলুদ ও সবুজ এই তিন স্তরের মূল্যায়নব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান লাল শ্রেণিতে পড়বে, তাদের বিদেশি শিক্ষার্থী নিয়োগ সীমিত করা হতে পারে। প্রয়োজনীয় উন্নতি না হলে শেষ পর্যন্ত তাদের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী নিয়োগের অনুমতিও হারাতে হতে পারে।

এই নিয়মের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন শুধু শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নয়, তাঁর ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা এবং আবেদনসংক্রান্ত ঝুঁকিও বিবেচনা করছে। বাংলাদেশিদের জন্য কেন পরিস্থিতি কঠিন হচ্ছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাজ্য দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রিয় উচ্চশিক্ষার গন্তব্য। তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত কোর্সের সুযোগ, আন্তর্জাতিক ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতা এবং পড়াশোনা শেষে পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জনের সম্ভাবনা অনেক শিক্ষার্থীকে দেশটিতে আকৃষ্ট করে।

কিন্তু নতুন নিয়মের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজেদের ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হচ্ছে। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি মনে করে নির্দিষ্ট দেশ থেকে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী নিয়োগ করলে তাদের সামগ্রিক ভিসা-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান খারাপ হতে পারে, তাহলে তারা সেই দেশ থেকে নিয়োগ কমিয়ে দিতে পারে। কিছু প্রতিষ্ঠান আবার নির্দিষ্ট দেশের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যাচাই-বাছাই করছে।

ফলে প্রকৃত শিক্ষার্থী, যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থের উৎস ও পড়াশোনার উদ্দেশ্য যথাযথ, তাঁরাও কখনো কখনো বাড়তি অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছেন। ভর্তি-প্রস্তাব পাওয়ার পরও ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে কি না, তা নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ বাড়ছে। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাজ্যের শিক্ষার্থী ভিসা আবেদনের প্রত্যাহারের সামগ্রিক হার ১০ দশমিক ৫ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০২৫ সালের একই সময়ে এই হার ছিল ২ দশমিক ৩ শতাংশ। ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার বৃদ্ধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়োগসংক্রান্ত সতর্ক অবস্থানকে এ প্রবণতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থী নিয়োগ বন্ধ বা সীমিত করেছে। এতে বাংলাদেশের মতো দেশ থেকে আবেদনকারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন এবং ভর্তি নিশ্চিত করার সুযোগ সংকুচিত হতে পারে।

আলাদা নিষেধাজ্ঞা চার দেশ

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পরিস্থিতি বুঝতে যুক্তরাজ্য সরকারের মার্চের ঘোষণাটিও গুরুত্বপূর্ণ। ৪ মার্চ ২০২৬ দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করে, শিক্ষার্থী ভিসার অপব্যবহার এবং ভিসায় যুক্তরাজ্যে প্রবেশের পর আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে চার দেশের নাগরিকদের জন্য শিক্ষার্থী ভিসা বন্ধ করা হবে।

দেশ চারটি হলো আফগানিস্তান, ক্যামেরুন, মিয়ানমার ও সুদান। একই সঙ্গে আফগানিস্তানের নাগরিকদের জন্য বিদেশ থেকে আবেদন করা স্কিলড ওয়ার্কার ভিসাও নিষিদ্ধ করা হয়। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী, ২৬ মার্চ ২০২৬ থেকে ওই চার দেশের নাগরিকদের বাইরে থেকে করা নতুন শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করার নিয়ম কার্যকর হয়। আফগানিস্তানের নাগরিকদের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে করা স্কিলড ওয়ার্কার ভিসার আবেদনও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে।

যুক্তরাজ্য সরকারের দাবি, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বছরে ওই চার দেশ থেকে শিক্ষার্থী ভিসায় আসা ব্যক্তিদের আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা ২০২১ সালের তুলনায় ৪৭০ শতাংশের বেশি বেড়েছিল। সরকারের ভাষা অনুযায়ী, এ পরিস্থিতি দেশটির আশ্রয়ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছিল।

তবে এই নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশি আবেদনকারীরা সাধারণ নিয়মে শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন করতে পারেন। তাঁদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পনসর লাইসেন্স, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভর্তি নীতি এবং ব্যক্তিগত ভিসা আবেদনের যোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার জানিয়েছে, চার দেশের জন্য আরোপিত এই ভিসা নিষেধাজ্ঞা স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়নি। নীতিটি নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে এবং কখন তা তুলে নেওয়া হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত সরকারই নেবে।

ভিসা প্রত্যাখ্যান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্বেগ

যুক্তরাজ্যের উচ্চশিক্ষা খাতের প্রতিনিধিরা ভিসা প্রক্রিয়ার অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে ইউনিভার্সিটিজ ইউকে ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক জেমি অ্যারোন্সমিথের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর মতে, ভিসা প্রক্রিয়া আগের তুলনায় অনেক কম অনুমানযোগ্য হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভিযোগ, কিছু ক্ষেত্রে ভিসা প্রত্যাখ্যানের কারণ অসংগতিপূর্ণ বা অতিরিক্ত ব্যক্তিনির্ভর বলে মনে হচ্ছে। প্রতিবেদনে এমন কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে আবেদনকারীর অন্য দেশে পড়াশোনার কথা আগে বিবেচনা করা কিংবা গবেষণাভিত্তিক ডিগ্রির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোর্স মডিউল সম্পর্কে প্রশ্নের মতো বিষয় প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসেবে সামনে এসেছে। তবে এসব উদাহরণ সব বিশ্ববিদ্যালয় বা সব আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রতিটি ভিসা আবেদনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে নেওয়া হয়।

অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য হলো, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা দেশটির অর্থনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। কিন্তু শিক্ষার্থী ভিসার উদ্দেশ্য যেন আশ্রয় চাওয়া বা অবৈধভাবে কাজ করার বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহৃত না হয়, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও দায়িত্বশীলভাবে শিক্ষার্থী নিয়োগের ওপর জোর দিচ্ছে সরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক চাপও বাড়ছে

যুক্তরাজ্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি থেকে। বিদেশি শিক্ষার্থী কমে গেলে এসব প্রতিষ্ঠানের আয় কমে যেতে পারে। বিশেষ করে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী নিয়োগের ওপর বেশি নির্ভরশীল, তারা আর্থিক চাপের মুখে পড়তে পারে।

ভর্তি কমে যাওয়া, কোর্স বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা এবং কর্মীসংখ্যা কমানোর মতো সমস্যাও তৈরি হতে পারে। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় খাতের প্রতিনিধিরা আশঙ্কা করেছেন, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী নিয়োগ কমে গেলে কিছু প্রতিষ্ঠানে পুনর্গঠন, কর্মী ছাঁটাই এবং কোর্স বন্ধের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামনে দ্বৈত চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। একদিকে তাদের সরকারের অভিবাসনবিধি ও স্পনসর লাইসেন্সের শর্ত পূরণ করতে হচ্ছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে আয় ধরে রাখার চেষ্টা করতে হচ্ছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ঝুঁকি কমাতে এমন দেশ বা বাজারে বেশি মনোযোগ দিতে পারে, যেখান থেকে আসা শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার তুলনামূলক কম। এতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের করণীয় কী

বিশেষজ্ঞদের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ সতর্কতার আলোকে, যুক্তরাজ্যে পড়তে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আবেদন করার আগে কয়েকটি বিষয় নিশ্চিত করা জরুরি।

প্রথমত, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করছেন, সেটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী স্পনসর করার অনুমোদনপ্রাপ্ত কি না এবং বাংলাদেশি আবেদনকারীদের জন্য তাদের বর্তমান ভর্তি নীতি কীভাবে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভর্তি-প্রস্তাব পেলেই ভিসা নিশ্চিত হয়েছে ধরে নেওয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৈধ কনফার্মেশন অব অ্যাকসেপ্টেন্স ফর স্টাডিজ (ঈঅব) পাওয়া এবং ভিসার অন্যান্য শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, টিউশন ফি ও জীবনযাত্রার খরচ বহনের সক্ষমতার প্রমাণ, প্রয়োজনীয় আর্থিক নথি, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কোর্স নির্বাচনের যৌক্তিকতা যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে হবে। ভিসা আবেদনে দেওয়া তথ্য যেন পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সেটিও নিশ্চিত করা জরুরি।

চতুর্থত, কোনো এজেন্টের আশ্বাসের ভিত্তিতে বড় অঙ্কের অর্থ পরিশোধ করার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা উচিত। ভর্তি-প্রস্তাব প্রত্যাহার হলে অর্থ ফেরতের নিয়ম এবং বিকল্প কোর্সে ভর্তির সুযোগ সম্পর্কেও আগে থেকে জানা প্রয়োজন।

ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে প্রত্যাখ্যানপত্রে উল্লেখ করা কারণ ভালোভাবে বুঝে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনে যোগ্য অভিবাসন পরামর্শকের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। তবে কোনো পরামর্শকই ভিসা নিশ্চিত করে দিতে পারেন না।

সামনে কী অপেক্ষা করছে

যুক্তরাজ্যের বর্তমান নীতিতে দুটি প্রবণতা স্পষ্ট। একদিকে নির্দিষ্ট চার দেশের নাগরিকদের জন্য শিক্ষার্থী ভিসায় সরাসরি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে; অন্যদিকে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়োগনীতি ও ভিসা-সংক্রান্ত যাচাই কঠোর হচ্ছে।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তাই সরকারি পর্যায়ে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ সীমিত করা, ভর্তি-প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং ভিসা আবেদনের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি। কোন বিশ্ববিদ্যালয় কতটা কঠোর হবে, তা প্রতিষ্ঠানভেদে আলাদা হতে পারে।

এখন নজর থাকবে যুক্তরাজ্য সরকারের ভিসা প্রত্যাখ্যানের হারসংক্রান্ত নিয়ম কীভাবে প্রয়োগ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নতুন শর্তের সঙ্গে কতটা খাপ খাইয়ে নেয় এবং ভিসা সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা বাড়তে সরকার কী পদক্ষেপ নেয় তার ওপর।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষার পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে আগের তুলনায় আরও সতর্ক পরিকল্পনা, নির্ভুল নথিপত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।



Dr Zaki Rezwana Anwar
FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD

কেন আলঝেইমার্সে আক্রান্তদের দুই-তৃতীয়াংশই নারী?

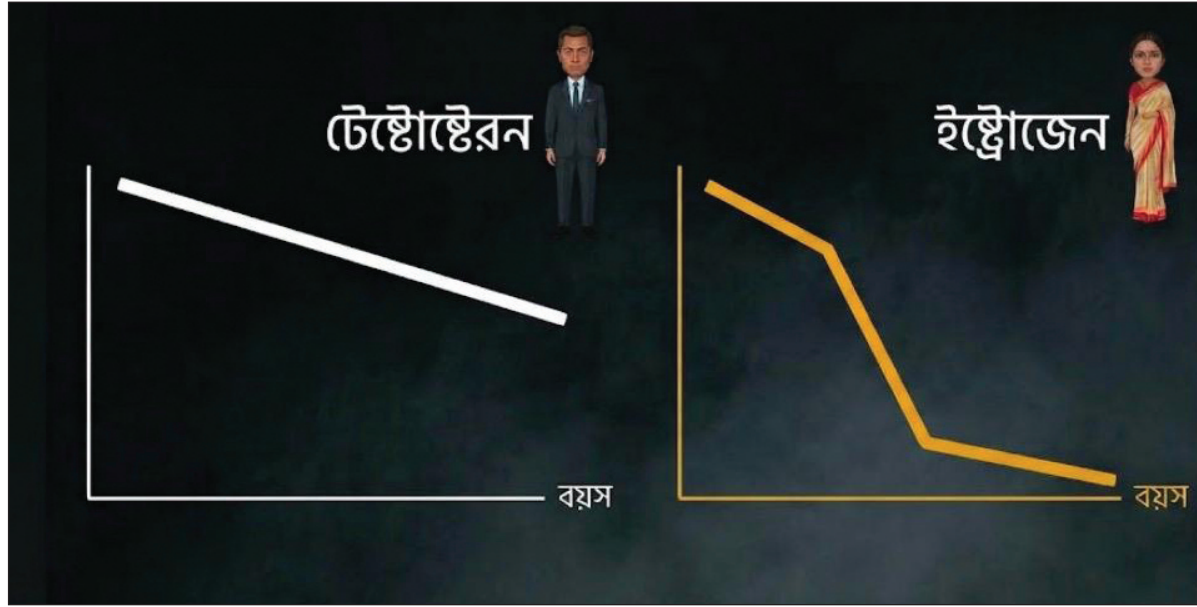
আলঝেইমার্স রোগ হলো মস্তিষ্কের এমন একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু রোগ, যা ধীরে ধীরে মানুষের স্মৃতিশক্তি, চিন্তা করার ক্ষমতা এবং দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম করার সক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। যদিও ডিমেনশিয়ার বিভিন্ন ধরন রয়েছে, তবে বেশীরভাগ ডিমেনশিয়াই আলঝেইমার্স রোগের কারণে হয়। এই স্নায়বিক রোগে (neurological disorder) পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশী (দুই তৃতীয়াংশ) আক্রান্ত হন। সহজ কথায়, আলঝেইমার্সে আক্রান্ত প্রতি ১ জন পুরুষের বিপরীতে ২ জন নারী এই রোগে ভুগে থাকেন। বহুদিন ধরে বলে আসা হচ্ছিল, নারীরা বেশী দিন বাঁচে বলেই তাঁরা আলঝেইমার্স রোগে ভোগেন বেশী। তবে আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পেরেছে যে, এই ধারণাটি সঠিক নয় এবং নারীদের জন্যে এটি মূল কারণও নয় - বরং গবেষণায় দেখা গেছে যে, কেবল নারী হওয়াটাই আলঝেইমার্স রোগের ঝুঁকি (risk factor) উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়।

নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের গঠন ও বয়সের সাথে সাথে এর পরিবর্তন - এসব বিষয়ে আলোচনা করার আগে আরেকটি বহুল প্চলিত ধারণা সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়াটা জরুরী। অনেকেরই ধারণা, নারী দেহের হরমোন বিশেষ করে ইস্ট্রোজেন কেবল একটি সেক্স হরমোন, এটির কাজ প্রজনন বা সন্তান জন্মদান। কিন্তু, নারীদেহের এই হরমোন কেবল প্রজনন বা সন্তান জন্মানের সাথেই জড়িত নয়, বরং এটি নারীর মস্তিষ্কের বিভিন্ন কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।

ইস্ট্রোজেন কেবল প্রজননের জন্যই নয়, বরং কোষ পর্যায়ে মস্তিষ্কের শক্তি উৎপাদনের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইস্ট্রোজেন হরমোন নিউরনগুলোকে থ্রুকেজ বা শক্তি সংগ্রহ করতে উদ্দীপ্ত করে সরাসরি মস্তিষ্কে শক্তি বা জ্বালানি সরবরাহ করে। শুধু তা-ই নয়, ইস্ট্রোজেন হরমোনটি নারীর মস্তিষ্কের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধরে রাখা থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখা এবং মস্তিষ্কে নতুন কোষের বৃদ্ধিতে উদ্দীপনা জোগায়। মোদ্দা কথা, এটি একটি নিউরোপ্রোটেক্টিভ বা স্নায়ু-সুরক্ষাকারী হরমোন, যা নারীদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন ক্ষতি থেকে রক্ষা করে চালায় হয়ে আগলে রাখে। ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বেশি থাকলে মস্তিষ্কের শক্তিও বেশি থাকে, ইস্ট্রোজেন কমে গেলে নিউরনগুলোর কাজের গতি ধীর হয়ে যায়। শুধু মস্তিষ্ক নয়, হাঁড়ের সুরক্ষায়ও এই female hormone এর ভূমিকা অপরিণীম। সূত্রাং আমরা বুঝতে পারছি, একজন নারীর জন্যে female hormone, সেক্স বা সন্তান জন্মদান ছাড়াও কত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

জন্মালগ্নে নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের মধ্যে কৃত্রিম কোনো মৌলিক পার্থক্য (যেমন: গোলাপি বনাম নীল রঙ) নেই ঠিকই, তবে নারীর মস্তিষ্ক বয়সের সাথে সাথে ভিন্নভাবে বার্ধক্যের দিকে যায়, যেখানে মেনোপোজ বা ঋতুবদ্ধ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোন জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত থাকে এবং বয়সের সাথে সাথে এটি এতটাই ধীরে ধীরে কমে আসে যে, এই অতি ধীর গতিতে টেস্টোস্টেরন কমে আসার কারণে পুরুষদের শরীরে এই পরিবর্তন আসে মোটামুটি উপসর্গহীনভাবে। উল্টোদিকে, নারীর শরীরে থাকা ইস্ট্রোজেন হরমোন মেনোপোজ বা পেরিমেনোপোজে (মেনোপোজ হওয়ার বেশ কয়েক বছর আগে) হঠাৎ করে এত দ্রুত কমে শুরু করে যা মোটেও উপসর্গহীন কোনো প্রক্রিয়া নয়।

Female hormones এর দ্রুত গতিতে কমে



যাওয়ার কারণে নারীর মস্তিষ্কে অ্যামাইলয়েড প্লাক বা আলঝেইমার্স প্লাক তৈরি হতে পারে, যা আলঝেইমার্স রোগের মূল লক্ষণ। সমবয়সী পুরুষদের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় না। কাজেই নারীদেহে এ হরমোন কেবল সন্তান ধারণের হরমোন নয়, এটি একটি ‘ব্রেইন হরমোন’ যা মস্তিষ্কে বিভিন্ন ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন, সব নারীর মস্তিষ্কে এই প্লাক তৈরি হয় না এবং প্লাক থাকা মানেই যে ডিমেনশিয়া হবে তা নয়; এটি কেবল একটি ঝুঁকি বা risk factor মাত্র।

আলঝেইমার্স রোগটিকে সাধারণত বার্ধক্যের রোগ মনে করা হলেও, রোগের লক্ষণ প্রকাশের বহু বছর বা এক দশক আগে থেকেই এর নেতিবাচক পরিবর্তনগুলো দেখা যায়। এই পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে এগোতে থাকে, এবং মানুষ যখন ৭০ এর কোঠায় পৌঁছায় তখন গিয়ে এর ক্লিনিক্যাল লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।

নারীর মস্তিষ্ক সাধারণ কালানুক্রমিক বয়সের চাইতে হরমোনজনিত পরিবর্তনের প্রতি অনেক বেশি সংবেদনশীল থাকে। সে জন্যেই মেনোপোজের আগে অপারেশন করে জরায়ুর সাথে ovary ফেলে দিলে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। যদিও চিকিৎসার প্রয়োজনে এই অপারেশন জরুরী হতে পারে, তবে এর পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং মস্তিষ্কে সুরক্ষা দেওয়ার উপায় জানা অত্যন্ত জরুরি।

ভুলে গেলে চলবেনা, মস্তিষ্ক শরীরের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ব্ল্যাক বক্স নয়; এটি

শরীরের অন্যান্য অংশের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করে। বিশেষ করে প্রজননতন্ত্রের সাথে মস্তিষ্কের যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর, আর এই যোগাযোগটি নিয়ন্ত্রিত হয় হরমোনের মাধ্যমে। মস্তিষ্ক এবং ovary উভয়েই ‘নিউরোএন্ডোক্রাইন সিস্টেম’-এর অংশ। অনেকেই মেনোপোজের উপসর্গ যেমন: হট ফ্লাশ, রাতে ঘেমে যাওয়া, অনিদ্রা - মেনোপোজের এই লক্ষণগুলোকে ovary বা ডিম্বাশয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন। কিন্তু এই লক্ষণগুলো ovary থেকে শুরু হয় না, এগুলো সরাসরি মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়। এগুলো আসলে একধরনের স্নায়বিক বা নিউরোলজিক্যাল লক্ষণ। যেমন: হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus): এটি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ইস্ট্রোজেন এখানে সঠিকভাবে কাজ না করলে মস্তিষ্ক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যার ফলে হট ফ্লাশ বা গরম লাগার অনুভূতি হয়। তেমনি, ব্রেনস্টেম (Brainstem) ঘুম এবং জেগে থাকা নিয়ন্ত্রণ করে। ইস্ট্রোজেনের অভাবে ব্রেনস্টেম সঠিকভাবে কাজ না করায় ঘুমে সমস্যা বা অনিদ্রা দেখা দেয়। অ্যামিগডালা ও হিপোক্যাম্পাস (Amygdala & Hippocampus) যথাক্রমে মস্তিষ্কের আবেগ এবং স্মৃতিশক্তি ও অনুভূতির কেন্দ্র। এসব অঞ্চলে ইস্ট্রোজেন কমে গেলে মুড সুইং বা মেজাজ পরিবর্তন এবং ভুলে যাওয়ার মতো সমস্যা শুরু হয়।

মেনোপোজে সব কিছুই যে নেতিবাচক ঘটে এমন নয়। মেনোপোজে নারীদের বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানীয় পারফরম্যান্স (cognitive performance)-এর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে

দেখা গেছে যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মানসিক দক্ষতায় কোনো পার্থক্য হয়না। অর্থাৎ, মেনোপোজ বা পেরিমেনোপোজে নারীরা ক্রান্ত বোধ করতে পারেন, কিন্তু তারা মানসিকভাবে তীক্ষ্ণ ও মেধাবী থাকেন।

মেনোপোজের কিছু উপসর্গ কমাতে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি সহায়ক হতে পারে, তবে ডিমেনশিয়া প্রতিরোধের জন্যে বর্তমানে চিকিৎসকরা এটিকে সরাসরি পরামর্শ দেন না, কারণ, বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বিভিন্ন ফর্মুলেশন, ডোজ এবং এটি প্রয়োগের সময় নিয়ে গবেষণা করছেন, যা অদূর ভবিষ্যতে হয়তো চিকিৎসাপদ্ধতিতে নতুন দিক নির্দেশনা আনতে পারে। এই হরমোন থেরাপি ঢালাওভাবে ব্যবহার না করে case by case পর্যালোচনা করে এবং এর সময় ও ডোজ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সেই সাথে বছরে অন্তত ৩/৪ বার ফলোআপ করাও জরুরী। সবার জন্যে এই থেরাপি উপযুক্ত না-ও হতে পারে।

ওষুধের পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অভ্যাস পরিবর্তন করে প্রাকৃতিকভাবে হরমোন এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা দেওয়া অনেকটাই সম্ভব। আমাদের খাওয়া-দাওয়া, ব্যায়াম, ঘুম এবং মানসিক চাপ- এই প্রতিটি বিষয় হরমোনের ওপর ভালো বা খারাপ প্রভাব ফেলে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মেডিটেরিয়ান ডায়েট নারীদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই ডায়েটের একটি বড় সুবিধে হলো, এতে প্রচুর পরিমাণে ‘ফাইটোইস্ট্রোজেন’ বা উভিজ্জ ইস্ট্রোজেন থাকে, যা শরীরে মৃদু ইস্ট্রোজেনের মতো কাজ করে। তিসি বা ফ্ল্যাক্সসিড, তিল, শুকনো অ্যাপ্রিকট, বিভিন্ন ধরনের ডাল, ফলমূল



অনেকেরই ধারণা, নারী দেহের হরমোন বিশেষ করে ইস্ট্রোজেন কেবল একটি সেক্স হরমোন, এটির কাজ প্রজনন বা সন্তান জন্মদান। কিন্তু, নারীদেহের এই হরমোন কেবল প্রজনন বা সন্তান জন্মানের সাথেই জড়িত নয়, বরং এটি নারীর মস্তিষ্কের বিভিন্ন কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।

এবং এমনকি গাঢ় বা কালচে রঙের চকোলেটেও এই উপকারী ফাইটোইস্ট্রোজেন পাওয়া যায়।

ইস্ট্রোজেনের বড় শত্রু হলো মানসিক চাপ বা স্ট্রেস। প্রধান স্ট্রেস হরমোন ‘কর্টিসল’ (cortisol) ইস্ট্রোজেনের বিপরীতে কাজ করে। কর্টিসল বাড়লে ইস্ট্রোজেন কমে যায়, আবার কর্টিসল কমলে ইস্ট্রোজেন বাড়ে। তাই মানসিক চাপ কমানো কেবল মনকে শান্ত রাখে না, বরং মস্তিষ্কের সুরক্ষায়ও দারুণ কাজ করে।

সবার আগে নারীর মস্তিষ্ক সম্পর্কে আমাদের ধারণার পরিবর্তন আনা জরুরী। মেনোপোজ নিয়ে কুসংস্কার ও ট্যাবুগুলো ভেঙে ফেলতে হবে। এজন্যে নারীর জীবনসঙ্গীরও এসব আলোচনায় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কেবল আলঝেইমার্স নয়, সামগ্রিকভাবে নারীদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করতে হবে, কারণ “মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যই হলো নারীদের স্বাস্থ্য” (Brain health is women's health)।

লেখক: Dr Zaki Rezwana Anwar
FRSA, MBBS, DTM&H, MS, & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক স্পীকার।

পাগলা মসজিদের দানবাক্সে পাওয়া গেছে ৯ কন্টেইনার স্বর্ণালংকার ও বৈদেশিক মুদ্রা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দীর্ঘ ৬ বছর ৭ মাস পর কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের দানবাক্সে পাওয়া স্বর্ণালংকার পরিমাপ করা হয়েছে। একইসঙ্গে গণনা করা হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় মসজিদ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক সোহানা নাসরিন এই স্বর্ণালংকার পরিমাপ ও বৈদেশিক মুদ্রা গণনা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সময় জেলা পরিষদ প্রশাসক খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল খান, স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক (উপ-সচিব) জেবুন নাহার শাম্মী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. ইশতিয়াক ইমাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জেসমিন আক্তার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ওয়াদিয়া শাবাব, সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শরিফুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ, এসআরবি এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতিতে স্বর্ণালংকার পরিমাপ ও বৈদেশিক মুদ্রা গণনার কাজ করা হয়। সরকারি সেবা জেলার ১০ জন স্বর্ণশিল্পী কারিগর স্বর্ণালংকারের শ্রেণিবিন্যাস ও পরিমাপের কাজ করেন। এ ছাড়া রূপালী ব্যাংকের ৬ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক মুদ্রার শ্রেণিবিন্যাস ও গণনার কাজ করেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. এরশাদুল আহমেদের তত্ত্বাবধানে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. কামরুল হাসান মারুফ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সূফি সাহজাদ আল ফোজায়েল, রূপালী ব্যাংকের এজিএম মোহাম্মদ আলী হারেছী এবং বিএসটিআই নরসিংদী আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-পরিচালক (মেট্রোলজি) মোহাম্মদ শফিকুল আলম এ কার্যক্রম তদারকি করেন। স্বর্ণালংকার পরিমাপ শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। কন্টেইনারগুলোতে মোট ১২ কেজি ১৭৪ গ্রাম স্বর্ণ এবং ১২ কেজি ৬৯০ গ্রাম রূপা পাওয়া গেছে। এখন এসব নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

এর আগে সর্বশেষ ২০২০ সালের ১১ই মার্চ পাগলা মসজিদের দানসিন্দুকে দান হিসেবে পাওয়া স্বর্ণালংকার ও রূপা এক কোটি ১৫ লাখ ৪ হাজার ৯০০ টাকায় নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল। তখনকার নিলামে প্রায় ৩ বছর ধরে দানসিন্দুকে জমা



হওয়া ৪১৫ ভরি এক আনা স্বর্ণালংকার ও ১৮৪ ভরি রূপা পাওয়া গিয়েছিল। এ ছাড়া তখন পাগলা মসজিদের দানসিন্দুকে দান হিসেবে পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রাগুলো বিক্রি করে এক লাখ ২৭ হাজার ৬৫১ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এরপর থেকে এই সময়ে পাগলা মসজিদের দানবাক্সে পাওয়া যায় ৯ কন্টেইনার স্বর্ণালংকার ও বৈদেশিক মুদ্রা। এগুলো ট্রেজারিতে জমা রাখা হয়েছিল। স্বর্ণালংকার পরিমাপ ও বৈদেশিক মুদ্রা গণনা কার্যক্রম উদ্বোধনের সময় জেলা প্রশাসক সোহানা নাসরিন জানান, পাগলা মসজিদ ও ইসলামিক কমপ্লেক্সে আসা দর্শনার্থীগণ দানের সিন্দুকগুলোতে টাকার পাশাপাশি স্বর্ণ, রূপার গয়নাসহ বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা দান করে থাকেন।

দানবাক্সগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তখন তা খোলা হয়। সেসময় দানবাক্সে পাওয়া টাকাগুলো গণনা করা হয় এবং স্বর্ণ, রূপার গয়নাসহ বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা একসঙ্গে কন্টেইনারে ভরে সিলগালা করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ট্রেজারি শাখাতে জমা করা হয়। ট্রেজারিতে জমা করা কন্টেইনারগুলো খুলে ক্যারেট অনুযায়ী আলাদা করে ওজন নির্ধারণ করে স্বর্ণ, রূপার বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং পরবর্তীতে পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে এগুলো নিলাম করা হবে। এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রাগুলো দেশভিত্তিক আলাদা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ বিনিময় হার মোতাবেক নগদায়ন করা হবে। জেলা প্রশাসক সোহানা নাসরিন বলেন, পাগলা মসজিদের ৮টি ব্যাংক হিসাবে বর্তমানে ৩৩১ কোটি ৮৫ লাখ ৪৪ হাজার ৮১০ টাকা জমা রয়েছে। ২০২০ সালের ১১ই মার্চের পর থেকে অদ্যাবধি মোট ১৮ বার পাগলা মসজিদ ও ইসলামিক কমপ্লেক্সের দানবাক্স খোলা হয়েছে এবং এই সময়ে স্বর্ণালংকার ও বৈদেশিক মুদ্রার ৯টি মাঝারি আকারের প্রাস্টিকের কন্টেইনার ও ৬টি খাম ট্রেজারিতে জমা রাখা হয়েছিল। এগুলোর পরিমাপ ও গণনার জন্য খোলা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবাদ

কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের পশ্চিমে হারুয়া এলাকায় নরসুন্দা নদীর তীরে পাগলা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। শুরুতে মাত্র ১০ শতাংশ ভূমির উপর পাগলা মসজিদটি গড়ে উঠেছিল। সময়ের বিবর্তনে আজ এ মসজিদের পরিধি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে এর খ্যাতি ও ঐতিহাসিক মূল্যও। বর্তমানে সম্প্রসারিত পাগলা মসজিদ এলাকায় মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি অত্যাধুনিক ধর্মীয় কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পাগলা মসজিদে মুসল্লিদের ব্যাপক সমাগমকে ঘিরে পুরাতন অবকাঠামো ভেঙে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাগলা মসজিদে মানুষ টাকা-পয়সা, স্বর্ণালংকার, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, ফল-ফলাদি, কোরআন শরীফ ইত্যাদি দান করেন। এর মধ্যে টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার মসজিদের দানসিন্দুকগুলোতে জমা পড়ে। অন্যদিকে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, ফল-ফলাদি, কোরআন শরীফ ইত্যাদি নিলামঘরে জমা দিতে হয়। নিলামঘরে প্রতিদিন এসব নিলামে বিক্রি করে দেয়া হয়। এসব টাকা ব্যাংকে জমা করা হয়। উজান-ভাটির কিশোরগঞ্জ জেলা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক মসজিদ। রয়েছে মসজিদ স্থাপত্যের সোনালী ঐতিহ্য। তবে পাগলা মসজিদ বর্তমানে দেশ-বিদেশে কিশোরগঞ্জের পরিচিতি স্মারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন যত যাচ্ছে পাগলা মসজিদের খ্যাতি ও জৌলুস ততই যেন বাড়ছে। স্বভাবতই ঐতিহাসিক এই মসজিদকে নিয়ে জেলার ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই গর্ববোধ করেন।

দেশে পাঁচ ধাপে ইউপি নির্বাচন প্রথম ধাপের ভোট ২১শে জানুয়ারি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী বছরের ২১শে জানুয়ারি শুরু হয়ে ২৭শে মে'র মধ্যে দেশের প্রায় ৪ হাজার ৩০০ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাঁচ ধাপে এসব নির্বাচন আয়োজন করা হবে। সোমবার নির্বাচন কমিশনের ১৩তম সভা শেষে এ কথা জানান নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। এর আগে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইসি সানাউল্লাহ জানান, 'নির্বাচনের ধাপ আমরা সাতটার জায়গায় পাঁচটাতে নিয়ে এসেছি। যেহেতু সময় স্বল্পতা আছে, এই পাঁচটি ধাপের প্রথম ধাপ হবে ২১শে জানুয়ারি। দ্বিতীয় ধাপ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় ধাপ ২৯শে এপ্রিল, চতুর্থ ধাপ ১৩ই মে ও পঞ্চম ধাপ ২৭শে মে।' কমিশনার সানাউল্লাহ বলেন, 'পাঁচটা ধাপে পাঁচটা তারিখে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হবে এবং সবগুলো দিনই হচ্ছে বৃহস্পতিবার। আমরা চেষ্টা করেছি বৃহস্পতিবার ও রোববারের মধ্যে সীমিত থাকতে। যেটা



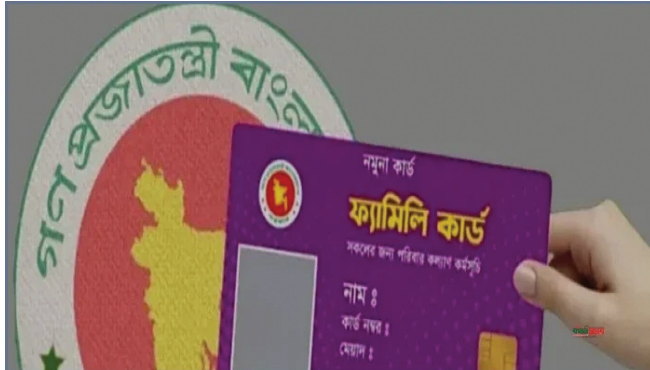
দেখা গেছে সবগুলোই বৃহস্পতিবার হয়েছে।' নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'ইউপি ভোট আমরা সব জেলাতেই একসঙ্গে শুরু করবো আশা করছি। সেই ক্ষেত্রে আমরা অগ্রাধিকার দেবো, সদর উপজেলাগুলো এবং অন টপ অব দ্যাট যে ইউনিয়ন পরিষদগুলো ম্যাচিউর হয়ে গেছে বা ওভারডিউ হয়ে গেছে, বেশিদিন হয়ে যাচ্ছে সেগুলো অগ্রাধিকার পাবে। আমরা চেষ্টা করবো অ্যালফাবেটিক্যালি বাকি উপজেলাগুলোকে সমন্বয় করতে।' জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন বলে জানান সানাউল্লাহ। তিনি

বলেন, 'তফসিল ঘোষণা করবেন আমাদের জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা। সাধারণত আপনারা ধরে নেন ছয় সপ্তাহ আগে। যখন যে নির্বাচনটা হবে এর প্লাস মাইনাস ৪২ দিন হতে পারে ৩৮ দিন হতে পারে বা ৪৫ দিন।' নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণে বিভিন্ন আয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, '২১শে জানুয়ারির আগে আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিশ্ব ইজতেমা আছে। তারা আমাদের কাছে এসেছিলেন, অনুরোধ করেছেন, ১৭ তারিখে হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমার আখেরি মোনাজাত। আমরা তাদের অনুরোধটা রক্ষা করেছি।

যে কারণে হয়তো বা আমাদের একটু টাইট শিডিউলের মধ্যে পড়ে গেছে। এই ছয়-সাত মাসের মধ্যে দুটো ঈদ এবং দুটো পরীক্ষা তারপরে বিশ্ব ইজতেমা। ইউপি নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আলাদা বৈঠক করার কথা জানান সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, 'আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আলাদাভাবে মিটিং করবো। আমরা এর আগে যে মিটিংটা করেছিলাম সেখানে তারা সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের বলা হয়েছিল নভেম্বরের মধ্যে তারা তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।'

নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনের আগে এই কথাগুলো আমাদের এর চেয়ে বেশি শুনতে হয়েছে। তারপরও জাতীয় নির্বাচন স্মরণকালের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। আমরা মনে করি না, বাংলাদেশ আর কোনো সংঘাতময় নির্বাচনের পথে হাঁটার জন্য প্রস্তুত আছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা আশা করবো যে, আমরা যে ভালো নির্বাচনের সংস্কৃতি শুরু করেছি সেই সংস্কৃতি আমরা বলবৎ রাখবো। এইজন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার আমাদের সহায়তা করবেন।'

চলতি অর্থবছরে ৪১ লাখ নারী পাবেন ফ্যামিলি কার্ড



বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে দেশ জুড়ে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। ১২ই অক্টোবর থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবারের আর্থসামাজিক তথ্য সংগ্রহ করবেন নিয়োজিত কর্মীরা। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ৪৫ লাখ পরিবারের তথ্য সংগ্রহ ও অনলাইন তথ্যভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে নতুন করে ৪১ লাখ নারী পরিবারপ্রধানকে ফ্যামিলি কার্ড ও ভাতা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। সোমবার সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা কার্যালয়-২, রমনা, ঢাকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি বাস্তবায়নে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে ১২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে ভাতা প্রদানের জন্য। পর্যায়ক্রমে আগামী তিন অর্থবছরে যোগ্য সব নারী পরিবারপ্রধানকে ফ্যামিলি কার্ড ও ভাতার আওতায় আনার পরিকল্পনা

রয়েছে। কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থা যাচাই করে উপকারভোগী নির্বাচন করা হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হালনাগাদ প্রক্সি মিস টেস্ট (পিএমটি) পদ্ধতিতে পরিবারগুলোকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো অতিদরিদ্র, দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত। বাংলাদেশ স্কার ৮৬০ বা তার কম হলে নারী পরিবারপ্রধানকে ভাতা পাওয়ার যোগ্য বিবেচনা করা হবে। সব নারী পরিবারপ্রধান ফ্যামিলি কার্ড পেলেও ভাতা পাবেন প্রথম তিন শ্রেণিভুক্ত যোগ্য পরিবারগুলো। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০৭ জন তথ্য সংগ্রহকারী ও ২১ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। বিশেষায়িত ডিভাইস ও মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কর্মীরা সরজমিন তথ্য সংগ্রহ করবেন। সংগৃহীত তথ্য সরাসরি অনলাইন তথ্যভাণ্ডারে যুক্ত করা হবে। এ কার্যক্রমের জন্য তথ্য সংগ্রহ নির্দেশিকা প্রণয়ন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং তথ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে একক প্রার্থী দেবে বিএনপি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

সরকারদলীয় চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে সমন্বয় করে একক প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করবে বিএনপি। এ ছাড়া এবার স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় প্রতীকে হবে না। রবিবার (১১ অক্টোবর) জাতীয় সংসদের বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের বৈঠক হয়। পরে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণের বিষয়ে নুরুল ইসলাম মনি বলেন, সাধারণত স্থানীয় সরকার

তিনি বলেন, নির্বাচনে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা যাবে না। প্রকৃত জনসমর্থন রয়েছে, এমন প্রার্থীই যাতে নির্বাচিত হতে পারেন, সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী মনোনয়ন প্রসঙ্গে চিফ হুইপ বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নে একক প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করবে দল। এ জন্য তৃণমূল পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো কাজে লাগানো হবে। তিনি বলেন, এবার দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে না। বিএনপি চায়, নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হোক এবং স্থানীয় মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন।



বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে উপযুক্ত সময়ে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তৃণমূলের সিদ্ধান্তের বাইরে কেউ নির্বাচনে অংশ নিলে দল কী ব্যবস্থা নেবে এমন প্রশ্নে নুরুল ইসলাম মনি বলেন, এ বিষয়ে দল সিদ্ধান্ত নেবে। তবে এখনো এ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।



সৌদি আরবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য দূতাবাসের জরুরি নির্দেশনা

পোস্ট ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যের চলমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি আরবে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে রিয়াদে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস। একই সঙ্গে সৌদি কর্তৃপক্ষের জারি করা নিরাপত্তা ও আইনি নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়েছে। রবিবার (১১ অক্টোবর) দূতাবাসের প্রকাশিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান পরিস্থিতি-সম্পর্কিত কোনো তথ্য, ছবি বা ভিডিও ধারণ, মুঠোফোনে সংরক্ষণ, অন্যের সঙ্গে আদান-প্রদান কিংবা ফেসবুক, ইউটিউব ও এক্সহস (সাবেক টুইটার) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করা সৌদি আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই সৌদি আরবের আইন মেনে এ ধরনের ছবি, ভিডিও ও স্পর্শকাতর তথ্য প্রচার এবং আদান-প্রদান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনুরোধ জানিয়েছে দূতাবাস।

এ ছাড়া নিরাপত্তার স্বার্থে স্ক্রিপ্পও ও জনবহুল এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন এবং সৌদি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জরুরি প্রয়োজনে দূতাবাসের বিভিন্ন হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। শ্রমসংক্রান্ত বিষয়ে ৮০০১০০০১২৫ এবং পাসপোর্টসংক্রান্ত বিষয়ে ৮০০১০০০১২৬ নম্বরে বিনা মূল্যে কল করা যাবে। ডিপ্লোম্যাটিক উইং-সংক্রান্ত প্রয়োজনে বিজ্ঞপ্তিতে ৮০০১০০০১২৪ নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া মৃত্যু-সংক্রান্ত জরুরি প্রয়োজনে +৯৬৬৫৭০২১২১৮০ নম্বরে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পেতে রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দূতাবাসের ফেসবুক পেজের ঠিকানা: <https://www.facebook.com/bdembassyriyadh>

পোস্ট ডেস্ক : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতি সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় নিহত দুই বাংলাদেশির পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন বণ্ডার মো. শাহেদ আহম্মদ ও কুমিল্লার মো. নাসরুল্লাহ বদরপুরি। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ২৪ বাংলাদেশি। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। আহত ব্যক্তিদের রিয়াদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

পররাষ্ট্র ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

নিহত শাহেদ আহম্মদের বাড়ি বণ্ডার শাহজাহানপুর উপজেলার মাদলা গ্রামে। তার বাবা মো. রফিকুল ইসলাম ও মা শাহেরা বেগম। তিনি সৌদি আরবের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের জেদ্দা প্রকল্পে প্লাম্বার হিসেবে কাজ করতেন। ছুটি কাটিয়ে দেশে থেকে রিয়াদ হয়ে কর্মস্থলে ফেরার পথে হামলার শিকার হন তিনি।

অন্য নিহত নাসরুল্লাহ বদরপুরির বাড়ি কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার বদপুর গ্রামে। তাঁর বাবা মোহাম্মদ উল্লাহ ও মা জাহানারা বেগম। ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন তিনি। রিয়াদ থেকে জেদ্দায় যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন নাসরুল্লাহ।

রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, আহত ২৪ বাংলাদেশির মধ্যে ১১ জন সৌদি আরবে কর্মরত এবং ১৩ জন ওমরাহ ভিসায় দেশটিতে গিয়েছিলেন। তাদের চিকিৎসা ও পরিচয় নিশ্চিত করতে সৌদি আরবের হাসপাতাল কর্তৃ



পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে দূতাবাস।

কিং আবদুল্লাহ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন তিন বাংলাদেশি হলেন হাফেজ হাসান, কাজী নুরুল্লাহ ও মো. ওমর ফারুক। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানানো হয়েছে। হাফেজ হাসানের বাড়ি ঢাকার কামরাসীরচরে এবং কাজী নুরুল্লাহর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার ঘাটুরা গ্রামে। ওমর ফারুক সৌদি আরবে কর্মরত।

রিয়াদ ন্যাশনাল গার্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাফফাত রহমান ও মো. দাউদুল ইসলাম। তাদের মধ্যে সাফফাত অচেতন অবস্থায় রয়েছেন। দুজনই ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া রিয়াদ মেডিকেল হাসপাতালে

মো. সাইদুল ইসলাম সৌরভ ও আবুল মনসুর মো. রিয়াজ উদ্দীন, প্রিন্স সুলতান মিলিটারি হাসপাতালে মো. আবদুল্লাহ এবং সুলাইমান আল হাবিব হাসপাতালের তাখাসসুসি শাখায় আরমান হোসেন, মোহাম্মদ ও ফয়সাল আহমদ আবদুল হক চিকিৎসাধীন।

কিংডম হাসপাতালে মো. রফিক মিয়া, কিং ফাহাদ মেডিকেল সিটিতে ইসমাইল হোসেন, মো. মিসবাহ উদ্দীন হীরা ও মো. রায়হানুল ইসলাম চিকিৎসা নিচ্ছেন। এ ছাড়া প্রিন্স মোহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ হাসপাতালে পাঁচজন, এস্টার সনদ হাসপাতালে দুজন, সুলাইমান ফকিহ হাসপাতালে একজন এবং সুলাইমান আল হাবিব হাসপাতালের আলসাফা শাখায় দুজন বাংলাদেশি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। হামলার পর ফ্লাইট চলাচল ব্যাহত

হওয়ায় রিয়াদ বিমানবন্দরে প্রায় ৫০০ বাংলাদেশি যাত্রী আটকা পড়েন। তাঁদের মধ্যে ওমরাহযাত্রী ও সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশিরাও ছিলেন। দূতাবাসের উদ্যোগে আটকে পড়া যাত্রীদের আবাসন, খাবার ও বিকল্প যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। বিমানবন্দরের ৩ নম্বর টার্মিনালে থাকা প্রায় ১০০ যাত্রীর জন্য হোটেল ও আবাসিক হলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া ইহরামের পোশাক পরা ৬৭ জন ওমরাহযাত্রীকে বিশেষ বাসে জেদ্দায় পাঠানো হয়।

রিয়াদ থেকে ঢাকাগামী সৌদিয়া এয়ারলাইনসের বাতিল হওয়া এসসি৮০৪ ফ্লাইটের প্রায় ৪০০ বাংলাদেশি যাত্রীকে দাম্মামের কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

হুতিদের বিরুদ্ধে এবার যুদ্ধে জড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র?

পোস্ট ডেস্ক : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভয়াবহ হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকসহ ১২ জন নিহত হয়েছে। এতে দুই বাংলাদেশিও রয়েছেন। এ ঘটনার পর ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৌদি বাহিনীর সঙ্গে সামরিক অভিযানে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে ওয়াশিংটন। তবে হুতির এ দায় স্বীকার না করলেও সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট এ হামলার জন্য ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত এই বিদ্রোহীদের দায়ী করেছে। এই হামলাকে ‘গ্রহণযোগ্য নয়’ বলে মন্তব্য করে ট্রাম্প বলেন, এদিকে হুতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ হয়েছে। তবে সৌদি বিমানবন্দরে হামলা চালিয়ে তারা ‘খুবই খারাপ’ কাজ করেছে।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘হুতিদের বিরুদ্ধে হামলায় আমরা যোগ দিতে পারি। বিষয়টি পর্যালোচনা করব। আমরা খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেব।’ তবে তিনি বলেন, ‘সৌদি বাহিনী ভালো যোদ্ধা। তবে আমার মনে হয়, হামলাটি ছিল ভয়াবহ।’

একই সঙ্গে সৌদি আরবে হুতিদের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলাসহ

সৌদি আরবে হুতিদের সব হামলার তীব্র নিন্দা জানায় ওয়াশিংটন। রুবিও বলেন, ‘নিন্দনীয় এসব হামলা নিরীহ বেসামরিক মানুষের জীবনের প্রতি চরম অবজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। এসব হামলা এখনই বন্ধ করতে হবে।’



এদিকে সৌদি ভূখণ্ডে এক দশকের বেশি সময়ের মধ্যে অন্যতম প্রাণঘাতী হামলা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট এ হামলার জন্য ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের দায়ী করেছে। জোটের ভাষ্য, বেসামরিক বিমানবন্দরে এ ধরনের হামলা ‘পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধাপরাধ’। রবিবার সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট ইয়েমেনের হুতিদের বিরুদ্ধে কঠোর জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে দেশটি।

সৌদি আরবের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক হামলার ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি

সামরিক পদক্ষেপে যুক্ত হবে কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে। ট্রাম্পের বক্তব্যে সৌদি আরবের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও তিনি হামলার জবাবে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত

জানাননি। বেশ কিছুদিন ধরেই সৌদি আরব ও ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতিদের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। এর মধ্যে স্থানীয় সময় শনিবার রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে বাংলাদেশের নাগরিকসহ বিভিন্ন দেশের মানুষ হতাহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম। এর ফলে সৌদি আরবের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা বাড়তে পারে কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

জিবুতি উপকূলে নৌকাডুবিতে ১৩৯ অভিবাসীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮৪

পোস্ট ডেস্ক : জিবুতি থেকে ইয়েমেনে যাওয়ার পথে অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই একটি নৌকা ডুবে অন্তত ১৩৯ অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১৫টি শিশু রয়েছে। এ ঘটনায় আরও ৮৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জাতিসংঘের একটি সংস্থা রোববার জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) এক বিবৃতির বরাতে নাইরোবি থেকে এএফপি জানায়, ৩০৫ জন যাত্রী নিয়ে নৌকাটি গত ৮-৯ অক্টোবর রাতে জিবুতির ওবক শহরের উত্তরে উল্টে যায়। যাত্রীদের অধিকাংশই ইথিওপীয় নাগরিক ছিলেন।

জিবুতিতে আইওএমের মিশনপ্রধান আলেক্সান্দ্রে কোয়িসাক এএফপিকে বলেন, ‘বেঁচে ফেরা ব্যক্তির আমাদের জানিয়েছেন, নৌকায় ওঠার পরপরই সেটি পেছনের দিকে ডুবতে শুরু করে।’

বিবৃতিতে এর আগে তিনি বলেন, ‘এটি প্রাণহানির এক ভয়াবহ ঘটনা।’ তিনি আরও বলেন, ‘যারা বেঁচে ফিরেছেন এবং যারা স্বজন হারিয়েছেন কিংবা এখনও তাদের স্বজনদের কোনো খোঁজ পাচ্ছেন না, তাদের সবাই প্রতি আমাদের সমবেদনা।’

আইওএম প্রথমে ১০৯ জনের মৃত্যু ও ১১৬ জন নিখোঁজ থাকার তথ্য দিয়েছিল। পরে আরও মরদেহ উদ্ধারের পর সংখ্যাটি সংশোধিত বিবৃতিতে জানায়, মৃতের সংখ্যা

বেড়ে ১৩৯ এবং নিখোঁজের সংখ্যা কমে ৮৪ হয়েছে।

কোয়িসাক বলেন, জরুরি সহায়তা দিতে আইওএমের দল জিবুতির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘটনাস্থলে কাজ করছে। তিনি বলেন, ‘অর্থনৈতিক সুযোগের সন্ধানে বাব আল-মাদেনে প্রণালি পেরিয়ে ইয়েমেনে এবং সেখান থেকে উপসাগরীয় দেশগুলোতে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে গিয়ে এই অভিবাসনপথে মানুষ কী ধরনের বিপদের মুখোমুখি হন, এ মর্মান্তিক ঘটনা তারই নির্মম স্মারক।’

কোয়িসাক জানান, নৌকাডুবিতে বেঁচে যাওয়া একজনের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। ওই ব্যক্তি উত্তর ইথিওপিয়ার টাইগ্রো অঞ্চলের বাসিন্দা। সেখানে সাম্প্রতিক সহিংসতা বৃদ্ধির মধ্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের লড়াই চলছে।

বিপজ্জনক ইয়েমেনে রুট আইওএমের প্রাথমিক বিবৃতি অনুযায়ী, এর আগে উদ্ধার করা ১০৯টি মরদেহের মধ্যে ৫২ জন পুরুষ, ৪২ জন নারী ও ১৫টি শিশু ছিল। শিশুদের মধ্যে নয়জন মেয়ে ও ছয়জন ছেলে।

সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী, নৌকাডুবিতে বেঁচে যাওয়া ৮২ জনই ইথিওপীয় নাগরিক। আইওএম বলেছে, ‘দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের

ক্রমবর্ধমান প্রভাব অনেক মানুষকে এই বিপজ্জনক যাত্রায় নামতে বাধ্য করছে, যদিও মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে অস্থিতিশীলতা বাড়ছে।’

সংস্থাটি জানায়, ওবকের একটি অভিবাসী কেন্দ্রে ৬৪ জন বেঁচে ফেরা ব্যক্তিকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নিখোঁজ ব্যক্তিদের নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকায় জিবুতির কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রেখেছে।’

আইওএম এই ঘটনাকে ওই অভিবাসনপথে নথিভুক্ত ‘সবচেয়ে প্রাণঘাতী নৌকাডুবির ঘটনাগুলোর একটি’ বলে উল্লেখ করেছে।

আইওএমের মুখপাত্র কেনেডি ওমান্ডি ওকোথ এ সপ্তাহে এএফপিকে বলেন, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ইথিওপিয়া থেকে ১ লাখ ৭৮ হাজার মানুষ জিবুতিতে পৌঁছেছেন।

তিনি জানান, ইয়েমেনে সংঘাত বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ইথিওপিয়া থেকে জিবুতিতে ২০ হাজারের বেশি মানুষের সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনা শনাক্ত করেছে আইওএম।

সৌদি আরব-সমর্থিত সরকার ও ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের মধ্যে লড়াইয়ে ইয়েমেন বিপর্যস্ত। ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের চলমান আঞ্চলিক সংঘাতেও হুতির যোগ দিয়েছে।

ইমিগ্রেশনে ব্যাপক ধরপাকড়

অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে অভিযানের সংখ্যা বেড়েছে ১ হাজার ৭১৬টি । গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়েছে ৭৮৭ জন। শতকরা হিসাবে অভিযানের প্রবৃদ্ধি ৩১ শতাংশ এবং গ্রেপ্তারের প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশ ।

কোন খাতে বেশি অভিযান?

অবৈধ কর্মসংস্থানবিরোধী অভিযানে রেষ্টোরাঁ, টেকঅ্যাওয়ে ও ক্যাফে খাত ছিল উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য । ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে এই খাতে ২ হাজার ১৯৫টি অভিযান পরিচালিত হয়, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩১ শতাংশ বেশি । এসব অভিযানে ১ হাজার ৫৮৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় ।

বিউটি ইন্ডাস্ট্রি য়ার মধ্যে নেইল বার, ট্যানিং সেলুন ও নাপিতের দোকান অন্তর্ভুক্ত সেখানেও অভিযান বেড়েছে । এ খাতে ১ হাজার ৪১টি অভিযান চালানো হয় এবং ৬৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় । আগের বছরের তুলনায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়েছে ৫৪ শতাংশ ।

গুদামজাতকরণ, পণ্য বিতরণ ও ডেলিভারি পরিষেবা খাতে পরিস্থিতি আরও উল্লেখযোগ্য ।

এই খাতে ৬৩৫টি অভিযান পরিচালনা করে ৬৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । হোম অফিসের হিসাবে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় অভিযানের সংখ্যা বেড়েছে ১৪৭ শতাংশ এবং গ্রেপ্তার বেড়েছে ৭০ শতাংশ ।

নির্মাণ খাতেও অভিযান বৃদ্ধি পেয়েছে । এ খাতে ২৬৮টি অভিযান চালানো হয়, যা আগের বছরের তুলনায় ১৫০ শতাংশ বেশি । গ্রেপ্তার করা হয় ৩৩১ জনকে ।

লন্ডনে সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তার

অঞ্চলভিত্তিক পরিসংখ্যানে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযানের ধরন ও গ্রেপ্তারের সংখ্যায় পার্থক্য দেখা গেছে । ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে ইংল্যান্ডে মোট ৬ হাজার ১২৪টি অভিযান চালানো হয় এবং ৪ হাজার ১৪৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় ।

লন্ডনে ১ হাজার ৮১৪টি অভিযান পরিচালিত হয়, যা ইংল্যান্ডের অঞ্চলগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ । এ সময় রাজধানীতে ১ হাজার ২৫৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় । গত বছরের একই সময়ের তুলনায় লন্ডনে অভিযানের সংখ্যা বেড়েছে ৪৪ শতাংশ এবং গ্রেপ্তার বেড়েছে ৩২ শতাংশ । ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান বেড়েছে ৬১ শতাংশ । সেখানে ৮৯৫টি অভিযানে ৬৯৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসে ৮৮৪টি অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৭০১ জন ।

অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডে ২১৬টি অভিযান চালানো হয় এবং ৯১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় । আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এ অঞ্চলে অভিযানের সংখ্যা ২ শতাংশ কমেছে এবং গ্রেপ্তার কমেছে ২০ শতাংশ । স্কটল্যান্ডে গ্রেপ্তার কমেছে ৫ শতাংশ এবং ওয়েলসে কমেছে ২ শতাংশ ।

নিয়োগদাতাদের ওপর ৭৪ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি জরিমানা :

হোম অফিস জানিয়েছে, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত অবৈধভাবে কর্মী নিয়োগের অভিযোগে ১ হাজার ২০০টির বেশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে দেওয়ানি জরিমানা করা হয়েছে । এসব জরিমানার মোট আর্থিক মূল্য ৭৪ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি ।

এ সময় ১০টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বন্ধের নোটিশ জারি করা হয়েছে ।

আইন অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগদাতাদের কর্মীর কাজ করার বৈধ অধিকার যাচাই করতে হয় । এই যাচাই যথাযথভাবে না করলে নিয়োগদাতা আর্থিক জরিমানা ও অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থার মুখে পড়তে পারেন ।

অভিবাসন আটক কেন্দ্রে কতজন?

হোম অফিসের ২৭ আগস্ট প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুনের শেষে যুক্তরাজ্যে অভিবাসন আইনের ক্ষমতাবলে আটক ছিলেন ২ হাজার ১৫২ জন । এই সংখ্যা ২০২৫ সালের ৩০ জুনের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি এবং জুন ২০১৮-এর পর সর্বোচ্চ ।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত এক বছরে মোট ২২ হাজার ৩৭ জন অভিবাসন আটকপ্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছেন । আগের বছরের তুলনায় এই সংখ্যা ২ শতাংশ বেশি ।

হোম অফিসের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত দুই বছরে অবৈধ কর্মসংস্থানবিরোধী অভিযানে ১৭ হাজার ১১৪টি গ্রেপ্তারের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে । আগের দুই বছরের তুলনায় এ সংখ্যা ১২২ শতাংশ বেশি । একই সময়ে এ ধরনের অভিযান পরিচালিত হয়েছে প্রায় ২৪ হাজার ৭৯৩টি ।

এই পরিসংখ্যান সরকারের আইন প্রয়োগের কার্যক্রম বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয় । তবে যুক্তরাজ্যে অনিয়মিত অভিবাসীর মোট সংখ্যা, আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা, সীমান্তে শনাক্ত হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা এবং অবৈধভাবে কাজের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা একসঙ্গে মিশিয়ে দেখলে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে ।

যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিউহ্যাম কাউন্সিল :

নিউহ্যাম ইন্ডিপেনডেন্টস গা্ঠীার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয় । কাউন্সিলের সভায় প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেন লেবার, গ্রিন এবং নিউহ্যাম ইন্ডিপেনডেন্টস গা্ঠীার কাউন্সিলররা । প্রস্তাবটির মূল কথা হলো, আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক না হলে কাউন্সিলের কর্মী, ভবন, সরঞ্জাম কিংবা অন্যান্য সম্পদ হোম অফিসের অভিবাসন অভিযান পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা যাবে না । কাউন্সিলের কর্মীদেরও অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা করা উচিত নয় বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।

এর অর্থ এই নয় যে নিউহ্যাম কাউন্সিল যুক্তরাজ্যের সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছে । বরং অভিবাসন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের ভূমিকা আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে সীমিত রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । কোনো নির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ বা সহযোগিতার অনুরোধ এলে তা আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক কি না, সেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ।

কেন এই উদ্যোগ?

প্রস্তাবটির সমর্থকদের যুক্তি, অভিবাসন অভিযান নিয়ে আতঙ্ক বা অনিশ্চয়তা থাকলে কিছু মানুষ স্থানীয় সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করতে ভয় পেতে পারেন । বিশেষ করে যারা শোষণ, পারিবারিক সহিংসতা, আবাসনসংকট কিংবা অন্যান্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন, তারা প্রয়োজনীয় সাহায্য চাইতে পিছিয়ে যেতে পারেন ।

কাউন্সিলের সম্পদ ও পরিষেবা যেন স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা, কল্যাণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়, সেটিই প্রস্তাবটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । সমর্থকদের মতে, মানুষ যেন স্বাস্থ্য, সামাজিক সহায়তা, আবাসনসংক্রান্ত পরামর্শ বা অন্যান্য স্থানীয় পরিষেবা নিতে গিয়ে অযথা অভিবাসন-সংক্রান্ত ভয়ের মুখে না পড়েন, তা নিশ্চিত করা জরুরি ।

নিউহ্যাম লন্ডনের একটি বহুজাতিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকা । এখানে বাংলাদেশীদের একটি বিরাট অংশসহ বিভিন্ন দেশের মানুষ বসবাস করেন । শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের সহায়তা এবং স্থানীয় সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি কাউন্সিলের নীতিতেও গুরুত্ব পেয়েছে ।

নীতিমালা ও তথ্য আদান-প্রদান পর্যালোচনা

এ সিদ্ধান্তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, কাউন্সিলের নীতিমালা, চুক্তি, কার্যপদ্ধতি এবং হোম অফিসের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থাগুলো পর্যালোচনার উদ্যোগ । ৬ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রস্তাবটির আওতায় কোথায় এবং কীভাবে

কাউন্সিলের পরিষেবা অভিবাসন প্রয়োগের কাজে সহায়তা করতে পারে, তা চিহ্নিত করার পরিকল্পনা রয়েছে ।

কাউন্সিল হোম অফিসের কাছ থেকে অভিবাসন-সংক্রান্ত অনুরোধ পেলে কীভাবে সাড়া দেবে, সে বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রটোকল তৈরির কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে । কোন সহযোগিতা আইনত বাধ্যতামূলক, কোন তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব এবং কোথায় কাউন্সিলের ভূমিকা সীমিত রাখা যায় এসব বিষয় পর্যালোচনার আওতায় আসতে পারে ।

এ ছাড়া শরণার্থী ও অভিবাসী সহায়তাকারী সংগঠন, আইন সহায়তা কেন্দ্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন এবং স্থানীয় কমিউনিটি সংগঠনগুলোর সঙ্গে কাজ করার পরিকল্পনাও রয়েছে । অভিবাসন কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হলে বাসিন্দারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সহজে তথ্য পেতে পারেন, সে ব্যবস্থাও গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে ।

বাংলাদেশে নতুন জঙ্গি দলের আত্মপ্রকাশ

তাদের বিরুদ্ধে খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উগ্রবাদী তৎপরতায় সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে ।”

তবে বাংলাদেশ সরকার সব ধরনের জঙ্গিবাদী কার্যকলাপ কঠোর হাতে বন্ধ করার বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ‘এ ধরনের উগ্রবাদী তৎপরতার বিষয়ে আমাদের জিরো টলারেন্স রয়েছে ।’

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাজধানী ঢাকার তেজগাঁও কলেজের একটি মসজিদ থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার সন্দেহে ২৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার জুমার নামাজের পর মসজিদে গোপন বৈঠক করার সময় তাদের আটক করা হয় । ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মসজিদে পুলিশের এই সফল অভিযানের কথা সাংবাদিকদের জানান । তেজগাঁওয়ের এই জঙ্গিবাদীদের গ্রেপ্তারের ঘটনায় ফের সামনে এলো বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী কার্যকলাপ । জাতিসংঘের তরফে অবশ্য আগেই আল-কায়েদাসহ বিভিন্ন জঙ্গিবাদী নেতওয়ার্কের বিষয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোকে সতর্ক করা হয় । পুলিশ জানিয়েছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তেজগাঁওয়ের মসজিদটিতে তাদের কথিত বৈঠক চলাকালে আটক করা হয় ।

ভূমধ্যসাগর থেকে ৪৬ বাংলাদেশি উদ্ধার

জানতে গত ১১ অক্টোবর সেখানে যান দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত গৌতম কুমার দে এবং শ্রম উইংয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা । এ সময় তাঁরা স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশিদের সঙ্গে কথা বলেন ।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের বক্তব্য অনুযায়ী, গত ১৪ সেপ্টেম্বর লিবিয়ার তবরুক বন্দর থেকে গ্রিসের উদ্দেশ্যে একটি রাবারের নৌকায় যাত্রা শুরু করেন মোট ৫৪ জন ।

তাদের মধ্যে ৪৬ জন বাংলাদেশি, সাতজন সুদানি এবং একজন মিসরের নাগরিক ছিলেন । যাত্রা শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নৌকাটি ভয়াবহ ঝড়ের মুখে পড়ে । প্রায় এক রাত ও এক দিন চলার পর নৌকাটি দিক হারিয়ে ফেলে । এরপর কয়েক দিন ধরে সাগরে ভাসতে থাকেন যাত্রীরা ।

উত্তাল ঢেউয়ের কারণে নৌকার ভেতরে পানি ঢুকতে শুরু করে । একই সঙ্গে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয় । শেষ পর্যন্ত গত ১৯ সেপ্টেম্বর একটি বাণিজ্যিক জাহাজ তাঁদের বিপৎসংকেতে সাড়া দেয় ।

উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশিদের অভিযোগ, ইউরোপে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে দালালচক্র তাঁদের কাছ থেকে জনপ্রতি প্রায় সাত লাখ থেকে ৪৬ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়েছে । তাঁদের অনেককে লিবিয়ার তথাকথিত ‘গেমঘর’-এ ১৫ দিন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৯ মাস পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল ।

বাংলাদেশিদের দেশে ফেরাতে দূতাবাসের উদ্যোগ

দূতাবাসের ওই কর্মকর্তা আরো জানান, উদ্ধারের পর থেকে স্থানীয় পুলিশ, কারা কর্তৃপক্ষ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি, ইমিগ্রেশন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মিশরীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে বাংলাদেশ দূতাবাস । উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশিদের প্রয়োজনীয় কনসুলার সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে ।

সুলতান মোহাম্মদ মনসুরকে গ্রেপ্তার

গ্রেপ্তার না দেখানোর আবেদন জানান । উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেন ।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হামলা, গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত । মামলার বাদী বিএনপিকর্মী মুশফিকুর রহমান আবিরের অভিযোগ, ২০২২ সালের ৪ ডিসেম্বর রাজধানীর কলাবাগান এলাকার লেক সার্কাসের কাছে তাঁকে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে মারধর করা হয় । পরে তাঁকে হাজারীবাগের একটি ট্যানারি গুদামে আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি করা হয় । এজাহার অনুযায়ী, তাঁর পরিবারের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা নেওয়ার পর ৫ ডিসেম্বর সকালে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় । অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ৭ ডিসেম্বর নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় আবির গুলিবিদ্ধ হন । পরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন ।

মামলার অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী সময়ে তাঁর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে । এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৯৮ জনকে আসামি করা হয় । এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১০০ থেকে ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে ।

মামলার নথি অনুযায়ী, মুশফিকুর রহমান আবির ২০২৫ সালের ১৯ আগস্ট ঢাকার আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন । পরে আদালতের নির্দেশে পল্টন থানা পুলিশ ১২ সেপ্টেম্বর মামলাটি এজাহার হিসেবে গ্রহণ করে । তদন্তের অংশ হিসেবে পুলিশ সুলতান মোহাম্মদ মনসুরকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে ।

তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনে বলা হয়, মামলার সূত্ৰ তদন্তের স্বার্থে তাঁকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো প্রয়োজন । আদালত শুনানি শেষে সেই আবেদন মঞ্জুর করেন । তবে মামলায় নাম থাকা বা গ্রেপ্তার দেখানো নিজে থেকে কারও অপরাধ প্রমাণ করে না; অভিযোগের সত্যতা বিচারিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হবে ।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে কারাগার থেকে

পরিকল্পনা আবারও পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হচ্ছে । একই সময়ে বেতন ও অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে ধর্মঘটের বিষয়ে ভোটাভূটির প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রবেশন কর্মকর্তারা ।

এর আগে গত ১ অক্টোবর কর্মসূচির প্রথম ধাপে প্রায় ৭০০ বন্দিকে নির্ধারিত সময়ের আগেই মুক্তি দেওয়া হয় । তাঁদের প্রত্যেকের কারাদণ্ডের মেয়াদ ছিল ১৯ মাসের কম । দ্বিতীয় ধাপে তুলনামূলক দীর্ঘমেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের আগাম মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে । পরিকল্পনা অনুযায়ী, কর্মসূচির শেষ পর্যায়ে আগামী বছরের জুন মাসে ১২ বছরের বেশি মেয়াদের সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদেরও মুক্তি দেওয়া হবে ।

প্রাথমিকভাবে এ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৬ হাজার বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল সরকার । তবে মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপে ধর্মণ এবং শিশুদের বিরুদ্ধে গুরুতর যৌন অপরাধে

দণ্ডিতদের এ তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে । ফলে সম্ভাব্য মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা কমে প্রায় ৫ হাজারে দাঁড়িয়েছে ।

এ ছাড়া অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের দায়ে সাজাপ্রাপ্তরাও এ কর্মসূচির আওতায় থাকছেন না । ফলে ২০১৯ সালে দাযত্িত পালনকালে নিহত পুলিশ কনস্টেবল অ্যান্ড্রু হার্পারের হত্যাকাণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা এ কর্মসূচির আওতায় মুক্তির সুযোগ পাবেন না ।

শিশুদের যৌন শোষণের উদ্দেশ্যে প্রলুদ্ধকারী চক্রের সদস্য এবং গুরুতর যৌন নিপীড়নের মতো অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরাও এ কর্মসূচির আওতায় মুক্তি পাবেন না ।

তবে সরকারের এ আগাম মুক্তিদান কর্মসূচি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভুক্তভোগীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন । বন্দিদের আগাম মুক্তির ফলে ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তা এবং জনসাধারণের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে তাদের উদ্বেগ রয়েছে ।

নিউইয়র্কে বিমানবন্দরে ড. ইউনুস

ঘটে । এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে হেনস্তাকারীদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, এক ব্যক্তির সহায়তায় হুইলচেয়ারে করে বিমানবন্দর ত্যাগ করছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস । বের হওয়ার সময় তাকে লক্ষ্য করে কয়েকজন মিলে নানা কটাক্ষ করতে থাকেন । ভিডিওতে ওই সকল ব্যক্তিকে উচ্চস্বরে বিভিন্ন মন্তব্য করতে শোনা যায় । পাশ থেকে আরেকজনকে বলতে শোনা যায়, ‘ইউনুস ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন । ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন ভয়ে আবার । সারা বাংলাদেশটা শেষ করে দিয়েছেন ।’ পরে নিরাপত্তাকর্মীরা সেখান থেকে ড. ইউনুসকে দ্রুত নিয়ে যান । এ সময় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সাবেক এসডিজি-বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোশ্বিদকেও দেখা যায় ।

এ ঘটনায় যৌথ বিবৃতি দিয়ে নিন্দা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা । এছাড়া বাংলাদেশ যৌথ বিবৃতি দিয়ে ইসলামী এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষ থেকেও নিন্দা জানানো হয় । এছাড়া গতকাল বিকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিন্দা জানানো হয় । বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে হেনস্তার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সরকার । পাশাপাশি এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে । পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির সাংবাদিকদের বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে ।মানচিত্র দেখুন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক সমপ্রদায়ের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত একজন ব্যক্তির সঙ্গে এ ধরনের আচরণের নিন্দা জানায় বাংলাদেশ সরকার । এতে আরও বলা হয়, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা ভবিষ্যতে দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে এ ধরনের অসদাচরণ থেকে বিরত থাকবেন বলে সরকার আশা করে ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের মিশনকে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করতে বলেছে । একই সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে । এ ধরনের ঘটনায় বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় ।

বিশ্বের শীর্ষ উদ্ভাবনী দেশগুলোর

২০১১ সাল থেকে টানা প্রথম স্থানে রয়েছে দেশটি । তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সুইডেন । সামগ্রিকভাবে আমেরিকা তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে, যা ২০২৩ থেকে একই রয়েছে । চতুর্থ স্থানে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া এবং পঞ্চম স্থানে সিঙ্গাপুর । এরপর শীর্ষ দশে থাকা অন্য দেশগুলো যথাক্রমে যুক্তরাজ্য (ষষ্ঠ), নেদারল্যান্ডস (সপ্তম), ফিনল্যান্ড (অষ্টম), ডেনমার্ক (নবম) এবং চীন (দশম) । একাদশ থেকে পঞ্চদশ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে জার্মানি (১১তম), জাপান (১২তম), ফ্রান্স (১৩তম), হংকং (১৪তম) এবং কানাডা (১৫তম) । আমেরিকা সামগ্রিক তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকলেও গভীর পর্যালোচনায় দেখা যায়, ট্রাম্প দায়িত্ব নেয়ার পর দেশটির অভ্যন্তরীণ কিছু সূচকে অবনতি হয়েছে । বিশেষ করে তালিকায় চতুর্থ স্থানে থাকা দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার উদ্ভাবনী ব্যবধান কমে এসেছে । তাছাড়া ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, আইনি ও পরিচালনগত ঝুঁকি মাপার সূচকে আমেরিকা গত বছর ছিল ২৩তম অবস্থানে, যা এ বছর নেমে ৩৬তম অবস্থানে পৌঁছেছে । উন্নত প্রযুক্তি ও গবেষণার লড়াইয়েও আমেরিকা কঠোর প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে । প্রযুক্তির বিকাশ সংক্রান্ত ‘ডিপ-সাল্যেঙ্গ’ স্টার্টআপের ক্ষেত্রে ১২ হাজার ৭৫২টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমেরিকা এখনো শীর্ষে থাকলেও চীন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে । ২০২৫ সালে চীনের ডিপ-সাল্যেঙ্গ স্টার্টআপের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৪৬৬টিতে, যা গত পাঁচ বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি । চীনের এই ধারাবাহিক অগ্রগতি আমেরিকার নীতিনির্ধারকদের নতুন করে উদ্বেগে ফেলেছে । এদিকে উদ্ভাবন তালিকায় বড় ধরনের অগ্রগতি দেখিয়েছে সৌদি আরব । ব্যাপক প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক সংস্কার, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং লাল ফিতার দৌরাভ্যু কমানোর ফলে ২০১৯ সালে দেশটির অবস্থান যেখানে ছিল ৬৮তম, ২০২৬ সালে তা লাফিয়ে ৪২তম অবস্থানে উঠে এসেছে । একই সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সূচকে দেশটি ১০৪তম অবস্থান থেকে ২৫তম স্থানে পৌঁছেছে ।



সৌদিতে হুতিদের মুহূর্মুহ্ হামলা

মেয়াদ শেষের দিকে থাকা প্রবাসী কর্মীরা ।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এক বার্তায় জানায়, বাতিল বা স্থগিত হওয়া ১০০টি ফ্লাইটের মধ্যে ৪১টি সরাসরি এবং ৫৯টি ট্রানজিট ফ্লাইট ।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশি প্রবাসী, ছুটিতে দেশে আসার অপেক্ষায় থাকা শ্রমিক, নতুন চাকরিতে যোগ দিতে যাওয়া কর্মী এবং ওমরাহ পালন করতে যাওয়া যাত্রীরা । বিমানবন্দরে আটকে পড়া যাত্রীদের পাশাপাশি দেশে থাকা তাঁদের স্বজনদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা । তবে সৌদি আরবের সব বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে যায়নি এবং বাংলাদেশের সঙ্গে সব ফ্লাইটও স্থগিত হয়নি । বর্তমানে মূল সংকট রিয়াদকেন্দ্রিক বিমান চলাচলের বিঘ্ন এবং নিরাপত্তারুঁকির কারণে বিভিন্ন রুটে ফ্লাইট বাতিল বা পুনর্নির্ধারণ ।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হুতি বিদ্রোহীদের হামলায় সৌদি আরবের বিভিন্ন বিমানবন্দরের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে । এ কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি ও ট্রানজিট রুটে চলাচলকারী বিভিন্ন এয়ারলাইনসের ৮৬টি ফ্লাইটে প্রভাব পড়েছে । এর মধ্যে কিছু ফ্লাইট বাতিল ও কিছু স্থগিত হয়েছে ।

এগুলোর মধ্যে রয়েছে সৌদি আরবের সঙ্গে সরাসরি চলাচলকারী ফ্লাইট ৩৬টি এবং ট্রানজিট ফ্লাইট ৫০টি । এখন পর্যন্ত ১৩ হাজার ৪৯০ জন যাত্রীর ভোগান্তি শিকার হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে ।

রুধবার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) তথ্য অনুযায়ী, সরাসরি ফ্লাইটের মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ১৪টি, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ১০টি, সৌদিয়া এয়ারলাইনসের ৫টি ও রিয়াদ এয়ারের ৭টি ফ্লাইট চলাচলে প্রভাব পড়েছে ।

দুই বাংলাদেশি নিহত

সংকটের সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক হলো, সৌদি আরবের রিয়াদে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলায় দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন । আহত হয়েছেন আরও ২৭ বাংলাদেশি । সৌদি আরবে বাংলাদেশের দূতাবাসের শ্রমকল্যাণ উইংয়ের তথ্যের ভিত্তিতে ১৩ অক্টোবর প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ হিসাব জানানো হয় । আহতদের মধ্যে ১১ জন সৌদি আরবে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিক এবং ১৬ জন ওমরাহ পালন করতে যাওয়া যাত্রী ছিলেন । আহতদের মধ্যে একজন ওমরাহযাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয় ।

হামলায় নিহতদের মধ্যে ছিলেন মো. শহীদ আহমেদ ও মো. নসরুল্লাহ বদরপুরী । তাঁদের মৃত্যু প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবারগুলোর মধ্যে শোকের ছায়া ফেলেছে । আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে । বাংলাদেশের দূতাবাস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁদের চিকিৎসার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ।

প্রাথমিক সংবাদে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিয়ে কিছু পার্থক্য দেখা গেছে । হামলার পরপর প্রকাশিত প্রতিবেদনে ১২ জন নিহত হওয়ার তথ্য এলেও পরবর্তী প্রতিবেদনে নিহতের সংখ্যা ১৩ বলা হয়েছে । একইভাবে আহতের সংখ্যাও প্রাথমিক প্রতিবেদনে ৩০০-এর বেশি এবং পরবর্তী হিসাবে ৩০৮ বা ৩০৯ উল্লেখ করা হয়েছে ।

৮৬টি ফ্লাইট বাতিল বা স্থগিত

হামলার প্রভাব শুধু সৌদি আরবে অবস্থানরত যাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; বাংলাদেশের বিমান চলাচল ব্যবস্থাতেও এর বড় প্রভাব পড়েছে । ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তথ্য অনুযায়ী, ১৩ অক্টোবর রাত পর্যন্ত সৌদি আরবগামী ও সংশ্লিষ্ট রুটের মোট ৮২টি ফ্লাইট বাতিল বা স্থগিত হয়েছিল । এর মধ্যে ৩২টি সরাসরি ফ্লাইট এবং ৫০টি ট্রানজিট ফ্লাইট ছিল ।

বাতিল বা স্থগিত হওয়া সরাসরি ফ্লাইটগুলোর মধ্যে ছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস, সৌদি আরবের সৌদিয়া এবং রিয়াদ এয়ার পরিচালিত ফ্লাইট । ট্রানজিট ফ্লাইটের ক্ষেত্রে ইভিগো, এমিরেটস, কাতার এয়ারওয়েজ, ফ্লাইদুবাই, সালামএয়ার ও ইজিপ্টএয়ারের মতো আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়েছে ।

এর আগে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত ৫১টি ফ্লাইট বাতিল বা বিঘ্নিত হওয়ার তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল । তখন বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের হিসাবে ৫ হাজার ৪১৮ জন যাত্রী প্রভাবিত হয়েছিলেন । পরবর্তী সময়ে ফ্লাইট বাতিল ও স্থগিতের সংখ্যা বেড়েছে । ফলে যাত্রীদের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে এবং পুরোনো পরিসংখ্যানের সঙ্গে নতুন হিসাবের পার্থক্য তৈরি হয়েছে ।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ৮২টি ফ্লাইট বাতিল বা স্থগিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে ৮২টি ফ্লাইটই কেবল সরাসরি বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে যাওয়ার কথা ছিল । এ হিসাবের মধ্যে সরাসরি ও ট্রানজিটদুই ধরনের ফ্লাইট রয়েছে । বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংযোগকারী ফ্লাইটের সূচি পরিবর্তন হওয়ায় অনেক যাত্রীর পুরো ভ্রমণ পরিকল্পনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ।

১৭ অক্টোবর পর্যন্ত বিমান বাংলাদেশের ফ্লাইট স্থগিত

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ১৩ অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা-রিয়াদ ও ঢাকা-দাম্মাম রুটের ফ্লাইট ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে । পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত ও সংশোধিত সময়সূচি যাত্রীদের জানানো হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি ।

জরুরি প্রয়োজনে সৌদি আরবে যাতায়াত করতে ইচ্ছুক যাত্রীদের জন্য জেদ্দা ও মদিনা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারের বিকল্পের কথা উল্লেখ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস । তবে বিকল্প বিমানবন্দর দিয়ে ভ্রমণের আগে টিকিট, সংযোগকারী ফ্লাইট, সৌদি আরবে প্রবেশের অনুমতি এবং সংশ্লিষ্ট রুটের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিশ্চিত করা জরুরি ।

অন্যদিকে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস ঢাকা-রিয়াদ-ঢাকা রুটের ফ্লাইট ২১ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে । এসব সিদ্ধান্তের কারণে যাঁদের টিকিট কাটা রয়েছে, তাঁদের নির্ধারিত তারিখে বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনসের কাছ থেকে ফ্লাইটের সর্বশেষ অবস্থা জেনে নিতে হবে ।

প্রবাসীদের মধ্যে কেন বাড়ছে উদ্বেগ?

সৌদি আরব বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শ্রমবাজার । বিভিন্ন প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেশটিতে প্রায় ৩৫ লাখ বাংলাদেশির বসবাস ও কাজ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তাঁদের বড় একটি অংশ নির্মাণ, পরিচ্ছন্নতা, পরিবহন, গৃহকর্ম, হোটেল-রেস্তোরাঁ, শিল্পকারখানা ও অন্যান্য সেবা খাতে কাজ করেন । প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি নতুন কর্মসংস্থানের জন্য সৌদি আরবে যান । পাশাপাশি ওমরাহ ও হজ পালনের জন্যও নিয়মিত যাতায়াত করেন বাংলাদেশিরা ।

এ কারণে বিমান চলাচলে দীর্ঘস্থায়ী বিঘ্ন ঘটলে তার প্রভাব শুধু যাত্রী পরিবহনে সীমাবদ্ধ থাকে না । নতুন কর্মীদের কাজে যোগদানের সময় পিছিয়ে যেতে পারে, নিয়োগকর্তার সঙ্গে চুক্তি বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং ছুটিতে দেশে আসা শ্রমিকদের পুনরায় কর্মস্থলে ফেরার সমস্যা অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে । যাঁদের ভিসা, চাকরিতে যোগদানের তারিখ বা আবাসনসংক্রান্ত সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে, তাঁদের জন্য এই বিলম্ব বিশেষ উদ্বেগের কারণ ।

অন্যদিকে সৌদি আরবে কর্মরত কেউ অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরতে চাইলে কিংবা পারিবারিক

জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশে আসার প্রয়োজন হলে ফ্লাইট বাতিলের কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন । একইভাবে দেশে থাকা পরিবারের সদস্যরা প্রবাসী স্বজনের নিরাপত্তা ও যাত্রার খবর না পাওয়া পর্যন্ত উৎকণ্ঠায় থাকতে পারেন ।

তবে আতঙ্কের মাত্রা নিয়ে সবার অভিজ্ঞতা এক নয় । সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদনে রিয়াদে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে উদ্বেগের কথা উঠে এসেছে । আবার একজন প্রবাসীর বক্তব্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তনের কথা বলা হলেও পুরো বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছেউদ্‌মন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো নির্ভরযোগ্য জরিপ বা সামগ্রিক তথ্য পাওয়া যায়নি । তাই পরিস্থিতিকে নিরাপত্তা-উদ্বেগ ও ভ্রমণ অনিশ্চয়তার সংকট হিসেবে বর্ণনা করা অধিক তথ্যনির্ভর ।

ওমরাহযাত্রীদের দুর্ভোগ

এই সংকটে বিশেষভাবে বিপাকে পড়েছেন ওমরাহযাত্রীরা । অনেক যাত্রী সরাসরি জেদ্দায় না গিয়ে রিয়াদসহ অন্য কোনো বিমানবন্দর হয়ে সংযোগকারী ফ্লাইটে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করেন । রিয়াদ বিমানবন্দরে কার্যক্রম বন্ধ বা সীমিত হলে তাঁদের পরবর্তী ফ্লাইটও হাতছাড়া হতে পারে । এতে অতিরিক্ত হোটেল খরচ, নতুন টিকিট, খাবার ও স্থানীয় যাতায়াতের ব্যয় তৈরি হতে পারে । রিয়াদ বিমানবন্দরে আটকে পড়া বাংলাদেশি যাত্রীদের সহায়তায় দূতাবাস ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কাজ করছে বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে । কিছু যাত্রীকে হোটেল ও বিকল্প আবাসনে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে । তবে সব যাত্রীর জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছেউদ্‌মন দাবি করার সুযোগ নেই । যাত্রীদের নিজ নিজ এয়ারলাইনস, ট্রাভেল এজেন্সি ও দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে ।

হুতি হামলার পেছনে আঞ্চলিক সংঘাত

ইয়েমেনভিত্তিক হুতি আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে দেশটির গৃহযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ । সৌদি আরব ও হুতিদের মধ্যে সংঘাতের ইতিহাসও দীর্ঘ । সাম্প্রতিক হামলাগুলো এমন এক সময়ে ঘটেছে, যখন আঞ্চলিক সংঘাত আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করার ঝুঁকি বেড়েছে ।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হুতিরা রিয়াদ বিমানবন্দর ছাড়াও সৌদি আরবের জ্বালানি অবকাঠামো ও অন্যান্য স্থাপনায় হামলার দাবি করেছে । ১৪ অক্টোবর প্রকাশিত রয়টার্সের প্রতিবেদনে সৌদি বিমানবন্দর ও তেল স্থাপনায় আরও হামলার হুমকির কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তবে কোনো হামলার দায় স্বীকার, হামলার লক্ষ্য এবং প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ও স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন আলাদা করে দেখা প্রয়োজন ।

বেসামরিক বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল, কর্মসংস্থান, পর্যটন ও জরুরি পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো । এসব স্থানে হামলা হলে প্রাণহানির ঝুঁকির পাশাপাশি বিমান চলাচলের নিরাপত্তা, আকাশসীমা ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিবহন ক্ষতিগ্রস্ত হয় । বাংলাদেশের মতো শ্রম অভিবাসননির্ভর দেশের জন্য এর প্রভাব আরও গভীর হতে পারে ।

ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার শঙ্কা, চাকরি হারানোর ভয়

বিমান চলাচলে এই বিঘ্নের সবচেয়ে বড় চাপ পড়েছে নতুন কর্মসংস্থানের জন্য সৌদি আরব যেতে প্রস্তুত বাংলাদেশি শ্রমিকদের ওপর । তাঁদের অনেকের ভিসা, নিয়োগপত্র ও কাজে যোগদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে । নির্ধারিত সময়ে পৌঁছাতে না পারলে চাকরিতে যোগদান নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে ।

রিদয় আহমেদ নামের এক কর্মীর দাম্মামে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ফ্লাইট বিঘ্নিত হওয়ায় তিনি অনিশ্চয়তায় পড়েন । তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ১৭ অক্টোবর । বিমানবন্দরে তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের কার্যালয়ে গিয়ে পরবর্তী করণীয় জানার চেষ্টা করছিলেন । একই প্রতিবেদনে মোহাম্মদ নাসির নামের আরেক কর্মীর কথা বলা হয়, যাঁর ভিসার মেয়াদ ২০ অক্টোবর শেষ হওয়ার কথা ছিল ।

এ ধরনের ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে, ফ্লাইট বাতিলের প্রভাব কেবল কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের ভ্রমণ বিলম্ব নয় । যাঁদের হাতে সীমিত অর্থ রয়েছে এবং যাঁরা ধারদেনা করে বিদেশে চাকরির ব্যবস্থা করেছেন, তাঁদের জন্য কয়েক দিনের অনিশ্চয়তাও বড় আর্থিক ও পারিবারিক সংকটে পরিণত হতে পারে ।

হুতি হামলার নেপথ্যে?

ইয়েমেনভিত্তিক হুতি আন্দোলন দেশটির দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের একটি প্রধান পক্ষ । সৌদি আরব ২০১৫ সালে ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে সমর্থন দিতে সামরিক হস্তক্ষেপ শুরু করেছিল । এরপর দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত ও পাল্টাপাল্টি হামলা চলছে । ২০২২ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় একটি যুদ্ধবিরতি পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল করেছিল, যদিও তা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি ।

রয়টার্সের ১৪ অক্টোবরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হুতিরা সৌদি আরবের বিমানবন্দর ও তেল স্থাপনায় হামলা চালিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে । গোষ্ঠীটি রিয়াদ ও ধাধরানের বিভিন্ন স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার দাবি করেছে । তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ইয়েমেনের সরকারি বাহিনীকে সৌদি আরবের সমর্থন এবং দেশটিতে সৌদি হামলার জবাব হিসেবেই এসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে । অন্যদিকে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটও হুতিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ।

হুতিদের দাবি এবং সৌদি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য আলাদা করে যাচাই করা জরুরি । কোনো নির্দিষ্ট স্থানে হামলার দায় স্বীকার করলেই তার সব বিবরণ স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হয়ে যায় না । তবে রিয়াদ বিমানবন্দরে প্রাণহানি এবং পরবর্তী ফ্লাইট বাতিলের ঘটনা যে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে বাস্তব প্রভাব ফেলেছে, তা একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলার নিন্দা জানিয়েছে । মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, বেসামরিক মানুষের জীবন বিপন্ন করা এবং বেসামরিক অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা গ্রহণযোগ্য নয় । একই সঙ্গে বাংলাদেশ সৌদি আরবের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে সংঘাত বন্ধ, বেসামরিক মানুষের সুরক্ষা এবং সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে সংকট সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে ।

রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাস সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নিহত ও আহত বাংলাদেশিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার উদ্যোগ নিয়েছে । এই তৎপরতার পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসা, নিহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং আটকে পড়া যাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করা এখন গুরুত্বপূর্ণ ।

আন্দোলনে উত্তাল দিল্লি

ও ক্ষমতাসীন বিজেপির বক্তব্য হলো, মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া নির্বাচনী তালিকা নির্ভুল করার অংশ । ফলে দিল্লির রাজপথের আন্দোলন এখন নির্বাচনব্যবস্থার স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার নিয়ে বৃহত্তর বিতর্কে পরিণত হয়েছে ।

আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভারতের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) । রয়টার্সের ১২ অক্টোবরের প্রতিবেদনে বলা

16 - 22 October 2026
BANGLA POST 17

হয়েছে, এই প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে ১৩ কোটির বেশি নাম বাদ পড়েছে । এর মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ মৃত ব্যক্তি, ৬ কোটি ৩০ লাখ স্থানান্তরিত ব্যক্তি এবং ৩ কোটি নামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে । বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকলে বৈধ ভোটাররাও বাদ পড়তে পারেন । বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং যাঁদের বাসস্থান বা পরিচয়সংক্রান্ত নথিপত্রে সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ভোটাধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সমালোচকেরা ।

তবে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মানেই সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি বৈধ ভোটার ছিলেন এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ নেই । একইভাবে, বাদ পড়া প্রত্যেক নামকে মৃত বা অযোগ্য ভোটারের নাম বলেও ধরে নেওয়া যায় না । নাম বাদ দেওয়ার কারণ, নোটিশ দেওয়ার নিয়ম, আপিলের সুযোগ এবং পুনরায় নিবন্ধনের ব্যবস্থা এসব বিষয় যাচাই করেই বিতর্কটির প্রকৃত ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা প্রয়োজন ।

নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে । কমিশনের বক্তব্য, ভুলবশত বাদ পড়া ভোটাররা পুনরায় নিবন্ধনের সুযোগ পাবেন । ক্ষমতাসীন বিজেপিও বিরোধীদের অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে সমালোচনা করেছে । সোমবার, ১২ অক্টোবর, দিল্লিতে হাজারো বিরোধী বিক্ষোভকারী সুপ্রিম কোর্টের দিকে মিছিল করেন । ভোটার তালিকা সংশোধন স্থগিত করা, বাদ পড়া নামের নিরীক্ষা এবং যথাযথ নোটিশ ও শুনানি ছাড়া কোনো ভোটারের নাম বাদ না দেওয়ার নিশ্চয়তা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন বিরোধী নেতারা ।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিছিলটি মধ্য দিল্লির প্রায় সাত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে । কথংস নেতা রাহুল গান্ধীসহ বিরোধী জোটের নেতারা এই উদ্যোগে যুক্ত ছিলেন । তবে ওই দিনের মিছিল কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলেও এর আগে সত্তাহত ব্যাপক ধরপাকড় ও নিরাপত্তা অভিযান চালানো হয়েছিল । আন্দোলনকারীদের দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অভিযোগ জানানোর কার্যকর সুযোগ দিতে হবে । তাঁদের মতে, ভোটার তালিকার নির্ভুলতা নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ ।

ব্রিটেনে একসঙ্গে পাঁচ সরকারি চাকরি

তবে কাশিম চৌধুরী সবগুলো অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, লন্ডনের সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে মামলার শুনানিতে কাশিম চৌধুরীর অসুস্থতার অভিনয় করার একটি ঘটনা উঠে আসে । ২০২৩ সালে যুক্তরাজ্যের হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সিতে কর্মরত অবস্থায় তিনি অসুস্থতাজনিত ছুটি চান । যা নিয়ে আলোচনার জন্য ভিডিও বৈঠকের আয়োজন করেন এজেন্সিটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আলিশা আডামস । অভিযোগ অনুযায়ী, ওই বৈঠকে কাশিমের মুখে সাদা মেকআপ ছিল । যাতে তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল । কিন্তু কথা বলার একপর্যায়ে কপালের মেকআপ খসে পড়তে শুরু করে । এতে নিচের প্রকৃত ত্বক দৃশ্যমান হয়ে ওঠে । এজেন্সিটি আদালতকে জানায়, সে সময় তিনি পাঁচটি পূর্ণকালীন চাকরির বেতন পাচ্ছিলেন । মামলার কৌসুলি লুিস অর্গান আদালতে বলেন, ভিডিও বৈঠকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে অসুস্থতার অভিনয় করতে অভিযুক্ত মুখে মেকআপ লাগিয়েছিলেন । তার ভাষ্য, ঘটনাটি অভিযুক্তের প্রতারণার বিষয়টি স্পষ্ট করে ।

আদালতে দেয়া অভিযোগে বলা হয়, করোনা মহামারির পর বাড়িতে যুক্তরাজ্যে বসে কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছিল । অভিযুক্ত কাশিম চৌধুরী সেই সুযোগ কাজে লাগান । এরপর শুরু হয় একের পর এক বাহানা । অসুস্থ মায়ের দেখাশোনা করার কারণ দেখিয়ে তিনি অফিসে বাড়ি থেকে কাজের সুযোগ চান । এরপর তাকে বাড়ি থেকে কাজ করার অনুমতিও দেয়া হয় । অভিযোগ অনুযায়ী, কাশিম চৌধুরীর টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, যুক্তরাজ্যের স্বরষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, খাদ্য ও গ্রামীণ বিষয়ক বিভাগ (ডেফরা), হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সি এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা বিভাগে একসঙ্গে চাকরি করতেন । চাকরির আবেদন করার সময় নিজের কর্মসংস্থান ও নিজের অবস্থার বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দিতেন । মামলার কৌসুলিদের দাবি, উদ্বেগ ও বিষণ্ণতাজনিত সমস্যার কারণে কয়েকটি চাকরিতে কাশিম চৌধুরীকে অসুস্থতাজনিত ছুটি দেয়া হয়েছিল । তবে তিনি সব অফিসে চিকিৎসকের ছুটির সনদ জমা দেননি । একপর্যায়ে একাধিক চাকরির কাজের চাপ সামলাতে হিমশিম খেতে শুরু করেন কাশিম । কাজের মধ্যে বিভিন্ন ভুল করতে শুরু করেন । এরপর তাকে নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয় । যেভাবে সামনে আসে অভিযোগ: যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ফুড ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে বিষয়টি শনাক্ত হয় । এরপর বিষয়টি ডেফরার নজরে আসে । বর্তমানে তার বিরুদ্ধে মামলার বিচার কার্যক্রম এখনো চলছে । এছাড়াও কাশিম চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মোট নয়টি অভিযোগ আনা হয়েছে । তবে তিনি সবগুলো অভিযোগ অস্বীকার করেছেন । অসংভাবে কাজ কিংবা অসং উদ্দেশ্যে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টার অভিযোগও নাকচ করেছেন তিনি ।

মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মহানবীকে নিয়ে কটূক্তিমূলক কথা লিখেছিলেন । অন্যদিকে, তার আইনজীবীদের দাবি, কথাগুলো তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বলেননি; বরং ভুলবশত তার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ।

কুমিল্লায় জামায়াতের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ

কার্যালয়ের সামনে তার গাড়ি ভাঙচুর করেন । এ সময় কার্যালয়ের ছাদে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে ।

জামায়াতের সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমানের কয়েকজন অনুসারী বলেন, কুমিল্লা মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমির এমদাদুল হক মামুনের নির্দেশেই এই হামলা হয়েছে বলে জানা গেছে । এ বিষয়ে তিনি কোনো কথা বলতে চাননি ক্যামেরার সামনে । জানা গেছে, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) ফোন করেন । সহ-সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন ও দাওয়াহ ও তথ্য সম্পাদক হোসেনসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে গাড়ি ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে ।

এ বিষয়ে জানতে সহ-সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিনকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি । দলীয় সূত্রের দাবি, রুধবার রাতেই নতুন কমিটি গঠনের ভোট গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল ।

এ নিয়ে চলমান বৈঠকে সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান তার অনুসারীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে । এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তার বিরোধী পক্ষের কয়েকজন কার্যালয়ে প্রবেশ করে গাড়ি ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোণ ঘটান বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে ।

এ বিষয়ে কুমিল্লা মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় । আমরা মিডিয়ায় ব্রিফিং দেব । আমাদের মিটিং চলছে ’ এ বিষয়ে জানতে সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমানকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি । কুমিল্লা কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তোহিদুল আনোয়ার বলেন, ‘ঘটনাটি আমি শুনেছি । সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ পাঠিয়েছি । এই মুহূর্তে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে । ভেতরে জামায়াতের উর্ধ্বতন নেতারা আছেন ।

^[1] বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এক বার্তায় জানায়, বাতিল বা স্থগিত হওয়া ১০০টি ফ্লাইটের মধ্যে ৪১টি সরাসরি এবং ৫৯টি ট্রানজিট ফ্লাইট

^[2] এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশি প্রবাসী, ছুটিতে দেশে আসার অপেক্ষায় থাকা শ্রমিক, নতুন চাকরিতে যোগ দিতে যাওয়া কর্মী এবং ওমরাহ পালন করতে যাওয়া যাত্রীরা

ইকামাতে দ্বীন ও রাষ্ট্রক্ষমতা: দেশ-কাল-পরিস্থিতিও বিবেচ্য

তোফায়েল মনসুর চৌধুরী

বাংলাদেশে ইকামাতে দ্বীন, রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন করে আলোচনা তৈরি হয়েছে। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি মুহাম্মদ আবদুল মালেকের একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই মূলত এ বিতর্কের সূচনা। তাঁর প্রতি সম্মান রেখেই বলা প্রয়োজন-কোনো আলেমের বক্তব্যের সমালোচনা করা আর তাঁকে অসম্মান করা এক বিষয় নয়। ইসলামী ঐতিহ্যে আলেমদের মর্যাদা যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁদের বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহ, ফিকহ ও ইতিহাসের আলোকে যাচাই করারও সুযোগ রয়েছে। ইকামাতে দ্বীন বলতে কী বোঝায়? আল্লাহ বলেন- **أَوْفَرَفَتِ الْوَنِيْدِلْ أَوْمِيْقَآ نَآ دِيَف** “তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।” -সূরা আশ-শুরা, ৪২:১৩ ইকামাতে দ্বীনকে শুধু ব্যক্তিগত নামাজ-রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি এটিকে শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের নামও বলা যায় না।

ইমাম তাবারি ‘ইকামাতুদ্দীন’-এর ব্যাখ্যায় দ্বীনের ওপর আমল ও তা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। ইমাম কুরতুবি এর মধ্যে তাওহিদ, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ, সংকাজ, সত্যবাদিতা, আমানত রক্ষা এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার মতো ব্যাপক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনে কাসিরও নবীদের অভিন্ন দ্বীন-আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর আনুগত্য-প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

তবে এখানে দেশ-কাল ও বাস্তবতার পার্থক্যটিও বিবেচনা করা জরুরি। নবী মুসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে কুরআন আমাদের দেখায়, তাঁকে ফেরাউনের কাছে গিয়ে সত্যের দাওয়াত দিতে হয়েছিল- **أَنَا الْوَقْفَ نَوُوعْرِفَ أَيَّتَافَ** “তোমরা ফেরাউনের কাঁছে যাও এবং বলো, আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসুল।” (সূরা আশ-শু‘আরা, ২৬:১৬)।

অর্থাৎ, যে সমাজে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না, সেখানে নবীকে বিদ্যমান ক্ষমতার মুখোমুখি হয়ে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলতে হয়েছে। পক্ষান্তরে, আজকের পৃথিবীতে এমন বহু দেশ রয়েছে যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ও জনজীবনে ইসলামী মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার ও শরিয়াহসম্মত নীতির প্রতিষ্ঠার প্রশ্নকে ইকামাতে দ্বীনের আলোচনার বাইরে সম্পূর্ণভাবে রাখা কতটা যুক্তিসঙ্গত-সেটি নতুন করে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বিশেষত কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আদর্শিক গোষ্ঠী নিজেদের দর্শন ও মূল্যবোধ রাষ্ট্রীয় নীতি ও জনজীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে কাজ করতে পারে, তাহলে ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তা ও ইসলামী

মূল্যবোধ রাষ্ট্র পরিচালনায় ভূমিকা রাখার প্রশ্নটিকে গুরুতেই ইকামাতে দ্বীনের অংশ নয় বলে বাদ দেওয়া একটি অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় যে ইকামাতে দ্বীন মানেই রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন। বরং রাষ্ট্রক্ষমতা হলো ইকামাতে দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ও সম্ভাব্য মাধ্যম-যার মাধ্যমে ন্যায়বিচার, আমানত, সামাজিক কল্যাণ, দুর্নীতিবিরোধিতা, ইসলামী নৈতিকতা এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। অতএব, ইকামাতে দ্বীন একটি ব্যাপক ধারণা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, নৈতিকতা, বিচার, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনও এর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হতে পারে। **রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্ক** কুরআনে বলা হয়েছে- **ضِرُّاَلْ يِفْ مُدَّانِئِم نِإْ نِيْدِلْ ؤَاكِرْلْ أَوْتَاَوْ ؤَالْبِرْلْ أَوْمِاقْأَ نِعْ أَوْمِنَوْ فَوْرَعْمَلَابْ أَوْرِمَوْ رَكْنِمِلْ** “তাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত

কেউ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধে যুক্ত হয়েছেন, কেউ ক্ষমতা থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন, কেউ শাসকের সঙ্গে থেকে নসিহত করেছেন, আবার কেউ বৃহত্তর ফিতনা এড়ানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

দেবে, সংকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।”

-সূরা আল-হজ, ২২:৪১

এ আয়াত দেখায় যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলামী দায়িত্ব পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ও মাধ্যম হতে পারে। তবে রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেই ইকামাতে দ্বীনের সম্পূর্ণ সংজ্ঞা নয়। ইমাম আল-মাওয়াদ্দি রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্বের মধ্যে দ্বীন সংরক্ষণ এবং দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন। আর ইমাম গাজ্জালি নাসিহাতুল মুলুক-এ শাসকের জন্য ন্যায়বিচার, জনকল্যাণ, আলেমদের সঙ্গে পরামর্শ, কর্মকর্তাদের তদারকি এবং জনগণের অধিকার রক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় ন্যায়বিচার ছিল শাসকের অন্যতম প্রধান গুণ।

অতীতের আলেমদের রাজনৈতিক অবস্থান একরকম ছিল না এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার-মুসলিম ইতিহাসের বড় বড় আলেমদের রাজনৈতিক অবস্থানও সব সময় এক ছিল না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) শাসকের অন্যায় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি উমাইয়া শাসক ইবন হুবাইরার বিচারকের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরবর্তী সময়ে আব্বাসীয় খলিফা আল-মানসুরের সময়ও তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিক সূত্রে আলোচনা রয়েছে। কিছু গবেষণায় তাঁকে আলিদ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল বা সমর্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে তাঁর অবস্থানকে আধুনিক অর্থে কোনো নির্দিষ্ট দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা ঠিক হবে না।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর ক্ষেত্রেও আব্বাসীয় যুগের রাজনৈতিক সংঘাতের সঙ্গে তাঁর অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিক বর্ণনা

রয়েছে। বিশেষত মুহাম্মদ আল-নাফসুয যাকিয়্যার বিদ্রোহের সময় ইমাম মালিকের অবস্থান নিয়ে পরবর্তী সূত্রগুলোতে আলোচনা পাওয়া যায়। তবে এসব বর্ণনার সনদ ও ব্যাখ্যা নিয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। তাই এটিকে সরলভাবে “ইমাম মালিক বিদ্রোহের ফতোয়া দিয়েছিলেন”-এমন চূড়ান্ত ভাষায় উপস্থাপন করা উচিত নয়। অন্যদিকে ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ফিতনা এবং ক্ষতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর চিন্তায় শুধু কোনো শাসকের অন্যায় দেখেই এমন সংঘাতে যাওয়া গ্রহণযোগ্য নয়, যার ফলে তার চেয়েও বড় রক্তপাত, বিশৃঙ্খলা ও ক্ষতি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তাঁর আলোচনায় উদ্দেশ্যের পাশাপাশি পরিণতি ও সক্ষমতার হিসাব গুরুত্বপূর্ণ। আর ইমাম গাজ্জালি (রহ.) এমন এক সময়ে ছিলেন যখন আব্বাসীয় খিলাফত ও সেলজুক সুলতানদের মধ্যে বাস্তব রাজনৈতিক ক্ষমতার বিভাজন ছিল। তিনি বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই শাসকদের নসিহত করেছেন এবং

কেউ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধে যুক্ত হয়েছেন, কেউ ক্ষমতা থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন, কেউ শাসকের সঙ্গে থেকে নসিহত করেছেন, আবার কেউ বৃহত্তর ফিতনা এড়ানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ন্যায়বিচার, জনকল্যাণ ও শরিয়তের সীমার মধ্যে শাসনের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক লেখায় বিশৃঙ্খলার চেয়ে শৃঙ্খলা ও ন্যায়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। অতএব, ইতিহাস থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট: সব আলেম সব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একই পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। কেউ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধে যুক্ত হয়েছেন, কেউ ক্ষমতা থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন, কেউ শাসকের সঙ্গে থেকে নসিহত করেছেন, আবার কেউ বৃহত্তর ফিতনা এড়ানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাহলে আজকের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি কী?

ইসলামী রাজনৈতিক ফিকহে ফিতনা, রক্তপাত, বিদ্রোহ ও জননিরাপত্তার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে যখন

রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের অর্থ ছিল যুদ্ধ, সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ এবং ব্যাপক রক্তপাত, তখন আলেমদের সতর্কতার পেছনে বাস্তব কারণ ছিল। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিস্থিতি সব দেশে এক নয়।

সৌদি আরবের রাজতান্ত্রিক কাঠামো, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু বাস্তবতা, তুরস্কের নিজস্ব ঐতিহাসিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের বহুদলীয় নির্বাচনী ব্যবস্থা পরস্পরের থেকে ভিন্ন। তাই একটি দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ফিতনা ও রক্তপাতের আশঙ্কায় যে ফিকহি অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে, সেটিকে অন্য দেশের ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রয়োগ করতে হলে দেশ-কাল-পরিস্থিতি ও পরিণতি নতুন করে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে যদি কোনো ইসলামী রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ, আইনসম্মত ও নির্বাচনী পদ্ধতিতে জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসে এবং ইসলামী মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার, দুর্নীতিবিরোধিতা, সামাজিক কল্যাণ ও শরিয়াহসম্মত নীতি প্রতিষ্ঠার

চেষ্টা করে-তাহলে শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণের কারণেই সেটিকে ইকামাতে দ্বীনের পরিপন্থী বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত, সেটি অবশ্যই দলিলভিত্তিক আলোচনার বিষয়। এখানে গণতন্ত্রকে ইসলামের খিলাফত বা শুরার সঙ্গে অভিন্ন বলা হচ্ছে না। বরং প্রশ্নটি হলো পদ্ধতির: যদি শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকে এবং সেখানে রক্তপাত, গৃহযুদ্ধ ও ব্যাপক ফিতনার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে সেই পথকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভুল বা ফিতনার পথ বলা কেন হবে? আলেমদের সম্মান এবং বক্তব্যের সমালোচনা মুফতি আবদুল মালেক একজন সম্মানিত আলেম-এ সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেই তাঁর কোনো বক্তব্য নিয়ে আলোচনা হতে পারে। একই নীতি মাওলানা আবুল আলা মওদুদীসহ সব আলেমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সম্মান মানে ভুলকে সঠিক বলা নয়; আর সমালোচনা মানে অসম্মানও নয়। আল্লাহ বলেন- **يُؤَيِّتُللِبْرِقْآ وَهُ أَوْلَدُا** “ন্যায়বিচার করো; এটিই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।”

-সূরা আল-মায়িদা, ৫:৮

সুতরাং ইকামাতে দ্বীন নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত ব্যক্তি বা দলকে আক্রমণ করে নয়; বরং কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ, অতীতের আলেমদের মতামত, মুসলিম ইতিহাস এবং বর্তমান দেশ-কাল-পরিস্থিতিকে সামনে রেখে। ইকামাতে দ্বীনের লক্ষ্য যদি আল্লাহর আনুগত্য, ন্যায়বিচার, মানবকল্যাণ ও সমাজের সংশোধন হয়, তাহলে সেই লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতিও হতে হবে ন্যায়, প্রজ্ঞা, শান্তি এবং অপ্রয়োজনীয় ফিতনা ও রক্তপাত থেকে মুক্ত।

লেখক: **ইমাম, আল-ইখলাস** **লেইল্যান্ড ইসলামিক সেন্টার, যুক্তরাজ্য।** **যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল ল্যান্কাশায়ার (University of Central Lancashire-UCLan)** থেকে মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজে প্রথম শ্রেণির ডিগ্রিধারী। ইসলামী ইতিহাস, ইসলামী চিন্তা এবং সমকালীন মুসলিম সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহী।

দোয়ায়ে কুনুত : বাংলা উচ্চারণ, অর্থ, ফজিলত ও পড়ার নিয়ম

পোস্ট ডেস্ক : এশার নামাজের পর থেকে শেষ রাতের আগ পর্যন্ত যেকোনো সময় বিতর নামাজ পড়া যায়। বিতরের নামাজ পড়ার সময় তৃতীয় বা শেষ রাকাতে রুকুতে যাওয়ার আগে দোয়া কুনুত পড়তে হয়। দোয়া কুনুতে রয়েছে গভীর রাতে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার একান্ত আলাপ। এ দোয়ার ফলে আল্লাহ বান্দার প্রতি খুশি হয়ে যান। বান্দার চাওয়া-পাওয়া পরিপূর্ণ করে দেন। দুনিয়ার সব বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দেন। রাসুল (সা.) বিতর নামাজ পড়তেন। বিতর নামাজ পড়ার জন্য স্ত্রীকেও মাঝেমাঝে জাগিয়ে ভুলতেন। প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা ইখলাস পড়তেন। কখনো কখনো সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়তেন। (বুখারি, হাদিস : ৫১২, ৯৯৭; মুসলিম, হাদিস : ৭৪৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৭২০; তিরমিজি, হাদিস : ৪৬২) কুনুত শব্দ দিয়ে নীরবতা, সালাত, কিয়াম, ইবাদত ইত্যাদি বোঝায়। কুনুতের উদ্দেশ্য হলো নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সুরা-কিরাত, দরুদ, তাশাহুদ, দোয়া মাসুরাসহ বিভিন্ন দোয়া পড়া হয়। নামাজে এসব পড়া আবশ্যক। এমন দোয়ার মতো আরেকটি আমল হলো দোয়ায়ে কুনুত। দোয়া কুনুত হলো- **لَيْلَ لَعْلُكَوَتَنَوْ كَبُ بُمُؤْنَوْ كُتْرِفْ غُتْسَبِنَوْ كُنْزِي غُتْسَبِنَ أَنَا! مَهْلِلَا نِمُ كُتْرَتَنَوْ غُ لَغْنَوْ، كُتْرِفَلَيْنَ الْوُ كُتْرِكُشِنَوْ رِي خَالِ كَيْلَع يِنِ ثَنَوْ يَغْسِبِنَ كَيْلَاوْ، دَجَسَنَوْ يِلْصَنَ لَنَلَوْ، دَبْغَنَ كَايَا! مَهْلِلَا، كُتْرِجَفِي رَاقُكَلَابْ كُتْبَ اذَعْ نَا!، كُتْبَ اذَعْ يَشْخَنَوْ كُنْتَمَحَرَّ وَجَرَنَ، دُفِجَنَوْ قَحْلَم** উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নَا নাসতায়িনুকা ওয়া নাসতাগ ফিরুকা, ওয়ানুমিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুহনি আলাইকাল খাইর। ওয়া নাসকুরুকা ওয়ালা নাক ফুরুকা, ওয়ানাখলাউ উয়ানাত রুকু মাইয়্যাফযুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানা’ বুদ্ধ ওয়ালাকা নুছল্লি, ওয়ানাশ জুদু ওয়া ইলাইকা নাসয়া; ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা আজাবাকা; ইন্নَا আজাবাকা বিলকুুফফারি মুলহিক। অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমারই কাছে ক্ষমা চাই, তোমারই প্রতি ইমান রাখি, তোমারই ওপর ভরসা করি এবং সব মঙ্গল তোমারই দিকে ন্যস্ত করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলি, অকৃতজ্ঞ হই না। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব করি, তোমারই জন্য নামাজ পড়ি এবং তোমাকেই সিজদাহ করি। আমরা তোমারই দিকে দৌড়াই ও এগিয়ে চলি। আমরা তোমারই রহমত আশা করি এবং তোমার আজাবকে ভয় করি। আর তোমার আজাব তো কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত। দোয়ায়ে কুনুতের ফজিলত

এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ আবেদনগুলো তুলে ধরা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ‘আমি একরাতে নবী (সা.) কাছে ছিলাম।

তিনি শয্যাত্যাগ করলেন এবং দুই রাকাত নামাজ পড়লেন। এরপর উঠে বিতর

পড়লেন। প্রথম রাকাতে ফাতিহার পর সুরা আলা পাঠ করলেন। এরপর রুকু ও

সেজদা করলেন। দ্বিতীয় রাকাতে ফাতিহা ও কাফিরুন পাঠ করলেন এবং রুকু-

সেজদা করলেন। তৃতীয় রাকাতে ফাতিহা ও ইখলাস পাঠ করলেন। এরপর রুকুর

আগে কুনুত পড়লেন।’ (কিতাবুল হুজ্জাহ ১/২০১; নাসবুর রায়াহ : ২/১২৪)

দোয়ায়ে কুনুত পড়ার নিয়ম

দোয়ায়ে কুনুত বিতর নামাজের তৃতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে সুরা মেলানোর

পর পাঠ করতে হয়।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৬.১০.২৬ শুক্রবার	6:11	7:25	01:45	4:15	6:15	07:45
১৭.১০.২৬ শনিবার	6:12	7:27	01:30	4:12	6:13	07:45
১৮.১০.২৬ রবিবার	6:14	7:28	01:30	4:10	6:11	07:45
১৯.১০.২৬ সোমবার	6:15	7:30	01:30	4:08	6:09	07:45
২০.১০.২৬ মঙ্গলবার	6:17	7:18	01:30	4:06	6:07	07:45
২১.১০.২৬ বুধবার	6:18	7:32	01:30	4:05	6:05	07:45
২২.১০.২৬ বৃহস্পতিবার	6:20	7:34	01:30	4:03	6:03	07:45

► *নামায শুস্পর এই সময়সূচি লভনের জন্য প্রযোজ্য।*



নাইট ক্লাবে সাদ-সোহেল তীব্র সমালোচনা

পোস্ট ডেস্ক : ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৯ গোলের লজ্জার হারের পর নাইট ক্লাবে বাংলাদেশের দুই ফুটবলার সাদ উদ্দিন ও সোহেল রানার ছবি প্রকাশ্যে আসায় তীব্র সমালোচনা চলছে ফুটবলারদের। বিষয়টি নিয়ে এবার তদন্তে নামছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাহুফে)। দুই ফুটবলারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবেন বাহুফে সভাপতি ও জাতীয় দল কমিটির চেয়ারম্যান তাবিত আউয়াল।

সোমবার ফর্টিস ডাউনটাউনে অনুষ্ঠিত জাতীয় দল কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তাবিত। তিনি বলেন, ‘কয়েকজন খেলোয়াড়ের নামে অভিযোগ এসেছে। ফেসবুকেও ছবি এসেছে। এই বিষয়টি আমি তদন্ত করব। ফুটবলারদের সঙ্গে বসব এবং পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেওয়া যায়, সে বিষয়ে কমিটিকে সুপারিশ করব।’

জাতীয় দলের ফুটবলারদের অফ সিজনে বিভিন্ন জায়গায় খ্যাপ খেলতে যাওয়ার বিষয়টিও উঠেছে সভায়। এর আগে এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা তথ্য পাওয়ার কথা জানাননি বাহুফে সভাপতি। তবে এবার বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন তিনি। তাবিত বলেন, ‘এর আগে কয়েকজন খেলোয়াড় টাঙ্গাইলে খেলেছিল। আমরা তখন বিষয়টি উপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে করছি, সেটিও দেখা দরকার। আমরা তাদের কাউন্সেলিং করতে চাই।’

আসিয়ান কাপে বাংলাদেশের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর ফুটবলার, কোচিং স্টাফ ও ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে বাহুফে। এ প্রসঙ্গে তাবিত বলেন, ‘আসিয়ান কাপ নিয়ে প্রতিটি বিভাগকে জবাবদিহির আওতায় এনেছি। আমি নিজেও কমিটির কাছে জবাবদিহি করতে প্রস্তুত। খেলোয়াড়দের ব্যাপারেও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাহুফের পক্ষ থেকে যারা ম্যানেজমেন্টে ছিলেন, তাঁদের ব্যক্তিগতভাবেও প্রশ্ন করেছি।’

আসিয়ান কাপে তিন ম্যাচে ১৩ গোল হজম করেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে এক ম্যাচেই হজম করতে হয়েছে ৯ গোল। এমন হতাশাজনক ফলের পরও দলের পারফরম্যান্সে ইতিবাচক দিক খুঁজছেন বাহুফে সভাপতি। তাঁর ব্যাখ্যা, ‘আমরা প্রথমার্ধে ছয় গোল খেয়েছি। দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু এক গোল দিয়েছিলাম, আবার এক গোল খেয়েছি। এর অর্থ, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্য রয়েছে। ইনজুরি সময় ছিল দুই মিনিট, কিন্তু সাত মিনিট পেরিয়ে যায়। তখন আমরা আরও দুই গোল হজম করি।’

জাতীয় দলে প্রবাসী ফুটবলারদের অংশগ্রহণ বাড়ার প্রেক্ষাপটে এবার ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিভা অন্বেষণের পরিকল্পনা করছে বাহুফে। বিশেষ করে ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সী প্রবাসী ফুটবলারদের নিয়ে বছরে দুটি ক্যাম্প ও টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চায় সংস্থাটি। তাবিত বলেন, ‘আমরা ইংল্যান্ডে ১৪-১৭ বছর বয়সীদের জন্য দুটি ক্যাম্প ও টুর্নামেন্ট করতে চাই। এ বিষয়ে ফর্টিসের চেয়ারম্যান শাহাদাত সাহেব ও আমাদের আন্তর্জাতিক কমিটির সাতার সাহেব কাজ করবেন। ইংল্যান্ডের পাশাপাশি ইউরোপের অন্য দেশেও খেলোয়াড় খুঁজতে এ উদ্যোগ নেওয়া হবে।’

শুধু জাতীয় দল নয়, ভবিষ্যতের জাতীয় দল গড়তেও পরিকল্পনা নিয়েছে বাহুফে। ফিফা উইন্ডোতে অনুর্ধ্ব-২০ দলকে দেশে-বিদেশে ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দিতে চায় ফেডারেশন। তাবিতের ভাষায়, ‘অনুর্ধ্ব-২০ দলকেও আমরা ফিফা উইন্ডোতে ম্যাচ দেখা যাচ্ছে। এই দলকে পরবর্তী জাতীয় দল হিসেবে তৈরি করতে চাই। এ জন্য তাদেরও দেশে-বিদেশে খেলার ব্যবস্থা করব।’

আগামী ৪ নভেম্বর ঢাকায় শুরু হবে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। এ টুর্নামেন্ট সামনে রেখে ২৫ অক্টোবর থেকে জাতীয় দলের ক্যাম্প শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে ফিফা উইন্ডো শুরু হবে ৯ নভেম্বর। ফলে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে হামজা চৌধুরীসহ প্রবাসী ফুটবলারদের অনেককে পাওয়া যাবে না। এ কারণে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজন করতে চায় বাহুফে। তাবিত বলেন, ‘৯ নভেম্বর থেকে ফিফা উইন্ডো হওয়ায় প্রথম ম্যাচে অনেককে পাব না। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে কোনো ক্লাব কিংবা দেশের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে চাই।’

এদিকে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফুটবল লিগের মাঠের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এবড়োখেবড়ো মাঠে একের পর এক ম্যাচ হচ্ছে, আবার অনেক ম্যাচে সাত-আটটি গোলও দেখা যাচ্ছে। মাঠের বেহাল দশা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ফুটবল দিয়ে খেলাটির উন্নয়ন কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এ বিষয়ে বাহুফে সভাপতির আশ্বাস, ‘মাঠের মান অবশ্যই একটা বিষয়। পরের রাউন্ড থেকে এটার উন্নতি হবে।’

লিভারপুলের মাঠে ম্যান সিটি সমর্থকদের হাতে শত শত কলা

পোস্ট ডেস্ক : অ্যানফিল্ডে রোববার রাতে লিভারপুল সমর্থকদের হাতে ছিল বিদ্রূপের ভাষা, আর ম্যানচেস্টার সিটির সমর্থকদের হাতে ছিল শত শত ফোলানো কলা!

প্রথম দেখায় দৃশ্যটি অদ্ভুত মনে হলেও এর পেছনে আছে সিটির সমর্থকদের কয়েক দশকের পুরনো এক ঐতিহ্য। ক্লাবের কঠিন সময়ের স্মৃতি আর নিজেদের ফুটবল সংস্কৃতির পরিচয় দিতেই লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডের গ্যালারিতে কলা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন তারা।

সিটির সমর্থকদের এই কলা নিয়ে মাতামাতির শুরু ১৯৮৭-৮৮ মৌসুমে। তখন সিটির স্টাইকার ইমরে ভারাদিকে এক সমর্থক মজা করে ডাকেন ‘ইমরে ব্যানানা’ নামে।

পরের ম্যাচে আরেক সমর্থক মাঠে নিয়ে আসেন একটি ফোলানো কলা। সেখান থেকেই শুরু হয় ব্যতিক্রমী এই রীতি, যা আশির দশকের শেষ ভাগ থেকে নব্বইয়ের দশকজুড়ে সিটির সমর্থকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়।

সময়ের সঙ্গে ফোলানো কলা হয়ে ওঠে ম্যানচেস্টার সিটির সমর্থক সংস্কৃতির পরিচিত প্রতীক। বিশেষ করে ইংলিশ ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তরের বাইরে কাটানো কঠিন দিনগুলোতে এই প্রতীক হয়ে



উঠেছিল সমর্থকদের রসবোধ, আবেগ আর ক্লাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের একটি মাধ্যম। অ্যানফিল্ডে এবার সেই পুরোনো ঐতিহ্যই ফিরিয়ে এনেছেন সিটির সমর্থকেরা। লিভারপুলের সমর্থকেরা সিটির ইতিহাস ও অর্জন নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ব্যানার প্রদর্শন করছিলেন।

এর জবাবে অতিথি দলের সমর্থকেরা

নিজেদের অতীতের স্মৃতি সামনে এনে গ্যালারিতে তৈরি করেন ভিন্ন আবহ। ম্যানচেস্টার সিটি অনেক অভিযোগে সম্প্রতি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর সম্ভাব্য শাস্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। এতে ক্লাবের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন শঙ্কা জেগেছে, তখন সিটির সমর্থকদের এই কলা প্রদর্শনে যেন ফুটে উঠেছে নিজেদের ইতিহাসকে হাস্যরসের সঙ্গে গ্রহণ করার

মানসিকতা। ফোলানো কলাগুলো তাই শুধু গ্যালারির সাজসজ্জা নয়। এগুলো সিটির কঠিন সময়ের স্মৃতি, সমর্থকদের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং প্রতিপক্ষের খোঁচার জবাবে নিজেদের মতো করে প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রতীকও। মাঠেও দারুণ জবাব দিয়েছে সিটি। প্রিমিয়ার লিগে কাল লিভারপুলকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে তারা।

ম্যান সিটির লেনদেন ও সাক্ষাতের বিবরণ প্রকাশ করবেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী



পোস্ট ডেস্ক :

ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে নিজের যোগাযোগ ও বৈঠকের সমস্ত তথ্য প্রকাশ করার ঘোষণা দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডমি বার্নহাম। ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের আর্থিক নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে ক্লাবটি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এর আগে স্বাধীন কমিশনের রায়ে সিটির বিরুদ্ধে ৯০০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি রাজস্ব কৃত্রিমভাবে বাড়ানোর এবং খরচ গোপন করার জন্য ‘ভুয়া’ বাণিজ্যিক চুক্তি ব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

ক্লাবটি এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। তবে বিরোধী লিবারেল ডেমোক্রেটস এবং কনজারভেটিভ নেতা কেমি ব্যাডেনচ প্রধানমন্ত্রী বার্নহামকে সিটির মালিক বা আবুধাবির প্রতিনিধিদের সাথে হওয়া তার অতীতের সমস্ত বৈঠকের বিবরণ জনসমক্ষে আনার দাবি জানান।

জনপ্রিয় পডকাস্ট ‘দ্য রেস্ট ইজ পলিটিক্স’-এ বার্নহাম জানান, বিরোধী দলের নেতার অনুরোধে তিনি গ্রেটার ম্যানচেস্টারের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সিটির সঙ্গে করা কাজের সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের মে থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত তিনি মেয়রের

দায়িত্ব পালন করেছেন।

বার্নহাম স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমার কোনো বৈঠকই সাম্প্রতিক নয়। সিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার মূলত একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়, আর তা হয় ২০২১ সালে।’

এর আগে সেপ্টেম্বরে সিটির বিরুদ্ধে রায় আসার পর বার্নহাম উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ক্লাবের মালিকপক্ষ দল বিক্রি করে দিতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আধুনিক ম্যানচেস্টার শহর গঠন এবং ক্লাবটিকে বিশ্বমঞ্চে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে সিটির মালিকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করেছেন।

নিজেকে সর্বকালের সেরা ও পরিপূর্ণ ফুটবলার দাবি রোনালদোর

পোস্ট ডেস্ক :

অন্যের শুনতে ভালো লাগুক বা না লাগুক, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যেন বলেই যাবেন। ঠিক যেভাবে অন্যের সমালোচনায় কান না দিয়ে ৪১ বছরেও খেলে যাচ্ছেন তিনি।

হাঁটুর বয়সী ছেলেদের সঙ্গে শুধু খেলছেনই না, গোলও করছেন তিনি। তাতে একটা মাইলফলক স্পর্শের দ্বারপ্রান্তে রোনালদো। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে হাজারতম গোল করার রেকর্ড। এই কীর্তি স্পর্শ করেই বুটজোড়া তুলে রাখার ইচ্ছে তার।

তবে রেকর্ড যদি গড়তে নাও পারেন, তিনিই ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় বলে জানিয়েছেন পর্তুগিজ তারকা। এমন দাবি অবশ্য অনেকদিন ধরেই করে আসছেন তিনি। এবার সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরেকবার বললেন ‘সিআর সেভেন’।

শেষ হওয়া ফিফা উইন্ডোয় পর্তুগালের ক্যাম্প ছেড়ে সমালোচনায় বিদ্ধ হওয়া রোনালদো বলেছেন, ‘আমি যে মানের



খেলা উপহার দিই এবং যত গোল করি, মানুষ সেটির প্রাপ্য কৃতিত্ব আমাকে দেয় না।

তবে সবকিছু স্বাভাবিক নিয়মেই হওয়া উচিত। ৯২০, ৯২৫ কিংবা ৯৩০টি যত গোলই করি না কেন, ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় তো আমিই। এখানেই কথা শেষ। পরিসংখ্যানই সব কথা বলেছে।’ হাজার গোলের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন রোনালদো।

আফগান লীগের ড্রাফটে আট বাংলাদেশি ক্রিকেটার

পোস্ট ডেস্ক :

দীর্ঘ আট বছরের দীর্ঘ বিরতির পর মাঠে গড়াতে যাওয়া আফগানিস্তান প্রিমিয়ার লীগের (এপিএল) ড্রাফটে নাম নিবন্ধন করেছেন বাংলাদেশের আট ক্রিকেটার। তারা হলেন- সাকিব আল হাসান, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, নাহিদ রানা, তানজিদ হাসান তামিম, মুশফিকুর রহিম, তাওহীদ হুদয় ও রিশাদ হোসেন। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্ট খেলতে

এক হাজারের বেশি ক্রিকেটার নাম নিবন্ধন করেছেন। তাদের মধ্যে বিদেশি ক্রিকেটারের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরিচিত মুখদের মধ্যে ড্রাফটে নাম লিখিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এভিন লুইস, গুডাকেশ মোতি ও আলজারি জোসেফ; ইংল্যান্ডের লুক উড, রিস উপলি ও জেমস ভিগ; শ্রীলঙ্কার চারিথ আসালাঙ্কা, কামিন্দু মেভিস ও ওয়ানিন্দু হাসারাক্সা।

ড্রাফট আয়োজনের কথা ছিল ২৭শে সেপ্টেম্বর। পরে অবশ্য ড্রাফটের সময় পরিবর্তন করে নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২৪শে অক্টোবর সংযুক্ত আরব আমিরাত অনুষ্ঠিত হবে এপিএলের খেলোয়াড় বাছাই। এপিএলের নতুন আসর শুরু হওয়ার কথা ২৭শে ডিসেম্বর। পাঁচ দলের টুর্নামেন্টে তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা নিশ্চিত হয়েছে। বাকি দুটির মালিকানা প্রক্রিয়া চলমান।

আস্থার সংকটে জনজীবন : শান্তির খোঁজে বাংলাদেশ



এম, হাসানুল হক উজ্জ্বল

বাংলাদেশের মানচিত্রে শান্তিময় জীবনের প্রত্যাশা আজ যেন এক অধরা স্বপ্ন। সাধারণ মানুষের মৌলিক চাওয়ার তালিকাটা খুব দীর্ঘ নয়-দিনশেষে নিরাপদে ঘরে ফেরা, পরিবারের জন্য দু'বেলা অন্ন সংস্থান করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-গ্যাস পাওয়া এবং আয়ের সাথে ব্যয়ের একটি সুমম ভারসাম্য রেখে জীবিকা নির্বাহ করা। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই সামান্য প্রত্যাশাগুলোই সাধারণ নাগরিকের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নতুন আশা ও স্বস্তির আলো সঞ্চারিত হলেও বাস্তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশচুম্বী দাম, তীব্র বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট এবং সর্বোপরি সরকারের ওপর জনআস্থার ধারাবাহিক অবনতি মানুষকে এক চরম অনিশ্চয়তা ও অশান্তির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সরকারের প্রতি মানুষের ক্ষোভ বা আস্থার সংকটকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। রাষ্ট্রপরিচালনায় থাকা ব্যক্তিবর্গ যদি অতি দ্রুত জনমানুষের এই নীরব আত্ননাদ বুঝতে না পারেন এবং দৈনন্দিন জীবনের সংকট নিরসনে কঠোর ও দৃশ্যমান ভূমিকা না নেন, তবে এই আস্থার সংকট আরও ঘনীভূত হয়ে বড় ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার রূপ নিতে পারে। বাংলাদেশের মানুষকে শান্তির বার্তা দিতে হলে প্রশাসনিক দক্ষতা, অর্থনৈতিক স্বস্তি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।

নাম পরিবর্তন ও প্রতিশ্রুতির রাজনীতি: আস্থার সংকটে সাধারণ মানুষরাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষমতার রদবদল বা নতুন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসা মানেই নতুন আশার সঞ্চার হওয়া। কিন্তু সেই পরিবর্তনের সুফল যদি জনগণের জীবনের বাস্তব

মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে না পারে, তবে ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। ২০২৪ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সরকারের সময়কাল পর্যন্ত অর্থনীতি, আইনশৃঙ্খলা ও জনকল্যাণমূলক সামাজিক নিরাপত্তা খাতের সার্বিক চিত্র সাধারণ নাগরিকের মনে নানা প্রশ্ন ও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও 'মব' সন্ত্রাসের জনক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকেই দেশের অর্থনৈতিক সূচকগুলোতে টানাপোড়েন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মূল্যস্ফীতির অনিয়ন্ত্রিত চাপ, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে মন্দা এবং ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে যে স্থবিরতা তৈরি হয়েছিল, তা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তোলে। এর পাশাপাশি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দীর্ঘস্থায়ী নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা 'মব সংস্কৃতি' বা 'মব বিচার' (Mob Justice) জনমনে চরম আতঙ্ক ও অস্বস্তির জন্ম দিয়েছে। নাগরিকরা আশা করেছিলেন, ২০২৬ সালে তারেক রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসবে। কিন্তু বাস্তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রত্যাশিত উন্নতি না হওয়া এবং সামাজিক অরাজকতা বহাল থাকায় রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার ওপর মানুষের ভরসা ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে।

নিরাপত্তার অভাব ও ডেডে পড়া আইনশৃঙ্খলা
যেকোনো স্বাধীন দেশের নাগরিকদের কাছে রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান প্রতিশ্রুতি হলো জানমালের নিরাপত্তা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবক্ষয় মানুষকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এবং সামাজিক অপরাধের যে মাত্রাগত বৃদ্ধি ঘটেছে, তাতে ঘরে কিংবা বাইরে-কোথাও মানুষ নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারছে না।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা বা প্রশাসনিক শৈথিল্য অপরাধীদের মধ্যে একধরনের ভীতিহীনতার সংস্কৃতি তৈরি করেছে। একটি সমাজে যখন অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ নাগরিকেরা আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। ক্ষমতার পালাবদল হলেও যদি সাধারণ মানুষের রাতের ঘুম নিশ্চিন্ত না হয়, কিংবা সন্তান সকালে ঘর

থেকে বের হয়ে নিরাপদে ফিরবে কিনা তা নিয়ে মা-বাবাকে দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়, তবে তা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দক্ষতার ওপর বড় ধরনের প্রশ্নচিহ্ন একে দেয়।

অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি
শান্তিতে না থাকার সবচেয়ে বড় এবং প্রত্যক্ষ কারণ হলো দেশের চলমান অর্থনৈতিক সংকট। মূল্যস্ফীতির কড়া নাড়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকে গেছে। চাল, ডাল, তেল, সবজি থেকে শুরু করে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম মানুষের সাধার বহু বাইরে চলে গেছে।

আয়ের অঙ্ক স্থির থাকলেও খরচের পাল্লা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। পরিবার চালাতে গিয়ে মানুষ কাটছাঁট করছে সন্তানের শিক্ষার খরচ, চিকিৎসার বাজেট, এমনকি দৈনন্দিন খাস্যতালিকা। বাজার সিডিকেট দমনে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের অভাব এবং অসামুখ্য ব্যবসায়ীদের দৌরাভ্য মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। একটি পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যখন বাজার থেকে খালি হাতে বা অপরিপূর্ণ সওদা নিয়ে ফেরেন, তখন সেই পরিবারের মানসিক অশান্তির পরিমাপ কোনো সূচক দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ফ্যামিলি কার্ড ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের বাস্তবতা :

বর্তমান বিএনপি সরকারের আলোচিত ফ্যামিলি কার্ড বা নানা ধরনের সুবিধা কার্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েও তৈরি হয়েছে ব্যাপক বিতর্ক ও বিভ্রান্তি। বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বের উন্নত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোতে প্রাতিষ্ঠানিক ডিজিটাল ডাটাবেজ এবং সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফার বা ক্যাশ-ট্রান্সফার সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসই পরিকল্পনা ছাড়া সাধারণ মানুষকে কার্ড দেওয়ার মতো বার্তা দিয়ে কতটুকু বাস্তব সুফল পৌঁছানো সম্ভব, তা নিয়ে নীতি-বিশ্লেষকদের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। অনেকেই এই প্রক্রিয়াকে নিছক রাজনৈতিক চমক ও নতুন রূপক প্রলোভন বলে মনে করছেন।

পুরানো ভাতা, নতুন নাম:
প্রচারণার রাজনীতি যে কোনো দেশের সরকার পরিবর্তনের পর ইতিপূর্বে চালু থাকা গণকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং সেগুলোকে আরও উন্নত করাই সুশাসনের লক্ষণ।

কিন্তু বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা বা সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাগুলোর মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে কেবল নাম পরিবর্তনের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাকে অনেকেই "পুরোনো বোতলে নতুন মদ" বলে অভিহিত করছেন। পূর্ববর্তী শেখ হাসিনা সরকারের আমল থেকে শুরু হওয়া সামাজিক নিরাপত্তা খাতের এই কল্যাণমূলক ভাতাগুলোর নাম পরিবর্তন করে নিজেদের কৃতিত্ব হিসেবে প্রচার করা বাস্তবে জনগণের সাথে এক ধরনের প্রতারণার সাক্ষাৎ। কেবল নামের ফলক বদলে দিলে সেবার মান কিংবা ভাতার পরিমাণ নিজে থেকেই বেড়ে যায় না। এটি মূলত প্রশাসনিক সংস্কারের নামে রাজনৈতিক প্রচারণার কৌশলেই সীমাবদ্ধ থাকছে। আস্থার সংকট নিরসনে করণীয়জনগণ আজ আর নতুন রাজনৈতিক স্লোগান কিংবা পুরনো ধারণার নতুন নাম দেখতে চায় না; তারা দেখতে চায় বাস্তব দৃশ্যমান কাজ। জীবনযাত্রা স্তরকারী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট আধুনিক জীবনযাপনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই খাতের তীব্র সংকট দেশের সাধারণ নাগরিক ও ব্যবসা-বাণিজ্য উভয়কেই পঙ্গু করে দিচ্ছে।

বিদ্যুৎ সংকট:
গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, এমনকি বিভাগীয় শহরগুলোতেও বিদ্যুৎ যাওয়া-আসা প্রতিদিনের রুটিনে পরিণত হয়েছে। তীব্র গরমে শিশু ও বয়স্কদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

গ্যাস ও তেলের দাম:
রান্নার গ্যাসের সংকট গৃহিণীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজার কিংবা নীতিগত সিদ্ধান্তের কারণে তেলের মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়ছে পরিবহনে। তেলের দাম বাড়লে গণপরিবহনের ভাড়া বাড়ে, আর সেই উসিলায় বাড়ে প্রতিটি পণ্যের পরিবহন খরচ।

শিল্প উৎপাদনে স্থবিরতা:
শিল্পকারখানায় গ্যাস ও বিদ্যুতের স্বল্পতার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যার ফলে কর্মসংস্থান সংকুচিত হচ্ছে এবং ব্যবসায়ীরা লোকসানের মুখোমুখি হচ্ছেন। এই জ্বালানি সংকটের বন্ী হতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত সেই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে, যাদের জীবন

এমনিতেই নানা টানাফোড়নে জর্জরিত।
সরকারের প্রতি আস্থার সংকট: এক গভীর সামাজিক ব্যাধি

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বা যেকোনো প্রশাসনিক কাঠামোয় সরকারের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও নৈতিক ভিত্তি হলো জনগণের সমর্থন ও আস্থার জায়গা। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারের প্রতি মানুষের সেই আস্থার জায়গাটিতে তীব্র ফাটল ধরেছে।

যখন বিদ্যুৎ সংকট, গ্যাসের হাহাকার, তেলের দাম বৃদ্ধি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি একসাথে ঘটে, তখন মানুষ সরকারকে সমস্যা সমাধানের নিয়ন্ত্রক না ভেবে সংকটের শিকার হিসেবে দেখতে শুরু করে। অতীতে সরকারের নানা প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর ব্যবধানের কারণে নাগরিক সমাজ আজ সন্দ্বিহান। কোনো সংকট দেখা দিলে সেটির টেকসই সমাধান না খুঁজে কেবল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বা সাময়িক তালি দেওয়ার চেষ্টা জনগণের অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

মানুষ যখন দেখে যে তাদের মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারের দৃশ্যমান কোনো কার্যকর রোডম্যাপ নেই, তখন সরকারের যেকোনো ঘোষণা বা আশ্বাসের প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এই আস্থার সংকট কেবল সরকারের ব্যর্থতাই নির্দেশ করে না, এটি পুরো সমাজের ভেতর এক গভীর হতাশাবোধ ছড়িয়ে দেয়।

জনজীবনের মানসিক ও সামাজিক প্রভাব
অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংকটের সরাসরি প্রভাব পড়ছে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। প্রতিটি ঘরে আজ এক ধরনের চাপা উত্তেজনা ও অশান্তি বিরাজ করছে। অর্থনৈতিক অনটন পরিবারগুলোতে কলহ বাড়িয়ে দিচ্ছে, তরুণ সমাজ ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র হতাশায় ভুগছে, আর বয়স্ক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন। শান্তিতে থাকা কেবল কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক তত্ত্ব নয়; এটি একটি অনুভূতির বিষয়। বাংলাদেশ আজ এমন এক ঘূর্ণাবর্তে পড়েছে যেখানে নাগরিকরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন। আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার ওপর ভরসা না থাকা এবং প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে না পারার কারণে সমাজে অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

**ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন**

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

**102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH**
www.kingdomsolicitors.com

Tareq Chowdhury
Principal

Amnesty UK warns Immigration and Asylum Bill would remove independent judicial scrutiny

Post Report : A short briefing published by Amnesty International UK last week has raised concerns over proposals in the Immigration and Asylum Bill to replace the existing immigration and asylum appeals tribunal with a new body. The Bill proposes the creation of a new Independent Immigration Appeals Authority (IIAA), which would replace the current First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (FTTIAC) as the first tier of appeals against Home Office decisions. The IIAA would also handle applications for immigration bail.

Amnesty said the proposed changes raised serious concerns about the professionalism and independence of the new appeals body.

Under the proposals, decisions would be made by adjudicators rather than judges. Amnesty noted that adjudicators would not necessarily be required to have professional legal qualifications or experience, although the IIAA



would provide training and legal support.

The briefing also questioned the proposed relationship between the IIAA and the Home Office. It said the new body would form part of the wider immigration and asylum system operated by the Home Office and that the Home Secretary would have a role in appointing senior officials and, indirectly,

adjudicators.

Amnesty contrasted this with the existing FTTIAC, which is part of the judicial system and whose judges are not appointed, trained or overseen by the Home Secretary. It said concerns over the IIAA's independence were particularly significant in light of the reasons given for replacing the existing tribunal, which include reducing

the backlog of appeals and enabling the Home Office to remove more people from the UK, and to do so more quickly. Amnesty emphasised that both of these are Home Office objectives.

After briefly outlining the history of the appeals system and noting that previous changes have made the system more independent and more professional, Amnesty warned: "The bill undoes all changes to increase independence and professionalism within the first tier of the appeals system – indeed, it goes further. The loss of professionalism is made more concerning because the law relating to decision-making within this system has been made more complicated (and this bill will complicate it further). The loss of independence is made more concerning because the policy area within which this system works has also become more politically contentious."

Amnesty said it opposes replacing the FTTIAC with the IIAA or by any

other body that is created by or part of the Home Office.

The briefing concludes: "The aim of the bill is straightforwardly to remove independence and judicial scrutiny of the department's decision-making for the convenience of government policy and political ambitions. Importantly, that not only includes the ambitions of the present government and the present Home Secretary – it includes that of any future government and Home Secretary. The impact of this is enlarged since the people whose rights are affected are generally excluded from the democratic political process, yet their rights are especially vulnerable to that political process as is confirmed by the measures in this bill (including the provisions to remove the independent judicial body that currently serves as the primary guarantor of their rights against error or other violation by the Home Office)."

Drop-off charges at UK airports to be reviewed after sharp increase

Post Report: Airport drop-off charges are to be reviewed by the government following sharp price increases in recent years.

Prices at major UK airports have risen by a third since the summer of 2025 on average, according to one analysis, with Gatwick and Stansted drop-off charges found to be the most expensive, jumping from £7 to £10.

Such charges at Edinburgh Airport have risen from £6 to £8.50, while fees at Bournemouth increased from £5 to £8, the same price as Leeds Bradford and London City.

The Department for Transport confirmed it had committed to a review, saying it was "vital to ensure travel remains accessible and that passengers are treated fairly".

The government added it hoped airports would "exercise restraint on rises, particularly where there are limited public transport alternatives".

'Rip-off'

The RAC, which conducted the analysis in July this year, has campaigned against increases in drop-off charges. It said a review of "kiss and fly" fees would be "music to the ears to drivers".

"We know airport drop-off charges are a growing source of anger and frustration," said Rod Dennis, senior policy officer at the RAC.

"Four-in-five drivers we've surveyed believe they are a 'rip-off', with just one-in-10 understanding why airports charge what they do."

The RAC's research found London City Airport, which only introduced charges in

UK AIRPORT CAR PARK DROP OFF PRICES		
#	Airport	Price
1	Gatwick	£10
1	London Stansted Airport	£10
3	London Luton Airport	£9
4	Edinburgh Airport	£8.50
4	Bristol Airport	£8.50
6	Birmingham Airport	£8
7	Heathrow	£7
7	GLASGOW AIRPORT	£7
7	SOU Southampton Airport	£7
10	cardiff airport	£4.50

2026, was the most expensive on a per-minute basis.

Its £8 charge for five minutes works out at £1.60

per minute. Belfast International Airport now charges £5 for 10 minutes in the drop-off zone, up £2 on last year.

None of the top 10 airports in the European Union charge for drop-offs, according to the RAC.

It argues that international airports should not charge for dropping off passengers, however, the industry said the charges were a necessary part of the business model of airports.

Supporters of such charges also say they encourage travellers to use of more environmentally friendly modes of transport.

"Airports outside the UK are typically publicly owned and in receipt of state subsidies and tax exemptions, while UK airports are generally privately owned and subject to the full array of commercial rates of taxation," said Karen Dee, chief executive of Airports UK, which represents airports.

She added airports offered a "range of options for those travelling to terminals, including free drop off points" and that "any review" by the government would find airports make "excellent use of a variety of ways to manage traffic and air pollution".

The Aviation Environment Federation campaign group has previously defended the fees, arguing they help reduce congestion and air pollution around airports. Earlier this month, the government announced extra charges for parents sitting with their children when flying would be scrapped in time for next year's summer holidays. Prime Minister Andy Burnham said the changes were part of a series of "everyday fixes" to ease cost of living pressures on households. Source :BBC

Khalida Qureshi Hope from Warwick Avenue

Friday, 9th October. Our family became a little quieter, and our hearts grew heavy with a grief that words could barely hold. Our beloved Mami/Sasi, the devoted wife of our dear Mejo Mama (Sasa), returned to her Lord. *Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.* Mejo Mami was laid to rest beside Mejo Mama, her husband, in the family cemetery at Sheikh House, Sheikhpara, Lamabazaar, Sylhet.

In 1965 she left behind her small village in Sylhet: the green fields, the monsoon rains, the faces she had known since birth. Barely more than a girl, she crossed oceans with Mary (Fufu/Khala) into a land of grey skies and cold winds, a country that did not always open its arms to people like her. She brought no degrees and no wealth. She brought something far greater: a quiet faith, a gentle heart, and a courage none of us truly understood until we were grown.

In time, her home on Warwick Avenue became a harbour for many. Its door was never closed. Whoever stepped through it, family or friend, weary or joyful, was welcomed as if they had been expected all along, and left with a fuller heart than they came with. For so many of us, Warwick Avenue was not just an address. It was hope.



Through every storm, she stood beside Mejo Mama. As he lifted and guided his brothers and sisters, she was the steady earth beneath his feet. He was the tree so many of us sheltered under, and she was the root that held him firm.

She loved her in-laws not out of duty, but as



her own blood. Her bond with her five sisters-in-law was rare and beautiful, a thread of gold woven through our family, binding us together across the decades.

If you were hurting, she noticed. If you were lost, she listened. Sisters-in-law, nieces, nephews, and in time the grandchildren all found their way to her the way rivers find the sea.

No one ever left her side feeling small. She made each of us feel we mattered, and many of us still carry her words like lanterns, lighting our way.

She raised five remarkable children, and her greatest gift to them was family itself. She made sure they never grew up as strangers to their father's people. Every bond they share with us today, she planted as a seed and watered with love, until it grew into something no distance could uproot.

She was witty, quick to laugh and quicker still to make others laugh. Even in the darkest seasons, she searched for the light and found a way forward. She never studied at Oxbridge or walked the halls of a Big Four firm. She never needed to. Her qualifications were kindness, patience, to manage situations and time freely given, and by those measures she was the most accomplished soul.

In a world where we only live for ourselves, Mejo Mami lived for others. That was her secret, and that was her success. She and her generation gave everything, asked for little, and left us far richer than they found us.

They say a woman can make or break a man's life. Our Mamas were truly blessed to have such remarkable women beside them. Together, our Mamis laid the foundation stones of a strong family, and that is why we cousins remain so close today. Think of their sacrifice, their patience, and how open-minded they were in a world that so often asked them to be otherwise.

Alongside them stood our Khalas and Fufus, hand in hand with our Mamis and Chachis, and together they gave us a family worth cherishing. I honour every one of them. In a time when it has become easier to walk away than to stay, these women chose to

**‘
In a world where
we only live for
ourselves, Mejo
Mami lived for
others. That was
her secret, and
that was her
success. She and
her generation
gave everything,
asked for little,
and left us far
richer than they
found us.
’**

build bridges, never to burn them. They were ahead of their time, big-hearted, and always here to build.

One by one, our elders are leaving us, like stars slipping quietly from the sky before dawn.

With each goodbye, we lose not only a person but a piece of who we are. We fear that when they are all gone, we will forget how to gather, how to care, how to look up to one another. If we truly want to honour our elders, we must not let that light go out. Let us keep the doors open, keep the phone calls going, and keep the family they dearly kept together.

Mejo Mami, you gave us so much more than we could ever return. We will miss your voice, your laughter, Fan-Dail-baji, your duas whispered for us when we did not even know it. Your love remains, in every one of us, in every bond you nurtured, in every child who carries your kindness forward. May Allah SWT forgive you, wrap you in His mercy, accept every prayer you ever made for us, and reunite you with your loved ones in Jannatul Firdaus. Ameen.

From all of us who loved you, and always will.

**By Saddu Syed Islam
16th October 2026**



**Al Mustafa
Welfare Trust**

Charity Number: 1118492

আপনি যদি আপনার নিজের এলাকায় একটি ক্যাম্পের জন্য দান করতে চান
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

If you wish to donate for a camp in your chosen area
please contact us

Call: +44 (0)20 8569 6444
Visit: www.almustafatrust.org



Should Bangladesh Join the Makkah Pact?

The Hidden Price of Collective Defence



By Shofi Ahmed

Bangladesh faces a consequential strategic question: should it join the Makkah Joint Defence Agreement between Saudi Arabia, Türkiye and Pakistan?

The prospect carries considerable attraction. Three influential Muslim-majority states, combining Saudi financial resources, Turkish defence technology and Pakistan's military experience, have established a collective-security arrangement. For Bangladesh, an emerging economy modernising its armed forces while navigating a complex geopolitical environment, closer association could offer tangible advantages.

But a defence alliance is not simply an extension of diplomatic friendship. It changes the obligations, vulnerabilities and future choices of its members.

The central assessment is that Bangladesh should not commit to formal membership at present. It has strong reasons to deepen cooperation with all three countries, but the additional benefits of joining have not been demonstrated sufficiently to justify accepting potentially binding military obligations.

A pact already facing its first test

Signed in Makkah on 7 August 2026, the agreement establishes a collective-defence principle: an armed attack against one signatory is to be regarded as an attack against all. The arrangement quickly moved beyond symbolism.

On 5 October, following attacks against Saudi Arabia, the alliance's Strategic-Political and Defence Committee announced the practical implementation of collective-defence commitments, including arrangements for the rapid deployment of agreed military forces and capabilities under national legislation.

Türkiye subsequently explored defensive assistance, including air defence and electronic warfare, while explicitly excluding offensive participation. Its parliamentary ratification process was still pending. These developments reveal a crucial distinction: political solidarity, treaty commitments and actual military participation are not identical.

For Bangladesh, which has no automatic obligation under the existing agreement, joining would

raise difficult questions about the circumstances under which national forces, equipment, intelligence or financial resources might become committed to conflicts elsewhere.

The military opportunity—and its limits

The alliance's combined capabilities are formidable.

Türkiye possesses an increasingly sophisticated defence-industrial ecosystem, including unmanned aircraft, electronic warfare, sensors and precision-guided systems. Pakistan offers extensive military experience, established defence cooperation and strategic expertise. Saudi Arabia contributes substantial defence expenditure, energy importance and diplomatic influence. Bangladesh could benefit from joint training, intelligence exchange, military education, technology transfer, equipment maintenance and industrial partnerships.

These opportunities matter because Bangladesh must balance military modernisation against demanding fiscal priorities.

Yet an important distinction is frequently overlooked: access to Turkish defence technology or Saudi financing does not necessarily require Bangladesh to enter a collective-defence treaty.

Much could potentially be negotiated through bilateral procurement, industrial cooperation, training agreements and carefully defined security partnerships.

The relevant economic question is therefore not how valuable cooperation might be, but what additional, enforceable benefit formal alliance membership would deliver beyond those alternatives.

Unless that incremental benefit is established, attributing all potential military gains to treaty membership would exaggerate its value.

The economic exposure: protecting what Bangladesh already has

Bangladesh's relationship with Saudi Arabia is economically significant. Bangladesh Bank records show that Saudi Arabia supplied approximately \$5.85 billion in workers' remittances during FY2025–26, making it the country's largest individual source. In July–August FY2026–27, Saudi-origin remittances reached approximately \$1.146 billion, representing 19.7% of total inflows.

These are not abstract diplomatic statistics. Remittances support household consumption, foreign-exchange liquidity and national economic resilience.

Millions of livelihoods are connected directly or indirectly to overseas employment.

A major regional conflict could disrupt employment, migrant welfare, aviation, shipping and energy supplies. Higher energy and freight costs could also transmit pressure into Bangladeshi inflation, industrial

production and the external accounts.

Critically, many of these vulnerabilities exist whether Bangladesh joins the pact or not.

Membership should therefore be judged by the additional exposure it creates, not blamed for the entire economic consequences of a Gulf crisis.

Closer Saudi cooperation might bring investment, employment opportunities or favourable financing. However, none of those benefits should be presumed to follow automatically from a military treaty. Promises of investment and legally binding defence obligations are

precise monetary price.

The overlooked risk: importing another country's conflict

Collective defence allows states to share protection. It may also transmit threats across borders.

Saudi Arabia faces security challenges in the Arabian Peninsula and the wider Middle East. Türkiye operates within a complex environment involving NATO, Syria, Iraq and regional maritime disputes. Pakistan faces strategic pressures involving India and Afghanistan.

Bangladesh does not share all those threat environments.

An alliance could consequently expose Dhaka to military expectations



different categories of commitment. One may remain aspirational while the other becomes operational during an emergency.

India's response and Bangladesh's strategic autonomy

The regional consequences deserve particular attention.

Bangladesh maintains extensive geographic, economic and security connections with India. Joining a formal military alliance that includes Pakistan would introduce a new consideration into Delhi's assessment of Bangladesh's strategic direction.

This would not necessarily produce a diplomatic rupture. India maintains relationships with Saudi Arabia and other Gulf states. Nevertheless, a collective-defence relationship involving Pakistan could complicate crisis diplomacy, military confidence-building and regional security calculations.

China adds another dimension.

Bangladesh already has significant defence relationships with Beijing, while Pakistan is closely connected to Chinese military supply chains. A new alliance could create opportunities for interoperability, but also introduce additional supplier dependencies and competing strategic expectations.

Bangladesh's geographical position rewards flexibility. It benefits from maintaining workable relationships with India, China, the Gulf, Western partners and other Asian economies. Formal military alignment can strengthen particular partnerships, but it may also narrow future choices. That lost flexibility has strategic value even when it cannot be assigned a

arising from disputes in which it played no initiating role.

This is the problem of security coupling: a crisis affecting one member can trigger political or military decisions across the entire alliance.

The October developments demonstrate why this risk cannot be dismissed as merely theoretical.

Before contemplating membership, Bangladesh would need authoritative answers about treaty activation, overseas deployment, financial contributions, exceptions, withdrawal provisions and parliamentary oversight.

Would Bangladesh retain the right to refuse participation in offensive operations? Could it limit assistance to logistics, humanitarian protection or intelligence? Who determines whether an attack qualifies for collective defence?

Without clear answers, the future extent of national obligations remains uncertain.

The social cost of strategic decisions Military alliances are negotiated by governments, but their consequences can extend throughout society.

Bangladeshi migrant workers could face evacuation or employment disruption during a regional emergency. Households could experience inflation arising from energy-price shocks. Taxpayers could bear new procurement or operational commitments.

Military personnel could face deployments beyond the country's immediate strategic environment.

There are also questions of democratic legitimacy. Decisions involving foreign military obligations require transparent legal authority, public accountability and clearly defined institutional responsibility. The security of the state and the welfare of its population must be evaluated together.

The decision Bangladesh actually faces

Three broad courses are available: formal membership, expanded cooperation without membership, or deferring a treaty decision pending further examination.

The important distinction is that these choices do not necessarily deliver the same benefits or impose the same obligations.

Bangladesh can pursue Saudi investment, Turkish defence-industrial partnerships, Pakistani military education and wider intelligence cooperation without automatically accepting collective-defence commitments.

Formal membership may offer further protection or strategic influence. But those additional advantages require verification against actual treaty terms, operational capabilities and credible economic commitments.

The strongest case for membership would demonstrate that it delivers protection Bangladesh cannot otherwise obtain, against threats Bangladesh actually faces, while preserving acceptable sovereign control over military participation.

The strongest case against it concerns contingent obligations, external conflict exposure, opportunity costs and reduced freedom of action.

On presently available evidence, the case for immediate accession remains insufficiently established.

Conclusion: cooperation without unnecessary commitment

Bangladesh does not need to choose between friendship with the Makkah Pact's members and preservation of its strategic independence.

Its interests can support extensive economic, diplomatic and defence cooperation while leaving formal collective-defence membership subject to separate scrutiny.

The essential test is whether an alliance provides additional, enforceable security benefits sufficient to justify the obligations it creates.

Until that test is satisfied, there is a substantive distinction between strengthening relationships and committing national power.

For Bangladesh, the objective is not the greatest number of allies. It is the greatest dependable security and economic resilience consistent with sovereign freedom of action.

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

সৌদিতে হুতিদের মুহূর্ত্ত হামলা

আতঙ্কে ৩৫ লাখ বাংলাদেশি পরিবার

খহরুল ইসলাম, সৌদি আরব থেকে:

সৌদি আরবের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতিরা। বুধবার (১৪ অক্টোবর) গোষ্ঠীটি দাবি করেছে, তারা সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি সৌদি আরামকোসহ রিয়াদ বিমানবন্দরেও হামলা চালিয়েছে। সেই সঙ্গে আরও ব্যাপক হামলা চালানোর অঙ্গীকার করেছে গোষ্ঠীটি।

হুতিদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেছেন, ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী সৌদির পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের দাহরানে আরামকোতে উচ্চ স্তরের সামরিক অভিযান চালিয়েছে। সেই সঙ্গে রিয়াদে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং আরামকো শোধনাগারেও ব্যাপক হামলা চালানো হয়েছে বলে জানান ইয়াহিয়া।

তিনি বলেন, বিশাল সংখ্যক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন



দিয়ে এসব হামলা চালানো হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে সৌদিতে আরও হামলা চালানো হবে উল্লেখ করে ইয়াহিয়া সারি বলেন, শত্রুপক্ষ রিয়াদের বিমানবন্দর এবং তেল স্থাপনাগুলো লক্ষ্যবস্তু করা হবে।

এদিকে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটও হুতিদের হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। জোটটি বলেছে, তারা

দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের আকাশপথে যোগাযোগে বড় ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। ইয়েমেনের হুতি সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলার পর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। নিরাপত্তাবাহিনী বিবেচনায় ঢাকা থেকে রিয়াদ ও দাম্মামগামী বুধবার পর্যন্ত ১০০টির ও বেশি ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসও রিয়াদ রুটে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সৌদি আরবের বিমানবন্দরে হামলার পরিস্থিতিতে ঢাকা থেকে বুধবার (১৪ অক্টোবর) পর্যন্ত ১০০টি ফ্লাইট বাতিল বা স্থগিত করা হয়েছে। এসব ফ্লাইটের যাত্রী ছিলেন ১৫ হাজার ৩৯৩ জন। ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। তাদের মধ্যে বেশি বিপাকে পড়েছেন ভিসার



ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

আন্দোলনে উত্তাল দিল্লি



পোস্ট ডেস্ক :

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া আন্দোলন নতুন রাজনৈতিক ও আইনি মোড় নিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রধান জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নামগুলোর নিরীক্ষা এবং নাগরিকদের ভোটাধিকার সুরক্ষার

দাবিতে বিরোধী রাজনৈতিক দল, শিক্ষার্থী সংগঠন ও তরুণদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে। আন্দোলন দমনে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা, ব্যারিকেড, আটক এবং প্রতিবাদস্থল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিতে আরও জটিল করেছে। অন্যদিকে, ভোটার তালিকা সংশোধনের পক্ষে নির্বাচন কমিশন --১৭ পৃষ্ঠায়

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত



বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও উৎসবমুখর পরিবেশে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে প্রায় ৪ শতাধিক ডেলিগেটস অতিথিবৃন্দ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, প্রতিনিধি ও

শুভাকাঙ্ক্ষীদের সতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় জাতীয় সম্মেলন ২০২৬ গত ১১ই অক্টোবর পূর্ব লন্ডনের --০২ পৃষ্ঠায়



কুমিল্লায় জামায়াতের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

কুমিল্লা মহানগর জামায়াতে ইসলামীর দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমানের গাড়ি ভাঙচুর ও দলীয় কার্যালয়ের ছাদে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে নগরীর মোগলটলীতে মহানগর জামায়াতের দলীয় কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, মহানগর জামায়াতের নতুন কমিটি গঠন নিয়ে কয়েক দিন ধরে শীর্ষ নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ চলছিল। বুধবার সন্ধ্যায় দলীয় কার্যালয়ে কমিটি গঠন নিয়ে বৈঠক চলাকালে সেই বিরোধ প্রকাশ্যে আসে।

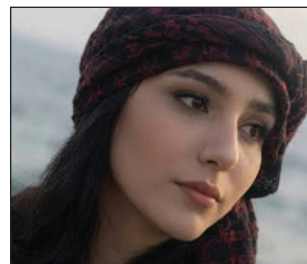
বর্তমান সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান নতুন কমিটিতে আমির হতে পারেন, এমন গুঞ্জনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, মাহবুবুর রহমানের বিরোধী পক্ষের কয়েকজন --১৭ পৃষ্ঠায়

মহানবীকে নিয়ে কটুক্তির অভিযোগে ইরানে তরুণীর মৃত্যুদণ্ড

পোস্ট ডেস্ক :

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কটুক্তির অভিযোগে ইরানে ২৩ বছর বয়সী এক তরুণীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। নাজমিহ আমিন নামের ওই তরুণীকে চলতি বছরের জানুয়ারিতে সরকারবিরোধী আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার করা হয়। এ মামলায় মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি অন্য একটি অভিযোগে তাকে ১২ বছরের কারাদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। নাজমিহ আমিন ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর মশাহদের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি শহরটির ভাকিলাবাদ কারাগারে বন্দি রয়েছেন।

তাকে ঠিক কবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তা নিয়ে ভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। একটি সূত্রের দাবি, গত ৩১ জানুয়ারি মশাহদের ফেরদৌসি শপিং সেন্টার থেকে তাকে আটক করা হয়। অন্য একটি সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, গ্রেপ্তারের তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি। নাজমিহের পরিবার প্রথমে ধারণা করেছিল, সরকারবিরোধী আন্দোলন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেওয়ার কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে পরে তার বিরুদ্ধে



দুটি অভিযোগ আনা হয়। এর মধ্যে একটি ছিল মহানবীকে নিয়ে কটুক্তি করা। ইরানের আইন অনুযায়ী, এ অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগও রয়েছে তার। মানবাধিকার সংস্থা ইরান হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, খোরাসান রাজ্যে প্রদেশের অপরাধ আদালতের ষষ্ঠ শাখায় তার বিচার হয়। আদালতে নাজমিহ দাবি করেন, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মহানবীকে নিয়ে কটুক্তি করেননি। তবে তার এ বক্তব্য আদালত গ্রহণ করেননি।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম খোরাসানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আদালতে নাজমিহ বলেন, বন্ধুদের সঙ্গে এক ধরনের মাদক সেবনের পর তিনি --১৭ পৃষ্ঠায়

ব্রিটেনে একসঙ্গে পাঁচ সরকারি চাকরি করতেন যে বাংলাদেশি

পোস্ট ডেস্ক :

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাশিম চৌধুরী (৫৫)। যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে একসঙ্গে পাঁচটি সরকারি চাকরি করার অভিযোগ উঠেছে। অসুস্থতার অভিনয় করতে তিনি মুখে সাদা মেকআপ করতেন। এভাবে ছুটি কিংবা বাড়িতে বসে কাজ করতেন। এ সুযোগে একসঙ্গে পাঁচটি পূর্ণকালীন সরকারি চাকরি করতেন তিনি। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এসব চাকরি থেকে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড আয় করেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার



পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। তার বিরুদ্ধে বৃটিশ আদালতে প্রতারণার অভিযোগে মামলা চলছে। --১৭ পৃষ্ঠায়



BANGLA POST - 24 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২৪ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk